১৮৪৭ বর্ষের

উপদেশকপত্রিকা।

নির্ঘণ্টপত্র।

পৃষ্ঠা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

ধর্ম্মোপদেশ।

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

ইতিহাস।

নানাবিধ।

সমাচার।

কবিতা ও গীত।

উপদেশক।

জানুয়ারি ১৮৪৭ (১) মূল্য ২ আনা।

আভাষ।

মঙ্গলোপাখ্যান নামে যে পত্রিকা কএক বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে ছাপা হইত, তদ্দ্বারা বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা পারমার্থিক জ্ঞানপ্রদানাদি অধিক উপকার লাভ করিত। সম্প্রতি সেই পত্রিকা সম্পাদকের অবকাশাভাব হেতুক স্থগিত হইল, ইহাতে অনেকে মনে দুঃখিত হইয়াছে, এই কারণে পুনরায় ঐ প্রকার এক পত্রিকা মাসে মাসে ছাপাইতে স্থির করা গেল। অতএব ঐ মঙ্গলোপাখ্যানের পরিবর্ত্তে এই যে উপদেশক নামে পত্র এখন প্রথম বার ছাপা হইল, তাহা যদি এই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হয়, তবে মাসে মাসে ছাপা হইবে।

এই পত্রে যে২ জ্ঞানদায়ক কথা পাওয়া যাইবে, তাহা প্রায় পশ্চাৎ লিখিত চারি প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে।

১। ধর্ম্মবিদ্যার কথা। যাহারা অন্য লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকে, তাহাদেরই ধর্ম্মবিদ্যা অভ্যাস করা অতি হিত জনক, এই জন্যে তাহাদেরই হিতার্থে ধর্ম্মবিদ্যার কোন ২ ভাগ শৃঙ্খলরূপে লেখা যাইবে।

২। ভক্তিবর্দ্ধক কথা। যাহাতে তাবৎ বিশ্বাসি পাঠকের মনে ধর্ম্মের চেষ্টা বৃদ্ধি পায়, এই অভিপ্রায়ে নানা প্রকার পারমার্থিক কথা এবং অতি ভক্ত লোকদের চরিত্র পত্রাদি লেখা যাইবে।

৩। সমাচারের কথা। বাণিজ্য যুদ্ধাদি সাংসারিক বিষয়ের ও ঘটনার সমাচার দিতে আমাদের অভিপ্রায় না হইলেও কখনো ২ দুই একটি কথা জানাইতে পারি, তথাপি ঈশ্বররাজ্যের বৃদ্ধির সমাচার দেওয়া আমাদের বিশেষ অভিপ্রায় আছে। ইহাতে

আমরা কেবল এই দেশের সমাচার না দিয়া অন্যান্য দেশের সমাচারও প্রকাশ করিব।

৪। নানাবিধ জ্ঞানের কথা। ইহার বিশেষ কথা কহিবার কোন প্রয়োজন নহে।

যে কেহ প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে প্রেম করে, এমন সকল লোকের সহিত আমরা স্বর্গেতে প্রেমভাবে বাস করিব, এই আমাদের আশা ও মনোবাঞ্ছা আছে, এই জন্যে ইহকালেও তাহাদের সহিত প্রেমব্যবহারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তথাপি ঈশ্বরের সত্য বাক্য যাহাতে প্রকাশ পায়, এমন চেষ্টাও করা কর্ত্তব্য। অতএব যাহারা খ্রীষ্টের আশ্রিত, তাহাদের যে২ ভ্রান্তি দেখি, সেই সকল ভ্রান্তি আমরা সত্য কথার ন্যায় ভাল বাসিতে পারি না। এই জন্যে আমরা ঈশ্বরীয় আজ্ঞানুসারে প্রেমপূর্ব্বক সত্যতার অবলম্বী হইতে চেষ্টা করিয়া উপযুক্ত সময়ে ঐ প্রকার নানা ভ্রান্তির বিষয়ে প্রমাণ দিব, এবং আপনারা যাহা সত্যজ্ঞান করি, তাহা এই পত্রিকাদ্বারা প্রকাশ করিতে কিম্বা স্বীকার করিতে ভয় করিব না, বিশেষতঃ অবগাহন এবং মণ্ডলীর নিয়ম এই দুই বিষয়ে আমরা যাহা সত্যজ্ঞান করি, তাহাই গুপ্ত রাখিব না। এই পত্রিকাদ্বারা যাহাতে অনেক লোকের ধর্ম্মজ্ঞান বাড়ে, প্রভু আপনি এমন অনুগ্রহ করুন।

খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মবিদ্যা।

কালক্রমে এই পত্রিকাতে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মবিদ্যার সংগ্রহ লিখিতে তৎসম্পাদকের অভিপ্রায় আছে, কারণ এমত সংগ্রহ যদ্যপি সকল পাঠকের সম্পূর্ণ রূপে মনোরঞ্জন বোধ হইতে পারে না, তথাপি আমাদের এই দেশীয় মণ্ডলীগণের মধ্যে যাঁহারা উপদেশ করেন কিম্বা অন্য প্রকারে শিক্ষা দেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম বিষয়ক যে বিদ্যা তাহা চারি ভাগে বিভক্ত হয়।

১। ধর্ম্মবিষয়ক যে সকল কথা সত্যজ্ঞান করিতে হয়, এবং যে সকল আজ্ঞা পালন করিতে হয়, তাহার সংগ্রহ হইয়াছে ধর্ম্মবিদ্যার প্রথম ভাগ, এবং সেই ভাগকে সকলের মধ্যে প্রধান ও সুস্বাদু বলিতে পারি,

যেহেতুক তাহাই বৃক্ষের ফলস্বরূপ, এবং অন্য যে তিন ভাগ, সেই সকল ঐ বৃক্ষের কাণ্ড ও শাখাস্বরূপ।

২। ধর্ম্মপুস্তক বিষয়ক বিদ্যা হইয়াছে ধর্ম্মবিদ্যার দ্বিতীয় ভাগ। এই ভাগ সকলের মধ্যে বিস্তারিত ও কঠিন, যেহেতুক যে২ উপায়ে ধর্ম্মপুস্তকের অর্থ উত্তমরূপে বুঝা যাইতে পারে, সেই সকল উপায়-প্রাপ্তি এই ভাগদ্বারা হয়। সেই২ উপায়ের নাম সংক্ষেপে লিখিতেছি, তাহা এই২; ধর্ম্মপুস্তকের দুই মূলভাষার অর্থাৎ ইব্রীয় ও যূনানীয় ভাষার অভ্যাস, এবং পূর্ব্বকালীয় নানা রাজ্যের ও তন্নিবাসি লোকদের বৃত্তান্ত. এবং ধর্ম্মপুস্তকের যত গ্রন্থ তাহাদের প্রত্যেকের রচক ও অভিপ্রায় নিশ্চয় করণ, এবং এমত পুরাতন পুস্তক কিরূপে রক্ষা পাইয়া আমাদের এই সময়ে উপস্থিত হইতে পারে তদ্বিষয়ক জ্ঞান, এবং তাহার অর্থ করণের উপযুক্ত নিয়ম স্থির করণ। এই সকল প্রকার জ্ঞান যাহার না হয়, সে সূক্ষ্মরূপে ধর্ম্মপুস্তকের সকল কথার অর্থ করিতে পারে না। এমন লোকের হস্তে যদি ভাল তর্জ্জমা থাকে, তবে সে সত্য বিশ্বাসের ও ধর্ম্মাচরণের ও পরিত্রাণের পথ অনায়াসে নিশ্চয় করিতে পারিবে, তথাপি যাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না, এমত অনেক২ কথা দেখিবে।

৩। খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর এবং ধর্ম্মবিষয়ক নানা মত ও রীতির ইতিহাস হইয়াছে ধর্ম্মবিদ্যার তৃতীয় ভাগ। ইহার অভ্যাস অতি কঠিন নহে, তথাপি সাংসারিক ইতিহাসের জ্ঞান না হইলে তাহার জ্ঞানও উপযুক্ত রূপে হইতে পারে না।

৪। ধর্ম্মাধ্যক্ষের কর্ম্মবিষয়ক বিদ্যা হইয়াছে ধর্ম্মবিদ্যার চতুর্থ ভাগ। তাহাদ্বারা উপদেশ দেওন এবং সভার মধ্যে প্রার্থনাদি করণ এবং মণ্ডলী শাসন এবং পারমার্থিক বিষয়ে নানা লোকদের তত্ত্বাবধারণ করণ, এই সকলের নিয়ম ও উপায়ের জ্ঞান লাভ হয়।

ধর্ম্মবিদ্যার এই যে চারি ভাগ, তাহার মধ্যে দ্বিতীয়ের বিষয়ে অনেক কথা এই পত্রিকাতে লেখা যাইবে না, কারণ তাহা কঠিন ও বিস্তারিত; তথাপি কখনো২ কোন অধ্যায়ের টীকা লিখিত হইবে; কিন্তু অন্য তিন ভাগের প্রতি ক্রমে২ মনোযোগ করা যাইবে। বিশেষতঃ প্রথমের অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহের এক২ প্রকরণ মাসে২ লেখা যাইবে।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

১। ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ কাহাদ্বারা লিখিত হইয়াছিল তাহার নির্ণয়।

ধর্ম্মজ্ঞানের দুই আকর আছে, এক মনুষ্যের মন, অপর ঈশ্বরের প্রকাশিত বাক্য। মনুষ্যের মনহইতে যে ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে, তাহা তজ্জনীয়

নহে, তথাপি তাহা অতি অসম্পূর্ণ ও তেজরহিত। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই২। পৃথিবীর মধ্যে যত লোক আছে তাহারা প্রায় সকলে মনুষ্যের মনকে ধর্ম্মজ্ঞানের উপযুক্ত আকররূপে না মানিয়া কোন২ ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রাহ্য করে, কিম্বা কোন বিশেষ জাতি আপনাদের এবং ঈশ্বরের মধ্যস্থরূপে জ্ঞান করে, এবং ঐ শাস্ত্রদ্বারা কিম্বা ঐ বিশেষ জাতির প্রমুখাৎ ঈশ্বরের বাক্য আপনাদের নিকটে প্রকাশিত হয়, এমত বোধ করিয়া থাকে। তথাপি যাহারা কোন শাস্ত্র মানে না, এমন কএক ব্যক্তি নানা দেশে হইয়াছে, কিন্তু তাহারা অতি বুদ্ধিমান হইলেও ধর্ম্মবিষয়ে প্রায় কিছু নিশ্চয় করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ মনুষ্য অমর কি না, এবং ঈশ্বর এক কি অনেক, এবং কিরূপ সেবা তাঁহার গ্রাহ্য হয়, এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মের নিয়ম কি, এবং পাপ করিলে সেই পাপের মোচন হইতে পারে কি না, এবং যদি হইতে পারে তবে পাপমোচনের উপায় কি, ইত্যাদি অতি ভারি জিজ্ঞাসার মধ্যে একেরও উপযুক্ত উত্তর স্থির করিতে পারক হয় নাই; অতএব ঈশ্বরের প্রকাশিত বাক্য ব্যতিরেকে ধর্ম্মজ্ঞান অত্যন্ত দুর্লভ, ইহা স্বীকার করা সকলের কর্ত্তব্য।

খ্রীষ্টীয়ান লোকসকল যে ধর্ম্মপুস্তক গ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ দেওয়া প্রথমে কর্ত্তব্য। এই জগতের মধ্যে অনেক শাস্ত্র আছে। হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের কথা সকলে জানে; এবং মুসলমান লোকদেরও কুরাণ নামে এক শাস্ত্র আছে, এবং অন্য২ দেশীয় লোকদের অন্য২ শাস্ত্র আছে। ঐ সকল শাস্ত্রের কথা যদি পরস্পর মিলিত, তবে সকলই সত্য এমন বোধ হইতে পারিত, কারণ যাহা সত্য তাহা সত্যের সহিত মিলে; কিন্তু সকল শাস্ত্রের পরস্পর ঐক্য দূরে থাকুক, বরং তাহাদের মধ্যে যে অমেল তাহার সীমা নাই, অতএব সকলই সত্য হইতে পারে না। তথাপি সকলই মিথ্যা এমন বোধ করণের কোন কারণ নাই। যদিও এই দেশে অনেক মেকী টাকা আছে, তথাপি সকল টাকা মেকী হয় না; তদ্রূপ যদিও জগতে অনেক মিথ্যাশাস্ত্র আছে, তথাপি সকল শাস্ত্র মিথ্যা হয় না।

এমন হইলে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের গ্রাহ্য ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বরের বাক্য যে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার যে নানা প্রমাণ আছে, সেই সকল প্রমাণ জ্ঞাত হওয়া ধর্ম্মোপদেশকের আবশ্যক বটে।

যে প্রমাণ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রায় অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। দেখ, কোন রোগগ্রস্ত লোক বৃথা নানা উপায় গ্রহণ করিয়া যদি অবশেষে কোন বিশেষ ঔষধ খাইয়া সুস্থ হয়, এবং তাহার ন্যায় রোগগ্রস্ত যত লোক সেই ঔষধ খায় তাহারাও যদি সকলে তদ্দ্বারা সুস্থ হয়, তবে অবশ্য সেই ঔষধ উত্তম বলিতে হয়। তদ্রূপ আমার যে পাপরোগ ছিল, তাহার উপশম অনেক চেষ্টা করিলেও কোন উপায়দ্বারা হয় নাই, কেবল খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মপুস্তকের কথা মনেতে গ্রহণ করিলে আমি সুস্থ হইয়াছি, এমন সাক্ষ্য অসংখ্য২ লোক দিতে পারে, এবং সেই সকল লোক

অতি দৃঢ় মনে ধর্ম্মপুস্তককে ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান করে। আর সেই পুস্তকদ্বারা কেবল মনুষ্যের পাপরোগের প্রতিকার হয়, কিম্বা মনুষ্যের ইহকালের ও পরকালের বিষয়ে যে২ শিক্ষাতে ও সান্ত্বনাতে প্রয়োজন আছে, কেবল তাহার প্রাপ্তি হয় এমন নহে; তন্মধ্যে লিখিত সকল কথা মহিমান্বিত ও সর্ব্বজ্ঞ ও পবিত্র ও ন্যায়কারি ও দয়ালু সৃষ্টিকর্ত্তার অতি যোগ্যও আছে। তদ্ভিন্ন সেই ধর্ম্মপুস্তকের নানা গ্রন্থের পরস্পর ঐক্য অতি আশ্চর্য্য হওয়াতে সকলই যে সত্য এমন বোধ জন্মায়।

ধর্ম্মপুস্তকের ঐ২ প্রকার গুণ প্রায় সকলেরি বোধগম্য হইতে পারে, এবং তাহা বিবেচনা করিলে বিশ্বাসি লোকের মন স্থির হয়, কারণ যে পারমার্থিক ঔষধদ্বারা সে সুস্থ হইয়াছে, তাহার প্রস্তুত হওনের নিয়ম যদ্যপি সে জানে না, তথাপি ঈশ্বরদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল, এ বিষয়ে তাহার মনে আর সন্দেহ হয় না। কিন্তু সকল মনুষ্য বিশ্বাসী হয় না এবং হইতে চাহেও না, আর যাহারা অবিশ্বাসী তাহারা ধর্ম্মপুস্তকের বিষয়ে নানা আপত্তি করিয়া থাকে, এবং তাহাদের কথার উত্তর দেওনে সমর্থ হওয়া ধর্ম্মোপদেশকের অতি আবশ্যক। এই জন্যে আমরা ধর্ম্মপুস্তকের ঈশ্বরদত্ত হওনের যে প্রমাণ, তাহা শৃঙ্খলমতে এবং কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে লিখিব। তাহার সারকথা এই২, ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ মথি, মার্ক, লূক, যোহন, পৌল, যাকুব, পিতর ও যিহূদা, এই কএক ব্যক্তিদ্বারা লিখিত হইয়াছে; এবং তাঁহারা যাহাই লিখিয়াছেন, তাহাই আমাদের এই সময়ে বিদ্যমান আছে। এই কএক ব্যক্তিরা যে২ ইতিহাস লিখিয়াছেন, সেই সকল ইতিহাস আমাদের বিশ্বাসের যোগ্য, বিশেষতঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক তাঁহাদের সাক্ষ্য সর্ব্বতোভাবে সত্য। সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চরিত্র ও কর্ম্মদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি তিনি কোন সামান্য মানুষ না হইয়া ঈশ্বরের প্রেরিত এক শিক্ষক ছিলেন; অতএব তিনি যে ধর্ম্মকথা কহিয়াছেন তাহা সত্য, এবং তাঁহার প্রেরিতদের উক্ত ধর্ম্মকথাও সত্য। প্রভু যীশুর কথাদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ যে সত্য ও ঈশ্বরদত্ত এমত বোধ হয়, এবং তাহার অন্য ২ অনেক প্রমাণ আছে। তদ্রূপ ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগও ঈশ্বরদত্ত বলিতে হয়।

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের পুস্তক সকল মথি প্রভৃতি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত কিম্বা তাঁহাদের শিষ্যদ্বারা লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম প্রমাণ ভাষা। সেই পুস্তক সকল যূনানীয় অর্থাৎ গ্রীক ভাষাতে লিখিত হইয়া আমাদের বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উপস্থিত আছে। কিন্তু সেই পুস্তকের ভাষা শুদ্ধ যূনানী ভাষা নহে, যিহূদী লোকেরা সেই ভাষা ব্যবহার করিলে যে প্রকার কথা কহিত, সেই প্রকার কথা ঐ পুস্তকে পাওয়া যায়। এই বঙ্গদেশের উপরে সম্প্রতি ইংরাজি লোক কর্ত্তৃত্ব করিতেছে এবং বাঙ্গালি লোকদের মধ্যে অনেকে তাহাদের ভাষা শিখিয়া তাহা ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু যাহারা তাহা ব্যবহার করে, তাহারা প্রায় শুদ্ধ

ইংরাজি কথা না কহিয়া বঙ্গভাষার চলিত নিয়মানুসারে কোন২ কথা কহে; এই কারণে যদি কোন বাঙ্গালি লোক ইংরাজি পুস্তক রচনা করে, তবে উত্তমরূপে করিলেও কোন২ স্থানে বঙ্গভাষার নিয়ম ও চিহ্ন প্রকাশ পায়, এবং সেই পুস্তক ইংলণ্ডদেশে জাত লোকদ্বারা রচিত না হইয়া কোন বঙ্গদেশীয় লোকদ্বারা রচিত হইয়াছে, ইহা জ্ঞানি লোক সকল রচকের নাম না জানিয়াও প্রায় আপনারা বুঝিতে পারে। ভাল, এই দেশের অনেক লোক যেমন ইংরাজি ভাষা শিখিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ পূর্ব্বকালেতে অনেক যিহূদি লোক যূনানীয় ভাষা শিখিয়া ব্যবহার করিত; এবং বঙ্গদেশীয় লোকের রচনা যেমন শুদ্ধ ইংরাজি ভাষাতে প্রায় হয় না, তদ্রূপ যিহূদি লোকের রচনা শুদ্ধ যূনানী ভাষাতে প্রায় হইত না। যিহূদি লোকদ্বারা রচিত অনেক যূনানী গ্রন্থ এখনও উপস্থিত আছে; তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের তর্জ্জমা, এবং মিসরদেশে প্রবাসি ফিলো নামক অতি জ্ঞানবান যিহূদি লোকের অনেক গ্রন্থ, এবং যোষীফস নামে যিহূদীয়দের অতি খ্যাত সেনাপতির গ্রন্থ। এই সকল পুস্তকের যে প্রকার রচনা, ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগেরও প্রায় সেই প্রকার রচনা; অতএব এই সকল পুস্তকের লেখক যেমন যিহূদি লোক ছিল, তদ্রূপ ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহারাও যিহূদি লোক ছিলেন, এমত দৃঢ় বোধ হয়; কারণ যিহূদি লোক ব্যতিরেকে অন্য কাহারও রচনা সেই প্রকার হইত না।

দ্বিতীয় প্রমাণ প্রকরণ, অর্থাৎ তৎকালীয় নানা রাজ্যের ও নানা ব্যক্তির বিষয়ক কথা। যাঁহারা ঐ পুস্তক সকল লিখিয়াছেন, তাঁহারা যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সময়ে উপস্থিত না হইয়া কএক বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তবে ঐ সময়ে নানা দেশের যে অবস্থা ছিল তাহা প্রায় জানিতে পারিতেন না। তাহার কারণ এই। আমাদের এই বর্ত্তমান সময়ে সমুদায় হিন্দুস্থান দেশ ইংরাজ লোকদের অধীন আছে, তথাপি তাহারা প্রতি প্রদেশে আপনারা রাজত্ব করে না, কোন২ প্রদেশে রাজা কিম্বা প্রধান লোক কর্তৃত্ব করিতেছে। ইহার উদাহরণ লক্নৌ গোয়ালিয়ার প্রভৃতি নানা প্রদেশ। এই সকল প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা যাবৎ ইংরাজি লোকদের পরামর্শানুসারে রাজ্যের শাসন করে, তাবৎ তাহাদের সাহায্যে সুস্থির থাকে; কিন্তু তাহাদের পরামর্শ না মানিলে তাহারা পদচ্যুত হয়, এবং তাহাদের যে২ দেশ ছিল, কি জানি তাহা একেবারে ইংরাজদের হস্তগত হয়, কিম্বা তাহাদের কর্তৃক অন্য কোন২ রাজার নিকটে সমর্পিত হয়। এই প্রকারে অতি অনায়াসে সেই সকল প্রদেশের অবস্থান্তর হয়, এবং কোন্ সময়ে কোন্ প্রদেশের কি অবস্থা ছিল তাহা জ্ঞাত হওয়া অতি কঠিন। তাহার উদাহরণ, মারহাট্টা জাতীয় সকল রাজ্য পঞ্চাশ বৎসর হইল কি অবস্থাতে ছিল, তাহা এখন অতি বিজ্ঞ লোক বিনা প্রায় কেহ জানে না; এবং তৎকালের ঘটনা যে২ ইতিহাসপুস্তকে লিখিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ না করিলে জানা যাইতে পারে না। রোমীয় লোকদের রাজ্য অতি

বিস্তারিত হওয়াতে তাহার শাসন প্রায় ঐ প্রকারে হইত। কোন২ প্রদেশ তাহাদেরই দ্বারা, কোন২ প্রদেশ বা স্ব২ রাজার দ্বারা শাসিত হইত। এবং সেই২ রাজা যত দিন রোমীয়দের ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিত, তত দিন তাহাদের সাহায্যে স্থির থাকিত; কিন্তু অন্যমত আচরণ করিলে কিম্বা পরলোক প্রাপ্ত হইলে রোমীয় লোকেরা তাহাদের রাজ্যশাসনের অন্য নিয়ম করিত। তাহার উদাহরণ। বৃদ্ধ হেরোদ রাজা অতি দুরন্ত হইলেও যাবজ্জীবন রোমীয় লোকদের বন্ধু হওয়াতে আপন রাজত্বে সুস্থির থাকিল, কিন্তু তাহার মৃত্যুর কিঞ্চিৎ কাল পরে রোমীয় লোকেরা কোন কারণে তাহার রাজ্যের এক প্রদেশ, অর্থাৎ যিহূদা দেশ, আপনারা শাসন করিতে লাগিল, এবং অন্য সকল প্রদেশ তাহার পুত্র পৌত্রাদিকে বিভাগ করিয়া দিল। পরে ইহাদের মধ্যে কাহারো মৃত্যু হইলে অন্য কোন নিয়ম স্থির করিল। আর ইংরাজি লোক যেমন আপনাদের স্বীকৃত কথা লঙ্ঘন না করিয়া মানে, রোমীয় লোক তদ্রূপ না হইয়া কখনো লোভেতে, কখনো ভয়েতে, কখনো বা অনর্থক রাগেতে অতি চঞ্চল রূপে ঐ সকল কর্ম্ম করিত। তদ্ভিন্ন যে সকল প্রদেশ তাহাদের আপনাদের অধীন ছিল, তাহার শাসনকর্ত্তা কৈসর অর্থাৎ বাদশাহ দ্বারা নিযুক্ত হইলে তাহাকে এক প্রকার উপাধি দেওয়া যাইত; এবং সেনাত অর্থাৎ প্রধান রোমীয় লোকদের সভাদ্বারা নিযুক্ত হইলে তাহার অন্য প্রকার উপাধি দেওয়া যাইত। এই সকল বিবেচনা করিলে অনায়াসে বুঝা যায়, যে কেহ কোন প্রদেশের কথা লিখে, সে যদি আপনি তাহার অবস্থা দেখিয়া আপন বর্ত্তমান সময়ের কথা লিখে তবে সত্য কথা লিখিতে পারে; কিন্তু কোন পুরাতন সময়ের কথা লিখিলে প্রায় তাহার সত্য অবস্থা জানিতে না পারাতে ভ্রান্ত হয়। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সময়ে যিহূদা ও তাহার চতুর্দ্দিগস্থিত দেশ সকলের কি২ অবস্থা ছিল, তাহা আমরা তৎকালীয় যোষীফস নামক গ্রন্থকর্ত্তার পুস্তকদ্বারা জানিতে পারি; এবং পুস্তকাদি নানা উপায়দ্বারা রোমীয় লোকদের অধীন অন্য২ সকল প্রদেশের তৎকালীয় অবস্থা জানা যাইতে পারে। এ সকল বিষয়ে প্রেরিতেরা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঐ যোষীফস প্রভৃতির পুস্তকে লিখিত কথার সহিত উত্তমরূপে মিলে, এ জন্যে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি, প্রেরিতেরাও সেই সময়ের লোক ছিলেন।

গালীল ও যিহূদা নামে যে দুই দেশের বিষয়ে তাঁহারা অধিক কথা লিখিয়াছেন, সেই দুই দেশের তৎকালে যে অবস্থা ছিল তাহা চিরস্থায়ী থাকিল না, কারণ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর ৩৭ সাঁইত্রিশ বৎসর পরে তদ্দেশ নিবাসিরা রোমীয় লোকদের সহিত যুদ্ধ করাতে রোমীয় লোকেরা সেই দেশ এমত বিনষ্ট করিল যে তাহা প্রায় নরশূন্য হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ যিরূশালম নগরকে সমূলে উৎপাটন করিল। এই আত্যন্তিক দুর্ঘটনার পরে যাহারা জন্মিল, তাহারা উক্ত নগরের ও দেশের

পূর্ব্বকালীয় সুখাবস্থা প্রায় জানিতে ও বুঝিতে পারিল না। কিন্তু ধর্ম্ম-পুস্তকের অন্তভাগ যাঁহাদের কর্তৃক রচিত হইয়াছে, তাঁহারা চাক্ষুষ-দর্শনকারিদের ন্যায় উক্ত নগরের ও দেশের বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে তাঁহারা যিরূশালমের উৎপাটিত হওনের পূর্ব্বে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয়ান পিতামাতার মনোদুঃখ।

এক দিনে কোন ধর্ম্মাধ্যক্ষ উপদেশ করিয়া স্বর্গীয় সুখের অতি সুন্দর বর্ণনা করেন। শ্রোতাদের মধ্যে দুই জন স্ত্রীপুরুষ অতি ধার্ম্মিক বৃদ্ধ লোক আছেন, এবং তাঁহাদের পুত্র এক জন নিশ্চিন্ত সুখাভিলাষি যুবা লোকও তথায় বসিয়া মনে২ কহিলেন, আমার যে পিতা মাতা প্রায় স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মন এই রূপ কথাতে অবশ্য প্রফুল্ল হইবে। ইহা ভাবিয়া তিনি আপন পিতামাতার বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু তাঁহারা আনন্দে প্রফুল্ল না হইয়া দরদর অশ্রুপাত করি-তেছেন, ইহা দেখিতে পাইয়া তিনি অতি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পরে সভা ভাঙ্গিলে যখন তাঁহারা তিন জনে ঘরে গমন করেন, তখনও আপন পিতামাতা ভাবিত ও মনোদুঃখিত থাকেন, ইহা দেখিয়া সেই যুবা আরও আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অতএব গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি আপন মাতাকে জিজ্ঞাসা করেন,"ও মাতা, আপনি এমন বিষণ্ণা হইয়াছেন, ইহার কারণ কি? ধার্ম্মিক হইলে অন্তঃকরণ আনন্দেতে প্রফুল্ল হয়, এমন কথা আপনি আমাকে পুনঃপুনঃ কহিয়া থাকেন। তবে এই ক্ষণে স্বর্গীয় সুখের অতি সুন্দর বর্ণনার কথা শুনিয়া আপনি এবং আমার পিতা নিতান্ত কাতর ও ভাবিত আছেন, এ কেমন ঘটিল? "তাঁহার মাতা কহেন, "হে বৎস, স্বর্গীয় ভাবিসুখের প্রত্যাশাতে আমাদের মন প্রফুল্ল হইল, কিন্তু স্বর্গেতে গেলে আমরা তোমাকে সেই স্থানে দেখিব না, এই ভয়েতে মনোদুঃখী হইলাম।" এই কথাতে পুত্রের মর্ম্মবেদনা জন্মিলে তিনি গুপ্ত স্থানে গিয়া ক্রন্দন পূর্ব্বক এমত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে আমার পিতামাতার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বরও হও, এবং তাঁহাদের অধিকারের অংশী আমাকেও কর, স্বর্গেতে আমাদিগকে তিন জনে মিলিয়া সুখস্থান পাইতে দেও। সেই দিনাবধি তাঁহার মন নূতনীকৃত হইল, তাহাতে মরণ সময়ে তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা শিমিয়োনের ন্যায় বলিতে পারিলেন, হে প্রভো, এখন নিজ সেবকদ্বয়কে কুশলে বিদায় করুন।

ইউরপ দেশের কথা।

এই বঙ্গ দেশের সামান্য লোক সকল ইউরপ এই নাম প্রায় জানে না, এবং ইউরপ দেশের কথা কহনের সময়ে তাহারা প্রায় বিলাত এই নাম ব্যবহার করে, কিন্তু বিলাত শব্দের প্রকৃত অর্থ দেশ কিম্বা পরদেশ। পৃথিবীর মধ্যে যে ২ স্থল, তাহা সমুদ্রাদিদ্বারা চারি ভাগে বিভক্ত হয়, তাহাদের নাম ইউরপ, আশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা। আমরা যে হিন্দুস্থান দেশে বাস করিতেছি, তাহা আশিয়ার একটি প্রদেশ, এবং ইংরাজি লোকদের জন্মভূমি যে ইংলণ্ড নামক দেশ, তাহা ইউরপের একটি প্রদেশ। ইংলণ্ড দেশ ভিন্ন ইউরপের অন্য ২ দেশ আছে। তাহার অতি সংক্ষেপ বিবরণ লিখি, যেহেতুক ইউরপীয় লোকেরা জ্ঞা-নেতে ও সভ্যতাতে ও ধর্ম্মচেষ্টাতে প্রায় সকল লোকদের মধ্যে প্রধান, এবং পৃথিবীর অন্য ২ স্থানে যে সকল লোকের অধিক জ্ঞান ও সভ্যতা ও ধর্ম্মচেষ্টা আছে, তাহারা কিম্বা তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা প্রথমে ইউরপহইতে ঐ সকল স্থানে গমন করিয়াছিল।

যে ইংলণ্ড দেশহইতে ইংরাজি লোক নাম ধারণ করে, তাহা একটি দ্বীপের দক্ষিণ ভাগ; সেই দ্বীপের উত্তর ভাগ স্কটলণ্ড, যাহাহইতে স্কচ কিম্বা স্কট্টিষ লোক নাম পাইয়াছে। ঐ সমস্ত দ্বীপের নাম গ্রেট ব্রিটেন, অর্থাৎ মহাব্রিটেন। সেই দ্বীপের পশ্চি-মে অন্য এক দ্বীপ আছে, তাহার নাম আইরলণ্ড,ও তন্নিবাসি লো-কেরা আইরিষ নামে বিখ্যাত হয়। ঐ গ্রেট ব্রিটেন ও আইর-লণ্ড নামে দুই দ্বীপ এবং তন্নিকটস্থ অনেক ক্ষুদ্র ২ উপদ্বীপ এক রাজ্যেতে সংগৃহীত আছে, আর পৃথিবীর নানা স্থানের নানা দেশ ও উপদ্বীপ ঐ রাজ্যের অধীন হইয়াছে। ইংলণ্ড দেশে প্রায় ১৯০ লক্ষ, এবং স্কটলণ্ড দেশে প্রায় ৩০ লক্ষ, এবং আইরলণ্ড দেশে প্রায় ৮০ লক্ষ, সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০ লক্ষ মনুষ্য বাস করে। বানিজ্য ও শিল্পকর্ম্মাদিতে তাহাদের যে নিপুণতা, তাহার কথা কহিবার কোন প্রয়োজন নাই, কেবল ধর্ম্মবিষয়ে তাহাদের যে অবস্থা, তাহার কএকটি কথা লিখিব।

ঐ সকল লোক খ্রীষ্টীয়ান নামে বিখ্যাত হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে

আইরিষ লোক অধিকাংশ রোমান কাথলিক আছে। ইংলণ্ড দেশীয় প্রধান ও ধনি লোক প্রায় সকলে চর্চ আফ ইংলণ্ড নামক দলভুক্ত আছে, অর্থাৎ লার্ড বিশপ সাহেবদিগকে মানে; এবং শাসনকর্ত্তারাও সেই দলের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন, ও তৎসম্বন্ধীয় অনেক ধর্ম্মাধ্যক্ষকে বেতন দিয়া থাকেন। সেই চর্চ আফ ইংলণ্ড দলভুক্ত লোকদের মধ্যে অনেক উত্তম খ্রীষ্টীয়ান লোক, তাঁহারা চর্চ মিশনরী সোসাইটি স্থাপন করিয়া এই দেশে এবং অন্যান্য দেশে সুসমাচার প্রচার করাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, এবং কৃষ্ণনগরাদি নানা স্থানে তাঁহাদের সেই চেষ্টা সফলও হইয়াছে। কিন্তু ঐ উত্তম লোক ভিন্ন অন্য ২ অনেক লোক চর্চ আফ ইংলণ্ডীয় নামক দলের মতাবলম্বী আছে, এবং তাহারা যে মনুষ্যদের কল্পিত ধর্ম্মকথা ও প্রার্থনাদি মানে ও পুরুষপরম্পরাগত নানা রীতি ব্যবহার করে ও আপন ২ মণ্ডলীতে দুষ্ট লোকের দমন প্রায় করে না, এবং ধর্ম্মাধ্যক্ষদের বেতনার্থে শাসনকর্ত্তাদের নিকটে অর্থ গ্রহণ করে, এই সকল আমাদের দৃষ্টিতে তাহাদের দোষ ও ত্রুটি বোধ হয়।

মেথডিষ্ট নামে অন্য এক দলাবলম্বী অনেক ২ লোক ইংলণ্ড দেশে পাওয়া যায়। তাহারা শাসনকর্ত্তাদের নিকটে অধ্যক্ষদের বেতন গ্রহণ করে না, কিন্তু কোন ২ বিষয়ে, অর্থাৎ প্রার্থনাদি ধর্ম্মরীতিতে প্রায় চর্চ আফ ইংলণ্ডের অনুগামী হয়। তথাপি অন্য ২ বিষয়ে তাহারা আপনাদের নিরূপিত নানা বিধি মানে। ঐ দল জান উএস্‌লি নামক অতি উত্তম এক সাহেব কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, এই জন্যে তাহাকে উএস্‌লিয়ন বলা যায়। কিন্তু প্রায় তাহার তুল্য অন্য কোন ২ দলকেও মেথডিষ্ট বলা যায়।

যাহারা প্রত্যেক মণ্ডলীকে স্বাধীন অর্থাৎ কেবল খ্রীষ্টের অধীন এবং তাবৎ মনুষ্যের অনধীন জ্ঞান করে, তাহারা দুই দলে বিভক্ত হয়। এক দলের নাম ইণ্ডেপেণ্ডন্ত অর্থাৎ স্বাধীন, দ্বিতীয়ের নাম বাপ্তিষ্ট অর্থাৎ অবগাহন মতাবলম্বী। বাপ্তিষ্ট মতাবলম্বিরা কেবল অবগাহন অর্থাৎ ডুব প্রকৃত বাপ্তিস্ম, ইহাই স্বীকার করে, এবং শিশুদিগকে অবগাহনের যোগ্য পাত্র জ্ঞান না করিয়া কেবল বিশ্বাসি লোকদিগকে অবগাহনের যোগ্য পাত্র জ্ঞান করে।

স্কটলণ্ড দেশের প্রায় সকল লোক প্রেস্‌বুতীরিয়ন নামক দল-ভুক্ত আছে। সেই দলের বিশেষ লক্ষণ এই, যে তন্মতাবলম্বি লোকেরা এক২ মণ্ডলীর স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা অস্বীকার করিয়া প্রত্যেক মণ্ডলীকে নিকটবর্ত্তি মণ্ডলীগণের একাংশমাত্র জ্ঞান করে। তাহাতে কোন অঞ্চলের মণ্ডলীগণের এবং ধর্ম্মাধ্যক্ষদের সম্মতিদ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হয়, তাহাই সেই অঞ্চলের প্রত্যেক মণ্ডলীকে পালন করিতে হয়। এবং সকল অঞ্চলের সকল মণ্ড-লীর প্রতিনিধি ও অধ্যক্ষগণ সভা করিয়া যাহা স্থির করে, তা-হাও প্রত্যেক মণ্ডলীর পালনীয় বিধিরূপে মান্য হয়। কাহার দ্বারা কি রূপে অধ্যক্ষগণকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে কালক্রমে বার২ অনৈক্য হওয়াতে প্রেস্‌বুতীরিয়ন মতাবলম্বিরা নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহাকে ফ্রী চর্চ আফ স্কটলণ্ড বলে, তাহা সংখ্যাতে ও উদযোগেতে প্রায় প্রধান। কিন্তু কেবল তাহাদের মধ্যে অনেক উত্তম২ খ্রীষ্টীয়ান লোক পাওয়া যায়, এমন নহে; অন্য অন্য প্রেস্‌বুতীরিয়ন লোকদের মধ্যেও অনেক উত্তম২ খ্রীষ্টীয়ান লোক আছে।

গ্রেট বৃটেন দেশের মধ্যে উক্ত চারি পাঁচ দল প্রায় প্রচলিত আছে। আর তন্মতাবলম্বিদের মধ্যে অনেকে মনুষ্যজাতির পরম হিতার্থে নানা সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া যাহাতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার তাবৎ পৃথিবীতে ব্যাপে, এমত চেষ্টা করিতেছে।

ধর্ম্মপুস্তকমাত্র বিতরণার্থে এক মহা সম্প্রদায় ১৮০৪ শালে স্থাপিত হইল, তাহাদ্বারা বোধ হয় গত বেয়াল্লিশ বৎসরের মধ্যে প্রায় ১৮০ লক্ষ ধর্ম্মগ্রন্থ পৃথিবীস্থ নানা দেশীয়দের নিকটে বিক্রীত কিম্বা দত্ত হইয়াছে। সেই প্রকার অনেক ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ও আছে।

উক্ত সকল দলের মধ্যে প্রত্যেক দল বিদেশেতে সুসমাচার প্রচার করাওনার্থে এক কিম্বা দুই তিন সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছে; তাহার বিশেষ লিখিলে সময়ের অকুলান হইবে। ঐ সকল সম্প্রদায়ের চেষ্টা যে নিষ্ফল হয় নাই, তাহার একটি প্রমাণ এই বঙ্গদেশ।

গ্রেট বৃটেন রাজ্যের সম্পর্কীয় যত দেশ আছে, সেই সকল দেশীয় প্রজারা নির্ব্বিঘ্নে আপন২ ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে, কিম্বা যদিও এ বিষয়ে কেহ কোন বাধা জন্মায়,

তথাপি শাসনকর্ত্তারা এমন বাধা জন্মাইতে পারে না, এই হেতুক সেই রাজ্যেতে নানাবিধ ধর্ম্মমত জন্মিয়া প্রকাশ পাইতেছে, ইহা দুঃখের বিষয় বটে। তথাপি সেই কারণেতেই সত্য ধর্ম্মের বৃদ্ধিও সম্যক্রূপে হইতেছে; এবং যেমন আলো তিমিরনাশক, তদ্রূপ নির্ভয়তা ক্রমে২ ভ্রমনাশক হইয়া উঠিবে, ফলতঃ যে দলের যে ভ্রান্তি হয়, তাহার সেই ভ্রান্তি সকলের নিকটে প্রকাশিত হইয়া ক্রমে২ শুদ্ধ করা যাইবে, এমন ভরসাও জন্মে। গ্রেট ব্রিটেন দেশে যত ধার্ম্মিক লোক আছে, তত ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীস্থ আর কোন দেশে নাই; এবং তাহারা সর্ব্বত্র ধর্ম্ম ব্যাপ্ত করণার্থে যত শ্রম ও ব্যয় করে, তত শ্রম ও ব্যয় আর কোন দেশীয় লোকেরা করে না। অন্য২ দেশেতেও ধার্ম্মিক লোক আছে, কিন্তু তাহাদের ধন অল্প এবং অন্যায়াদি ক্লেশ অধিক, এই নিমিত্তে এত শ্রম ও ব্যয় করিতে প্রায় পারক হয় না।

যদিও এই স্থানে ইউরপের কথা কহিতে আমাদের অভিপ্রায় আছে, তথাপি ইউরপহইতে অতি দূরস্থ উত্তর আমেরিকাতে যে স্বাধীন প্রদেশসমূহ আছে, তাহার বিষয়েও দুই এক কথা কহি। ঐ দেশ পূর্ব্বে গ্রেট ব্রিটেনের অধীন ছিল, ষাইট বৎসর হইল স্বাধীন হইয়া তদবধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, এবং তন্নিবাসি লোকসমূহ এখন প্রায় ২০০ লক্ষ মানুষ। তথাকার শাসনকর্ত্তারা কোন ধর্ম্মদলের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ রাখে না, এবং কোন ধর্ম্মাধ্যক্ষকে বেতনও দেয় না, তথাপি ধর্ম্মবিষয়ে যে চেষ্টা ও শ্রম ও ব্যয়, তাহাতে তদ্দেশীয় লোকেরা প্রায় ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড দেশীয়দের তুল্য হয়। সেই দেশেতেও প্রতি জন নির্ব্বিঘ্নে আপন ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে। আর গ্রেট ব্রিটেন দেশে যে নানা ধর্ম্মমত, প্রায় তাহাই ঐ উত্তরামেরিকাদেশেও আছে, আর তদবলম্বি লোকেরা সকলে সেই স্থানেও আপন২ ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছে।

ইউরপ নামক মহাদ্বীপের একটি প্রসিদ্ধ প্রদেশ জর্ম্মানি দেশ। তন্মধ্যে প্রায় ৩৬০ লক্ষ মনুষ্য বাস করে, তাহাদের অর্দ্ধেক রোমান কাথলিক লোক, অন্য অর্দ্ধেক লূথরান ও রিফর্ম্মড। লূথরান দলের নাম লূথর নামক অতি উত্তম এক ব্যক্তির নামা-

নুসারে হইল। রিফর্ম্মড, ইহার অর্থ শুদ্ধ করান, কিন্তু তাহা এক নামমাত্র হইয়া উটিয়াছে, অর্থাৎ যাহারা রোমান কাথলিক মতের ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়াও লূথরান হয় নাই, বিশেষতঃ প্রভুর ভোজনে যে রুটী ও দ্রাক্ষারস ভোগ করা যায়, তাহার সহিত প্রভুর প্রকৃত মাংস ও রক্ত ভোগ করা যায়, ইহা যাহারা অস্বীকার করে, সেই সকল লোককে ইউরপের মহাদ্বীপ নিবাসিরা রিফর্ম্মড বলে। অন্য২ স্থানে তাহাদিগকে কাল্‌বিন নামক অতি উত্তম এক ব্যক্তির নামানুসারে কাল্‌বিনিষ্ট বলা যায়।

সেই জর্ম্মানি দেশের দক্ষিণ ভাগে প্রায় রোমান কাথলিক লোক থাকে, উত্তর ভাগে লূথরান ও কাল্‌বিনিষ্ট লোক থাকে। আর ঐ দেশ অনেক রাজ্যেতে বিভক্ত আছে, তাহার মধ্যে ওষ্ট্রিয়া রাজ্যেতে রোমান কাথলিক লোকদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ হয়, এবং পরুষিয়া রাজ্যেতে রিফর্ম্মড ও লূথরান লোকদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ হয়। উক্ত দুই রাজ্যের নানা প্রদেশ জর্ম্মানির বাহিরে আছে; তাহাতে ওষ্ট্রিয়া রাজ্যেতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩৬০ লক্ষ ও পরুষিয়া রাজ্যেতে প্রায় ১৬০ লক্ষ প্রজা থাকে। এই দুই রাজ্যের অনধীন জর্ম্মানির অন্য২ রাজ্যে ও প্রদেশে বোধ হয় প্রায় ১৫০ লক্ষ প্রজা থাকে।

এই জর্ম্মানি দেশের, বিশেষতঃ তাহার উত্তরদিগের লোকেরা অতিশয় জ্ঞানবান। বোধ হয় লেখা পড়া জানে না এমন অজ্ঞান লোককে তথাকার স্ত্রীলোকদের মধ্যেও পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু তথাকার শাসনকর্ত্তৃগণ আপন২ প্রজাদের অনেক উপদ্রব করে, এবং তাহাদের জ্ঞানের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে দেয় না। শাসনকর্ত্তার অনুমতি বিনা সেই প্রজারা পুস্তক ছাপাইয়া দিতে পারে না, এবং প্রায় কোন সম্প্রদায় স্থাপন করিতে পারে না, এবং প্রজারা যদি শাসনকর্ত্তার অনুগৃহীত মত ভিন্ন অন্য কোন মতাবলম্বী হইতে চাহে, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ঈশ্বরের সেবা করিতে চাহে, তবে তাহারা শাসনকর্ত্তাদের কর্ত্তৃক কারাগারে বদ্ধ হয়, কিম্বা স্বদেশহইতে বহিষ্কৃত হয়। তথাপি সকল প্রদেশে সমানরূপে অন্যায় হয় এমন নহে, কোন২ দেশে অধিক, কোন২ দেশে কিছু ন্যূন হয়। এমন অন্যায় হইলেও ঐ জর্ম্মানি দেশের

নানা স্থানে ধার্ম্মিক লোককে পাওয়া যায়, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে দেবপূজকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করণার্থে গমন করিয়াছে। আর তথাকার ধার্ম্মিক লোকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এমন বোধ হয়,এবং পরুষিয়া প্রভৃতি কএক দেশে পূর্ব্বে তাহাদের উপরে যত অন্যায় হইত, এখন তত আর হয় না।

দুই তিন বৎসর হইল জর্ম্মানি দেশের এক জন রোমান কাথলিক বিষপ সাহেব লোকদের প্রবঞ্চনা করিয়া বলিল, আমার গ্রিজেতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বস্ত্র রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তোমরা তাহা দেখিবার জন্যে তাহার নিকটে তীর্থযাত্রা কর। তাহাতে লক্ষ২ লোক ঐ মিথ্যাবস্ত্র দেখিতে যাইতেছে,এবং প্রার্থনাদিদ্বারা সেই বস্ত্রের সেবা করিতেছে, ইহা শুনিতে পাইয়া রঙ্গে নামা রোমান কাথলিক মতাবলম্বী এক জন সামান্য ধর্ম্মাধ্যক্ষ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোমান কাথলিক মতের যে সকল ভুল, তাহা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ধর্ম্মপুস্তকের কথাও তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তদ্ভিন্ন চের্স্কি নামা অন্য এক জন রোমান কাথলিক ধর্ম্মাধ্যক্ষও সাহস পাইয়া আপন মতের মিথ্যাছল সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই চের্স্কি সাহেব বোধ হয় সত্য খ্রীষ্টীয়ান আছেন। এই দুই জনের কথা শুনিয়া অসংখ্য২ লোক রোমান কাথলিক মতের প্রতি বিরক্ত হইল, তাহাতে সেই মিথ্যামতের অনেক হ্রাস হইয়াছে, এবং অদ্যাবধি হইতেছে। ঐ রঙ্গে সাহেব প্রায় নাস্তিক, ইহা দুঃখের বিষয় বটে, নতুবা রোমান কাথলিক দলের হ্রাস হইতেছে ইহাই ভাল। চের্স্কি সাহেবের জ্ঞান ও সাহস যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, ঈশ্বর এমত অনুগ্রহ করুন।

দিনামার ও নোরবে ও সুইদন, এই যে তিন রাজ্য ইউরপের উত্তরপশ্চিম ভাগে আছে, তাহা অতি বিস্তারিত বটে, কিন্তু তাহাদের লোকসংখ্যা অল্প, বোধ হয় সর্ব্বশুদ্ধ ৭০ লক্ষের অধিক হইবে না। তাহারা প্রায় সকলে লূথরান, এবং যাহারা লূথরান ভিন্ন অন্য কোন মত অবলম্বন করে, তাহারা অতি উপদ্রুত হয়। এবং তদ্দেশীয় লূথরান লোকদের মধ্যে অল্প ধার্ম্মিক লোক পাওয়া যায়।

সুইৎসর্লাণ্ড নামক দেশ ছোট, ও তাহার মধ্যে কেবল ২০ লক্ষ মনুষ্য থাকে। তাহাদের ৯ লক্ষ রোমান কাথলিক, ১১ লক্ষ রিফর্মড। যাহারা রিফর্মড, তাহাদের মধ্যে অনেকে ধার্ম্মিক হইয়া ধর্ম্মের বিষয়ে অনেক চেষ্টা করে, এবং সেই ক্ষুদ্র দেশহইতে অনেক ধর্ম্মপ্রচারক দেবপূজকদের নিকটে গিয়াছে। ঐ সুইৎসর্লণ্ড দেশ কোন রাজার অধীন নহে, তাহা ২২ প্রদেশে বিভক্ত, এবং প্রতি প্রদেশের লোক স্বাধীন হইয়া আপন ২ শাসনকর্ত্তাকে মানে। তাহাতে কোন ২ প্রদেশে ধার্ম্মিক লোকদের উপরে ভারি অন্যায় হয়, অন্য কোন ২ প্রদেশে প্রায় অন্যায় হয় না।

হলণ্ড দেশে প্রায় ২৫ লক্ষ মনুষ্য থাকে। তাহারা প্রায় সকলে রিফর্মড, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অল্প লোক ধার্ম্মিক। তথাপি তথাকার ধার্ম্মিক লোকদের প্রতি প্রায় অন্যায় হয় না।

বেল্‌জিউম দেশে ৪০ লক্ষ মনুষ্য থাকে, তাহারা প্রায় সকলে রোমান কাথলিক হইয়া অন্য মতাবলম্বিদিগকে অতি মন্দ বাসে, কিন্তু তথাকার ব্যবস্থানুসারে তাহাদের উপরে বড় উপদ্রব করিতে পারে না। যাহারা রোমান কাথলিক নহে, তাহারা ধর্ম্মবৃদ্ধির অনেক চেষ্টা করে।

ফ্রান্স দেশ বিস্তারিত, এবং তাহার মধ্যে ৩৬০ লক্ষ লোক বাস করে, তাহাদের নয় অংশ রোমান কাথলিক, একাংশ অন্য মতাবলম্বী। রোমান কাথলিক লোকদের মধ্যে অনেকে নাস্তিক, অন্য ২ অনেকে আপনাদের মিথ্যা মতের বৃদ্ধি করিতে অত্যন্ত চেষ্টান্বিত হয়। যাহারা রোমান কাথলিক নহে, তাহাদের ধন ও শক্তি অল্প, তথাপি তাহাদের মধ্যে অনেকে ধার্ম্মিক হওয়াতে ধর্ম্মবিষয়ে অত্যন্ত চেষ্টা করে। পূর্ব্বকালে ঐ দেশে তাহাদের অতিশয় ক্লেশ ও উপদ্রব হইত, এখন আর প্রায় হয় না। গত তিন চারি বৎসরে তথাকার শত ২ রোমান কাথলিক লোক আপনাদের মিথ্যামত ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপুস্তকমাত্রকে ঈশ্বরদত্ত জ্ঞানাকরের ন্যায় মানিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং তাহাদের ন্যায় অন্য ২ লোকও ঈশ্বরের প্রতি ফিরিবে, এমন বোধ হয়। ফ্রান্স দেশের যে ২ লোক ধার্ম্মিক, তাহারা অতি উদ্‌যোগী এবং অতি প্রেমী, আর তদ্দেশের লোক সকল স্বাভাবিক আলাপী, এই জন্যে

ঈশ্বরের প্রতি ফিরিলে অন্য লোকদিগকেও ধর্ম্মপথে আনিতে তৎপর হইবে। তথাপি মানুষের মনকে ঈশ্বরের প্রতি ফিরাইতে কেবল ঈশ্বরের সাধ্য।

স্পেন ও পর্ত্তুগাল ও ইতালি, এই তিন দেশ অতি সুন্দর, কিন্তু তথাকার লোক সকলে রোমান কাথলিক,আর অন্য মতাবলম্বিরা সেই দেশে ঈশ্বরের সেবা করিতে প্রায় পারে না, বিশেষতঃ ঐ২ দেশীয় ভাষাতে ঈশ্বরের সত্য কথা প্রচার করা কিম্বা ধর্ম্মপুস্তক বিতরণ করা অতি আশঙ্কার বিষয়। প্রকাশরূপে তাহা করিলে ভারি দণ্ড হয়। স্পেন দেশে প্রায় ১১০ লক্ষ, পর্ত্তুগাল দেশে ৩২ লক্ষ, এবং ইতালি দেশে ২২০ লক্ষ মনুষ্য থাকে। ঐ দেশের অবস্থা বিবেচনা করা অতি দুঃখজনক।

গ্রীস দেশেতে এখন কেবল ৮ লক্ষ মনুষ্য থাকে; তাহারাও নামেতে খ্রীষ্টীয়ান। গ্রীক মত প্রায় রোমান কাথলিক মতের তুল্য, তথাপি তাহারা পাপাকে মানে না, কিন্তু ধর্ম্মাধ্যক্ষেরাও অতিশয় অজ্ঞান, তবে সামান্য লোকেরা কোথায় জ্ঞান পাইবে? তাহারা অন্য মতাবলম্বি লোকদিগকে ঘৃণা করে, এবং তাহাদের প্রমুখাৎ ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিতে চাহে না।

তুরুক রাজ্যের যে ভাগ ইউরপে আছে, তাহার মধ্যে প্রায় ১২০ লক্ষ মানুষ থাকে। তাহাদের মধ্যে ৩৫ লক্ষ তুরুক হওয়াতে মুসলমান হয়, অবশিষ্টদের মধ্যে প্রায় সকলে গ্রীক মতাবলম্বি, তথাপি দুই এক লক্ষ আর্ম্মানী লোকও আছে। সেই আর্ম্মানী লোকদের মধ্যে কোন২ লোক গত চারি পাঁচ বৎসরে ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাইয়া ধার্ম্মিক হইয়াছে।

রুষিয়া রাজ্য অত্যন্ত বিস্তারিত, এবং তাহার যে ভাগ ইউরপে আছে, তাহার মধ্যে ৫০০ লক্ষ মানুষ থাকে। তাহাদের ৮০ লক্ষ রোমান কাথলিক, এবং ২০ লক্ষ লূথরান হইতে পারে, অন্য সকলে প্রায় গ্রীক মতাবলম্বি, তথাপি বোধ হয় চারি পাঁচ লক্ষ মুসলমানও হইবে। রুষিয়া রাজ্যের যে ভাগ আশিয়াতে আছে, তাহা আরও বিস্তারিত, কিন্তু তাহার মধ্যে ১০০ লক্ষ মানুষও নাই, এবং তাহাদের প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমান কিম্বা দেবপূজক আছে।

শ্রী শামূয়েল পিয়ার্স সাহেবের চরিত্র।

যে বড়. পিয়ার্স সাহেব অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ছাপাখানার কর্ত্তা হইয়া এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম চালাওনের অনেক চেষ্টা করিয়া ১৮৪০ শালে কলিকাতা নগরে মরিলেন, তাঁহার পিতার চরিত্র পাঠ করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি নানা দেশীয় অনেক লোক পারমার্থিক লাভ পাইয়াছেন। আর এই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোক তাহা পাঠ করিলে তদ্রূপ লাভ পাইতে পারিবেন, এই আশাতে আমরা তাঁহার চরিত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ইংলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলের প্লিমুথ নামক নগরে ১৭৬৬ শালের জুলাই মাসের ২০ তারিখে শামূয়েল পিয়ার্স সাহেবের জন্ম হইল। তাঁহার পিতা স্বর্ণকার ছিলেন, এবং তিনি মান্য ও ধার্ম্মিক হওয়াতে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ নগরস্থিত অবগাহন মতাবলম্বি মণ্ডলীর সেবকপদে নিযুক্ত হইয়া থাকিলেন।

বাল্যকালে পিয়ার্স সাহেব আপন পিতামহের ঘরে থাকেন, তাহাতে তাঁহার পিতামহ অত্যন্ত স্নেহ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধর্ম্মের সারকথা জানান। পরে আট বৎসর বয়স্ক হইলে তিনি পুন রায় আপন পিতার নিকটে গিয়া তাঁহার ঘরে বাস করেন, এবং পিতার কর্ম্ম শিখিতে তাঁহার অভিপ্রায়ও ছিল। ক্রমে ২ বড় হইলে তাঁহার কুইচ্ছা প্রকাশ পাইয়া প্রবল হইল, বিশেষতঃ পাঠশালাদি স্থানে কএক জন দুষ্ট বালকের সঙ্গে আলাপ ও কালযাপন করাতে তিনি সেই সঙ্গদোষে উত্তরোত্তর দুষ্ট হইলেন, ইহা তিনি আপনি স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহার কথাদ্বারা বোধ হয়, ঈশ্বর যদি তাঁহার মনের মন্দ ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে আচরণ করিতে দিতেন, তবে তাঁহার সর্ব্বনাশ অবশ্য হইত; কিন্তু তিনি কোন মন্দ ক্রিয়া করিতে মনস্থ করিলেও ঈশ্বর কোন মতে তাহার বাধা জন্মাইতেন। তৎকালে তিনি কখনো ২ মনে চেতনা পাইয়া কিঞ্চিৎকাল পর্য্যন্ত ভীত হইতেন, পরে পুনরায় দুঃসাহস পূর্ব্বক কুপথে গমন করিতেন।

পোনেরো বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা এক দিন তাঁহাকে কোন রোগগ্রস্ত ধার্ম্মিক প্রতিবাসিকে দেখিতে পাঠান। সেই ব্যক্তি মৃত্যুকে নিকট দেখিয়া কিঞ্চিৎকাল পর্য্যন্ত প্রায় নিরাশ হইয়া

মনোদুঃখেতে চীৎকারশব্দ পূর্ব্বক কহিলেন, হায়২ আমি অনন্ত নরকযন্ত্রণার পাত্র। পরে পুনরায় সান্ত্বনা পাইলেন; সে যাহা হউক, ঐ নৈরাশ্যের সময়ে তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণেতে পিয়ার্স সাহেবের হৃদয় বিদ্ধ হওয়াতে তিনি তৎকালাবধি ঈশ্বরের সেবক হইতে স্থির করিলেন বটে, কিন্তু অল্প দিন পরে পুনরায় চঞ্চল হইয়া অবিবেচক ও পাপেতে আসক্ত হইলেন।

ষোলো বৎসর বয়সে প্রভু তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার মনকে দৃঢ়রূপে আপনার প্রতি আকর্ষণ করিলেন। তৎকালে বর্ট নামক এক সাহেব পূর্ব্বোক্ত মণ্ডলীর অধ্যক্ষ কর্ম্মে গিব্স সাহেবের সহকারী হওয়াতে সেই বর্ট সাহেব এক দিন যে উপদেশ করেন, তদ্দ্বারা পিয়ার্স সাহেব আপন পাপবিষয়ে মনে চেতনা পান, এবং সুসমাচাররূপ ঔষধদ্বারা পাপরোগহইতে উপশম পাইতে সচেষ্ট হন। তাঁহার মন একেবারেই ফিরিল বটে, তথাপি সত্যরূপে ফিরিল; এবং পূর্ব্বকালীয় যে পাপচেষ্টা তিনি বার২ খেদ পূর্ব্বক স্মরণ করিতেন, সেই পাপচেষ্টা ঘুচিয়াছে, ইহা বুঝিয়া তিনি জানিতে পাইলেন, ঈশ্বরই আমার মনেতে আপন অনুগ্রহকর্ম্মের আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি আপনি কহিয়াছেন, যথা, বোধ হয় মন ফিরাওনের সময়ে অল্প লোক আমাহইতে অধিক আনন্দিত হইয়া থাকিবে; আমার বুদ্ধি ও স্বভাব ও আচরণ নূতনীকৃত হইল, ইহার এমন স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাইলাম, যে আমার জীবৎ হওনের সন্দেহ হইতে পারিত, তথাপি ঐ নূতনীভূত হওন যে ঈশ্বরহইতে হইল, ইহার সন্দেহ থাকিত না। এতদ্বিষয়ের প্রমান আমার অন্তরস্থিত ছিল, এবং আমার মন অনির্ব্বচনীয় শান্তিতে ও আনন্দেতে প্রফুল্ল হইল।"

তিনি স্বাভাবিক উৎসুকমনা হওয়াতে মন ফিরাওনের পরে ষোলো আনা মন দিয়া ধর্ম্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে প্রবঞ্চক শয়তানের চাতুরী না জানাতে তিনি আপন উৎসাহদ্বারাতেই ব্যাকুল হইলেন। ফলতঃ ডড্রিজ সাহেবকর্ত্তৃক রচিত মনেতে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির বিবরণ নামে যে পুস্তক, তাহা পাঠ করিয়া সেই পুস্তকের ১৭ অধ্যায়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে আত্মনিবেদন করণের নিয়ম দেখিলে তিনি সেই প্রকারে আপনাকে

ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিয়া উক্ত অধ্যায়ের সকল কথা কোন কাগজে লিখিয়া সেই নিয়ম অতি দৃঢ় করণার্থে আপন শরীরহইতে দুই এক বিন্দু রক্ত লইয়া সেই রক্তদ্বারা ঐ নিয়মে স্বাক্ষর করিলেন। পরে ঐ নিয়মিত প্রতিজ্ঞার সম্পূর্ণরূপে না মানাতে তিনি অতি কাতর ও প্রায় নিরাশ হইলেন। অবশেষে আমি কপটভাবে ফিরুশী লোকের মতে আমার নিজ প্রতিজ্ঞাতে নির্ভর দিয়া পাপ করিলাম, ইহা বুঝিয়া তিনি ঐ কাগজ হাতে করিয়া ঘরের উপরিভাগে গিয়া ঐ কাগজ খণ্ড২ করিয়া ছিঁড়িয়া বায়ুতে উড়িয়া যাইতে দিলেন। তৎকালাবধি তিনি আপনার বলেতে আর নির্ভর না দিয়া কেবল ক্রুশে হত খ্রীষ্টের রক্তে ভরসা রাখিলেন, এবং কাগজে লিখিত নিয়মদ্বারা তাহা নহে, বরং হৃদয়পত্রে লিখিত নিয়মদ্বারা আপনাকে বদ্ধ জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে লাগিলেন।

যে বর্ট সাহেবের উপদেশদ্বারা তিনি ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে অল্প দিন পরে একটি পত্র লিখিলেন। তৎকালে তিনি কেবল ষোলো বৎসর বয়স্ক ছিলেন, তথাপি তাহা পাঠ করিবার অতি যোগ্য, এই নিমিত্তে লেখা যাইতেছে।

"আপনি প্রেম পূর্ব্বক যে পত্র আমার নিকটে পাঠাইলেন, তাহাতে আপনকার প্রস্থান করণ সময়ে আমার অশ্রুপাত দেখিয়া আমার নিমিত্তে প্রার্থনা করা আপনকার উচিত এমন বোধ করিয়াছিলেন, ইহা বলিলেন। যে পুত্র আপন পিতাকে প্রেম করে, সে আপন শরীরজনক পিতার বিচ্ছেদে অবশ্য শোকান্বিত হয়, তবে পাপ ও অপরাধরূপ মৃত্যুগ্রস্ত আমি ক্রুশে হত ত্রাণকর্ত্তার গুণে যাঁহার শিক্ষাফলে পারমার্থিক জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, এমন ধর্ম্মপিতার বিচ্ছেদে আমার কোন্ শোক না হইবে? এমন শোক দেখিয়া যদি আপনি প্রার্থনার সময়ে আমাকে মনে করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তবে নিবেদন করি ইহার পরেও যখন আপনি ঈশ্বরের সাক্ষাতে হাঁটু পাতিবেন, তখন দয়ার আকর ঈশ্বর যেন অযোগ্য আমাকে অনুগ্রহ করেন, এই বর যাচ্ঞা করিবেন। যিনি আমার অন্তঃকরণে উত্তম কর্ম্মের আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি যেন তাহা সাধন করেন, এই আমার মনোবাঞ্ছা। ধর্ম্মসেবারূপ

কৃষিকর্ম্ম করণার্থে হালেতে হস্তার্পণ করিলে পর আমি যেন কখনো ক্লান্ত না হইয়া তাঁহার অনুগ্রহদ্বারা শক্তি পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করি, এবং যেন তাবৎ শত্রুকে পরাস্ত করিতে পারি, এবং যে আহ্বানে ঊর্দ্ধহইতে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আহূত হইয়াছি, তাহা শুনিয়া যেন অগ্রস্থিত পণের চেষ্টাতে প্রাণপণ করিয়া নিত্য ধাবমান হই, এবং যিনি আমাকে প্রেম করিয়া আমার নিমিত্তে নিজ প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহার গুণে যেন শেষেতে সম্পূর্ণরূপে জয়ী হই, এই সকল বর আপনি আমার নিমিত্তে চাহিবেন। বিশেষতঃ যাহাতে আমি কখনো লায়দিকেয়ার মণ্ডলীর ন্যায় কদুষ্ণমাত্র না হইয়া ক্রুশে হত আমার ত্রাণকর্ত্তার প্রেমেতে সর্ব্বদা প্রজ্বলিত হই, এই প্রার্থনা করিবেন। আমি এখনও বিপথে গমন করিতে ভাল বাসি, এবং যে ঈশ্বরকে প্রেম করি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে অনায়াসে প্রবৃত্ত হই, ইহা স্বীকার করিতেছি। আমার মন যেন প্রেমরজ্জুদ্বারা উত্তরোত্তর ঈশ্বরের নিকটে আকর্ষিত হয়, ইহাই আমার বাঞ্ছা। আপনিও যথাশক্তি আমার নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে সাধ্যসাধনা করিবেন। তিনি প্রার্থনাশ্রবণকারি ঈশ্বর, এবং আপনার স্বীকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে তাঁহার শক্তি ও অভিপ্রায় এই দুই আছে। অতএব তিনি সেই প্রকার প্রার্থনা অবশ্য গ্রাহ্য করিবেন, ও প্রার্থিত বর প্রদান করিবেন।

"আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই সত্য বটে, ধর্ম্ম সকলের গ্রহণীয়, তদ্দ্বারা ভিক্ষুক লোক রাজাহইতেও উত্তম হয়, যেহেতুক ধর্ম্মহীন রাজা ধার্ম্মিক ভিক্ষুকহইতেও অধম। খ্রীষ্টীয়ান লোকের পরে আর কে ধন্য ও আনন্দিত হইতে পারে? আমাদের প্রেমশীল ত্রাণকর্ত্তার সহিত যাহার সম্পর্ক আছে, সেই ব্যক্তি যে হর্ষেতে পুলকিত হয়, সেই হর্ষের তুল্য আর কি? এই নশ্বর জগতে যে কিছু উত্তম কিম্বা মহৎরূপে বিখ্যাত হয়, তাহাও ঐ আনন্দের তুল্য নহে। বিশ্বাসি লোক যে আন্তরিক আনন্দেতে প্রফুল্ল হয়, তাহা পার্থিব কোন কারণহইতে উৎপন্নও হয় না এবং নাশ পাইতেও পারে না। সেই আনন্দ মনুষ্যের বোধের অগম্য। তবে প্রভুর সেবার তুল্য আর কি সেবা হইতে পারে?

ঐ সেবাহইতে নিত্য২ সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয় ও সাংসারিক লোকদের অজ্ঞাত, এবং চিরস্থায়ী প্রযুক্ত অমূল্য। যেহেতুক কেবল ইহকালে মনকে প্রফুল্ল করে, তাহা নহে। ইহকালে আমরা তাহার আস্বাদন পাই বটে, কিন্তু যে স্বর্গীয় সুখাবস্থার শেষ কখনো হইবে না, সেই অবস্থাতে আমরা তাহা সমপূর্ণ ভোগ করিতে পাইব। তৎকালে আমাদের নিত্য ২ নূতন আনন্দ হইবে, এবং বিস্ময় ও প্রেমপূর্ব্বক ঐ অমৃতস্বরূপকে পান করিতে২ আমাদের মন সতেজ হইবে। ঈশ্বর আপন প্রেমকারিদের জন্যে যাহা ২ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা বোধাগম্য ও অনির্ব্বচনীয় বটে, তবে তাঁহার পরিচয় পাইতে তাঁহাকর্তৃক আহূত হইলে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত বটে। আমি যেন তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সেবক ও পোষ্যপুত্র ও ঈশ্বরীয় বিষয়ের অধিকারী অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের সহাধিকারী হই, এই অভিপ্রায়ে আমাকে গ্রাহ্য করা তাঁহার কেমন আশ্চর্য্য অনুগ্রহ। এখন আমার যাহা করা উচিত, তাহা বিবেচনা করিলে আমার ত্রুটির সীমা নাই, ইহা বুঝিতেছি। ঈশ্বরের অভিমত কর্ম্ম করিতে আমার প্রায় রুচি ও সম্মতি হয় না, এবং সৎকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা জন্মিলেও মন্দের চেষ্টা উপস্থিত হয়। আমার এই মন্দ অন্তঃকরণের কি করিব? আমার পাপ সকল কোথায় লইয়া যাইব? হে বলিরূপে হত ঈশ্বরের মেষশাবক, তুমি আমার দণ্ড ভোগ করিয়াছ, তুমি আমাকে পরিষ্কৃত করিবা। আমার কোন পুণ্য নাই, এবং যে কর্ম্ম উত্তম বলি, তাহাও ঈশ্বরের আজ্ঞার পবিত্র ভাবের সহিত মিলে না। কেবল যীশুর নিকটে আমি পরিত্রাণ পাইতে পারি, অতএব তাঁহার আশ্রয় লইলাম, এইমাত্র আমার ভরসা। যীশু খ্রীষ্টের যে মৃত্যু ভোগ হইয়াছে, তাহা নিষ্ফল হইতে পারে না। তাঁহার রক্তদ্বারা পাপরূপ সকল কলঙ্ক দূরীকৃত হয়। ধন্য২ যাহারা মেষশাবকের রক্তে আপনাদের বস্ত্র ধৌত ও শুভ্রবর্ণ করিয়াছে।

"আপনি আমাকে যে সকল সৎপরামর্শ দিলেন, তাহার নিমিত্তে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ঈশ্বর অনুগ্রহ করিলে আমি তাহা মানিব। এই জগতে ঈশ্বরের সন্তানদের নানা দুঃখ ও পরীক্ষা ঘটে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের আশ্রিত থাকিয়া কেবল

তাঁহার উপরে নির্ভর দিলে তিনি আপনার প্রতিজ্ঞাত আশ্বাসের বাক্যানুসারে পরীক্ষার সময়ে রক্ষার উপায় প্রস্তুত করিয়া দিবেন, তাহাতে তাহা আমাদের শক্তির অতিরিক্ত হইবে না।

"আমরা উভয়ে যেন সর্ব্বদা পবিত্র ও আনন্দিত মনে ঈশ্বরের সহচর হই, এবং মূসা যেমন পিস্‌গা নামক পর্ব্বতশৃঙ্গেতে উঠিয়া প্রতিজ্ঞাত কিনান দেশ দেখিতে পাইয়াছিলেন, আমরাও যেন তদ্রূপ বার বার স্বর্গীয় স্থানের দর্শন পাইয়া হৃষ্টচিত্ত হই, পরে যর্দ্দন নদীর ওপারে উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গীয় সিংহাসনের নিকটে মিলিলে যেন ঐ সিংহাসনে উপবিষ্ট ঈশ্বরের ও মেষশাবকের প্রশংসার্থে সদাকাল তাঁহার ধন্যবাদ করি, এমন অনুগ্রহ ঈশ্বর আপনকার ও আমার প্রতি করুন, এই আমার প্রার্থনা।" ইতি।

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

হিতোপদেশ ৪; ১৮। সূর্য্যের যে দীপ্তি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত উত্তর২ বৃদ্ধি পায়, ধার্ম্মিকদের পথ সেই তেজস্বি দীপ্তির ন্যায় হয়।

প্রথম ভাগ। উক্ত কথার অর্থ।

১। ধার্ম্মিক লোক কে? স্বয়ং ধার্ম্মিক কেহ নহে, তথাপি ধর্ম্মপুস্তকানুসারে কোন২ লোককে ধার্ম্মিক বলা যাইতে পারে। তাহাদের লক্ষণ এই, প্রথম, খ্রীষ্টের মরণেতে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার দ্বারা পাপক্ষমা প্রাপ্ত হওয়া; দ্বিতীয়, খ্রীষ্টের আজ্ঞানুসারে আচরণ করা।

২। ধার্ম্মিক লোকের পথ কি? প্রথম, ঈশ্বর তাঁহাকে যে সুখ দুঃখাদি পথে লইয়া যান, সেই পথ। দ্বিতীয়, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে যে ধর্ম্মপথে ধার্ম্মিক লোক গমন করে, তাহা।

দ্বিতীয় ভাগ। উক্ত কথার প্রমাণ।

১। সূর্য্য যেমন অন্ধকারে মগ্ন হইয়া তাহাহইতে উদয় পায়, তদ্রূপ ধার্ম্মিক লোক পূর্ব্বে অন্ধকারে মগ্ন হইয়া তাহাহইতে বহির্গত হয়।

২। সূর্য্য যেমন এই ভূতলহইতে ঊর্দ্ধে উঠে, তদ্রূপ ধার্ম্মিক লোক নীচস্থিত বিষয়ের চেষ্টা ত্যাগ করণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধস্থ স্বর্গের চেষ্টাতে সাংসারিক লোকহইতে স্বতন্ত্র হইয়া তাহাদের অপেক্ষা উন্নত হয়।

৩। আকাশে সূর্য্যের পথ যেমন ঈশ্বরদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, তদ্রূপ ধার্ম্মিক লোকের গতিরূপ পথ ঈশ্বরের পরামর্শদ্বারা, ও তাহার আচরণ রূপ পথ ঈশ্বরের দত্ত ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে।

৪। সূর্য্যের গমন যেমন হয়, তদ্রূপ ধার্ম্মিক লোকের গমনও হয়, অর্থাৎ সেও বিপথগামী হয় না, এবং কখনো দাঁড়াইয়া থাকে কখনো বা দৌড়িয়া যায় এমনও নহে, সর্ব্বদা স্থির মনেতে অগ্রসর হয়।

৫। সূর্য্য যেমন উত্তরোত্তর দীপ্তিময় হয়, তদ্রূপ ধার্ম্মিক লোকও

উত্তরোত্তর দীপ্তিময় হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞানেতে ও পবিত্রতাতে ও আন্তরিক সুখেতে বাড়ে।

৬। সূর্য্যের তেজ যেমন বৃদ্ধি পায়, তদ্রূপ ধার্ম্মিক লোকও উত্তরোত্তর সুদৃশ্য ও সুন্দর হইয়া উঠে, এবং তাহাহইতে জ্ঞান ও সুখ ও পবিত্রতারূপ কিরণ নির্গত হইয়া পরের হিতজনক হইয়া উঠে।

৭। তথাপি সর্ব্ববিষয়ে সূর্য্যেতে এবং ধার্ম্মিক লোকেতে তুলনা হয় না। মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ হইলে পরে সূর্য্য যেমন নামে ও তাহার তেজ যেমন হ্রাস পায়, ধার্ম্মিক লোক তদ্রূপ নহে। সে উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধে উঠে, এবং অবশেষে ঈশ্বরের বাসস্থান যে স্বর্গ, তাহাতে উপস্থিত হইয়া আপন পিতার রাজ্যে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ হইবে, কখনো অস্তগত হইবে না।

সমাচার।

১। ইংলণ্ড দেশ।—আগস্ট মাসেতে লণ্ডন নগরেতে ইবাঞ্জেলিকাল আল্লায়ান্স অর্থাৎ সুসমাচারানুযায়ী সন্ধি এই নামে একটি নূতন সভা স্থাপনার্থে বার বার সহস্র২ লোক সভাস্থ হয়। সেই সভার অভিপ্রায় এই। যাহারা সত্য খ্রীষ্টীয়ান, তাহারা নানা দলাবলম্বী হওয়াতে তাহাদের মধ্যে যে ঐক্য ও প্রেম অন্তঃকরণে আছে, তাহা প্রকাশ পায় না, অতএব তাহা প্রকাশ করণার্থে উক্ত সভা স্থাপিত হইল। ইহাতে যে বিশেষ২ ধর্ম্মমত সকল এক হইয়া যাইবে, এমন নহে, কিন্তু বিশেষ২ দলাবলম্বি অনেক লোক পরস্পরের পরিচয় পাইয়া একত্র প্রার্থনা করিয়া পরস্পর আন্তরিক প্রেম করিবে, এই ফলের ভরসা আছে। যত লোক ঐ সভাতে গ্রাহ্য হয়, তাহারা প্রত্যেকে নীচে লিখিত সকল কথা সত্য জ্ঞান করিতেছে, ইহা স্বীকার করে।

(১) ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত ও মাননীয় এবং সম্পূর্ণ ধর্ম্মজ্ঞানজনক।

(২) ঈশ্বর একই বটেন, তথাপি পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা এই তিন আছেন।

(৩) পাপেতে পতিত প্রযুক্ত মনুষ্য স্বাভাবিক নিতান্ত দুষ্ট।

(৪) ঈশ্বরের পুত্র মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যজাতীয় পাপিগণের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, এবং এখনও তাহাদের পক্ষে প্রার্থনা করিতেছেন, এবং মহাযাজক ও ধর্ম্মরাজ আছেন।

(৫) পাপি মনুষ্য কেবল বিশ্বাসদ্বারা পুণ্যবানরূপে গণিত হয়।

(৬) পাপি মনুষ্যের মন ফিরাওন ও তাহাকে পবিত্র করণ পবিত্র আত্মারই কর্ম্ম।

(৭) ধর্ম্মপুস্তকের অর্থ করা প্রতি মনুষ্যের উচিত ও তাহাতেই সকলের অধিকার।

(৮) ধর্ম্মাধ্যক্ষপদ ঈশ্বরদ্বারা নিরূপিত, এবং বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজন, এই দুই ধর্ম্মরীতি চিরকাল পালনীয়।

(৯) মনুষ্যের মন অমর, এবং তাহার শরীরও কবরাদিহইতে উত্থাপিত হইয়া পুনরায় সজীব হইবে, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট শেষেতে মনুষ্য মাত্রের বিচার করিবেন, এবং ধার্ম্মিকের পরমায়ুঃ, ও দুষ্টদের দণ্ডভোগ এই দুই অনন্ত কাল পর্য্যন্ত চিরস্থায়ী হইবে।

২। ধার্ম্মিক লোকদের প্রতি উপদ্রব।—পর্ত্তুগাল রাজ্যের অধীন একটি সুন্দর উপদ্বীপ আটলাণ্টিক মহাসাগরে আছে, তাহার নাম মাদীরা। তথাকার বাতাস অতি উত্তম, এবং পর্ব্বতাদি স্থান অতি সুদৃশ্য, এবং দ্রাক্ষাফল ও রস অতি সুস্বাদু, কিন্তু তন্নিবাসি মনুষ্যেরা রোমান কাথলিক মতাবলম্বী ও উগ্রমনা। সেই স্থানে বাণিজ্য করণার্থে কিম্বা সুস্থ হওনার্থে অনেক ইংরাজি ও স্কট্টিষ লোক প্রবাস করেন। তাহাদের মধ্যে ডাক্তর কাল্লী নামে এক সাহেব আছেন, তিনি খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী হওয়াতে পরের পরিত্রাণের চেষ্টাতে ইংরাজ ও পর্ত্তুগিষ ভাষাতে কথোপকথনাদিদ্বারা প্রভুর সুসমাচার প্রচার করিয়া থাকেন। তাহাতে পূর্ব্বে এক বার তাঁহার ও তাঁহার কোন ২ শ্রোতার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছিল, তথাপি তিনি পুনঃ২ প্রভুর কথা লোকদিগকে জানান। প্রায় গত আগষ্ট মাসের আরম্ভ সময়ে তথাকার লোকেরা তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। কাল্লী সাহেব কষ্টেতে কোন ইংরাজি জাহাজে পলাইয়া রক্ষা পাইলেন, কিন্তু তাঁহার ঘরের সামগ্রী সকল রাগেতে মত্ত লোকসমূহদ্বারা লুটিত ও ভগ্ন হইল, এবং তাঁহার যত পুস্তক ছিল, সকল অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভস্মরাশি হইল। যাহারা এমন অন্যায় করিল, তাহাদের মধ্যে তথাকার কএক মান্য লোক ও রোমান কাথলিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ সকল প্রায় প্রধান ছিল।

তুরুক দেশে যে আর্ম্মানী প্রভৃতি লোকেরা ধর্ম্মপুস্তকের আজ্ঞানুসারে আচরণ ও ঈশ্বরসেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের প্রতি গত বৎসরে বার ২ নানা স্থানে অন্যায় ও উপদ্রব ঘটিয়াছে।

গ্রীস দেশের আথীনী নগরে ডাক্তর কিং নামা এক সাহেব অনেক বৎসরাবধি সত্য ধর্ম্ম চালাওনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। প্রায় দুই বৎসর হইল তিনি এক পুস্তক পাইলেন, তাহাতে অতি পূর্ব্বকালীয়গ্রীক মতাবলম্বি ধর্ম্মাধ্যক্ষ সকলের প্রমাণ দিয়া প্রভুর মাতা মরিয়ম প্রভৃতি সাধু মনুষ্যদিগকে আরাধনা করা খ্রীষ্টীয়ান লোকের অকর্ত্তব্য, ইহা স্পষ্টরূপে দেখাইলেন। সেই পুস্তক প্রযুক্ত তথাকার ধর্ম্মাধ্যক্ষ সকল তাঁহার প্রতি অতিশয় রাগাপন্ন হইয়া সিরা নামক এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপস্থ নগরে তাঁহার বিচার করাইবার ছলে তথায় আনাইয়া তাঁহার প্রাণ নষ্ট করাইতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া জাহাজহইতে নামিবার পূর্ব্বে ঐ কুমন্ত্রণার উপলব্ধি পাইয়া আথীনী নগরে যাওয়াতে রক্ষা পাইলেন। আথীনী নগরস্থ তাঁহার শত্রুরা তাঁহার কি করিবে, তাহা এখন পর্য্যন্ত জানা যাইতেপারে না।

৩। বঙ্গদেশীয় অবগাহন মতাবলম্বি মণ্ডলীগণের সভা।—ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে উক্ত বার্ষিক সভা শ্রীরামপুরে হইল। তাহার বিশেষ বিবরণ চলিতরূপে পত্রদ্বারা প্রকাশিত হইবে। সম্প্রতি কেবল ইহা জানাইব, যে গত বৎসরে সভাসম্বন্ধীয় মণ্ডলী সকলেতে ২৩৮ জন অবগাহনদ্বারা গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাকরগঞ্জ জেলাতে ১৭৩ লোক অবগাহিত হইল। কিন্তু নানা মণ্ডলীর নানা লোক মরিয়াছে কিম্বা বহিষ্কৃত হইয়াছে, এই কারণে বৎসরের আরম্ভসময়াবধি মণ্ডলীভুক্ত লোকদের সংখ্যা কেবল ২০৯ জনদ্বারা বাড়িয়াছে।

উপদেশক।

ফিব্রুয়ারি ১৮৪৭ (২) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ কাহাদ্বারা লিখিত হইয়াছিল তাহার নির্ণয়।

তৃতীয় প্রমাণ নানা লোকদের সাক্ষ্য। এই প্রমাণ বিষয়ে অনায়াসে বিস্তারিত পুস্তক লেখা যাইতে পারে, কিন্তু এই স্থানে অতি সংক্ষেপ-রূপে সারকথা লেখা যাইবে।

যে দুই অনুলিপি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর চারি শত বৎসর পরে লিখিত হইয়াছিল, ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের এমত অতি পুরাতন দুই অনুলিপি সেই সময়াবধি রক্ষিত হইয়া অদ্যাপি উপস্থিত আছে। তাহার মধ্যে একটা যাহার নাম ইস্কান্দরীয় অনুলিপি লণ্ডন নগরেতে আছে, দ্বিতীয় যাহার নাম বাতিকান অনুলিপি রোমা নগরেতে আছে। উভয়ের অতি পুরাতনতা প্রযুক্ত যদ্যপি কালদোষে কিছু ২ ত্রুটি হইয়াছে, তথাপি তাহাদ্বারা আমাদের বিশ্বাসের সম্যক্ উপকার হয়।

তদ্ভিন্ন সুরিয়াক ভাষাতে অতি পূর্ব্বকালে যে তর্জ্জমা করা গিয়াছিল, তাহাও উপস্থিত আছে। সেই ভাষা যে লোকদের মধ্যে চলিত ছিল, তাহারা প্রভু যীশুর মৃত্যুর তিন শত বৎসর পরে ঐ তর্জ্জমার সকল কথার অর্থ আপনারা সূক্ষ্মরূপে নিশ্চয় করণে অসমর্থ হইয়াছিল, তাহার কারণ এই যে তাহাদের বর্ত্তমান সময়ের অনেক বৎসর পূর্ব্বে সেই তর্জ্জমা করা গিয়াছিল, এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছিল, সেই ভাষা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের বোধগম্য ছিল না। ইহা বিবেচনা করিয়া জ্ঞানি লোকেরা বোধ করে ঐ তর্জ্জমা প্রভুর মৃত্যুর অল্প কাল পরে, বোধ হয় এক শত বৎসরের মধ্যে করা গিয়াছিল। ইহার আর এক প্রমাণ এই; যিহূদার পত্র প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তকের যে কএকটি পত্র প্রায় সকলের শেষে লিখিত হইয়াছিল, তাহা ঐ সুরিয়া দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের নিকটে তৎসময় পর্য্যন্ত উপস্থিত না হওয়াতে ঐ তর্জ্জমাতে পাওয়া যায় না।

আমাদের এই বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহার সহিত উক্ত দুই পুরাতন অনুলিপি এবং সুরিয়াক তর্জ্জমা মিলে। কিন্তু আর ২ সাক্ষ্য আছে, তাহাও লিখিতেছি।

১। যীশু খ্রীষ্টের তিন শত বৎসর পরে ইউষীবিয় নামক এক জন খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি অতি বিজ্ঞ হওয়াতে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একের মধ্যে এই ২ কথা লিখিত আছে, যথা, "এই স্থানে নূতন নিয়ম বিষয়ক যে ২ সপ্রমাণ ধর্ম্মগ্রন্থ তাহার নাম "লেখা ভাল বুঝিতেছি। আর ইহার প্রথম শ্রেণীতে চারি সুসমাচার "স্থাপন করা কর্ত্তব্য, পরে প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ, পরে পৌলের "পত্র সকল, পরে যোহনের প্রথম পত্র, এবং পিতরের প্রথম পত্র, বোধ "হয় তদ্ভিন্ন যোহনের প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যও ইহাদের সঙ্গে গণনীয়। "উক্ত সকল গ্রন্থ সকলের স্বীকৃত। এবং যাকুবের পত্র ও যিহূদার "পত্র ও পিতরের দ্বিতীয় পত্র ও যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র, "এই পাঁচ পত্র প্রায় সকলে জানে, তথাপি তাহা সকলের স্বীকৃত "নহে। কিন্তু কৃত্রিম পুস্তকের মধ্যে পৌলের ক্রিয়ার বিবরণ ও মেষ- "পালক নামক গ্রন্থ ও পিতরের প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য ইত্যাদি পুস্তক "গণনীয়।"

২। এই ইউষীবিয়ের প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কেবল দুই শত বৎসর পরে ওরিজেন নামক অত্যন্ত জ্ঞানবান এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনিও নিতান্ত ঐ কথানুসারে চারি সুসমাচার ও প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ ও পৌলের তেরো পত্র ও ইব্রীয়দের প্রতি পত্র এবং পিতরের ও যোহন এই দুই জনের প্রথম পত্র ও যোহনের প্রতি প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য, এই২ সকল পুস্তকের বিষয়ে লিখিয়াছিলেন, "এই২ গ্রন্থ সকলের স্বীকৃত, কিন্তু পিতরের দ্বিতীয় পত্র ও "যিহূদার ও যাকুবের পত্র ও যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র, এই কএক "গ্রন্থের বিষয়ে কেহ ২ আপত্তি করে।"

৩। উক্ত ওরিজেন নামকের কএক বৎসর পূর্ব্বে তর্ত্তুল্লিয়ান নামে এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি লাটিন ভাষাতে অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাহার উক্ত কতক কথা লিখিতেছি, যথা, "প্রেরি- "তদের মধ্যে যোহন ও মথি আমাদের বিশ্বাস জন্মান, এবং লূক ও "মার্কদ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হয়। আমরা লূকের যে সুসমাচার অতি "মান্য করিতেছি, তাহাই প্রথমাবধি সকল মণ্ডলীর নিকটে গ্রাহ্য হইয়া "আসিতেছে। এবং সেই মণ্ডলীগণের সাক্ষ্যদ্বারা যোহনের ও মথির "সুসমাচারও আমাদের বিশ্বসনীয় হয়। এবং মার্কের যে সুসমাচার "তাহার আদেশ মার্ক পিতরের নিকটে পাইয়াছিলেন, এবং লূকের "যে সুসমাচার তাহাকেও তদ্রূপ পৌলের আদিষ্ট বলে।" অন্য স্থানে কহিয়াছেন, "যোহনের শিষ্যস্বরূপ মণ্ডলী এখনও আছে, তাহাতে "যদিও মার্কিয়োন নামক বৈধর্ম্মাবলম্বী যোহনের প্রকাশিত বাক্যের

"বিষয়ে আপত্তি করে, তথাপি ঐ মণ্ডলীগণের পূর্ব্বানুক্রমিক যে "অধ্যক্ষশ্রেণী, তদ্দ্বারা ঐ প্রকাশিত বাক্য যে যোহনের রচিত, ইহা "নিশ্চয়রূপে জানা যাইতেছে।" অন্য স্থানে লিখিয়াছেন, "প্রেরিতদের "লিখিত যে প্রকৃত পত্র সকল, তাহা তাঁহাদের স্থাপিত মণ্ডলী সকলের "নিকটে এখনও পাঠ করা যাইতেছে, এবং ঐ পত্র পাঠদ্বারা তাঁহারা "প্রায় সাক্ষাৎকার লোকদের ন্যায় আপন২ রব শুনাইতেছেন। সেই "মণ্ডলী ভ্রমণ কর। যদি আখাইয়া দেশের নিকটবর্ত্তী হও, তবে করিন্থ "নগরে যাও। যদি মাকিদনিয়া দেশের নিকটবর্ত্তী হও, তবে ফিলিপ্পী "নগরে যাও, যদি সমুদ্র পার হইতে পার, তবে ইফিষ নগরে যাও। "যদি ইতালিয়া দেশে উপস্থিত হও, তবে রোমা নগরে যাও।"

যে তিন ধর্ম্মাধ্যক্ষের নাম লেখা গেল, তাঁহারা স্ব২ কথার প্রমাণার্থে আপন২ সকল পুস্তকে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগহইতে নীত অনেক কথা লিখিয়াছেন, কেবল তাঁহারা এমন নহে, তাঁহাদের পূর্ব্বে বর্ত্তমান হইয়াছিলেন যে ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা, তাঁহারাও তদ্রূপ বার বার আপন২ গ্রন্থে শাস্ত্রীয় প্রমাণ লিখিয়াছেন। এই প্রকার অনেক সাক্ষ্য লিখিলে সময়ের অকুলান হইবে, এ জন্যে আমরা ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল দুই জনের নাম প্রকাশ করিব।

প্রথম পলুকার্প। তিনি যোহনের এক জন শিষ্য হইয়া স্মর্ণা নগরস্থ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হইলেন। এই ব্যক্তি ফিলিপ্পীয় মণ্ডলীর নিকটে যে এক পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এখনও উপস্থিত আছে, এবং তাহার মধ্যে পৌল ও পিতর ও যোহনের লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থহইতে নীত অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ঈরীনায়। তিনি উক্ত পলুকার্পের শিষ্য এবং তাঁহার ন্যায় আশিয়া দেশজাত ছিলেন, পরে ফ্রান্স দেশের লাইয়ন্স নগরস্থ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হইলেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকের মধ্যে মথি, মার্ক, লূক, যোহন, প্রেরিতদের ক্রিয়া, পৌলের প্রায় সকল পত্র, এবং যোহনের ও পিতরের পত্র, এই সকল পুস্তকহইতে নীত অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই ঈরীনায় আপন গ্রন্থের নানা স্থানে বলেন, যাঁহারা যোহনের শিষ্য হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, এমত অমুক২ লোকের প্রমুখাৎ আমি যৌবনকালে অমুক২ কথা শুনিয়াছিলাম।

আমরা যেমন এই দুই জনের নাম লিখিয়াছি, তদ্রূপ আর২ অনেকের নাম লিখিতে পারি। কিন্তু বোধ হয় তাহার কিছু প্রয়োজন নাই। যাকুবের ও যিহূদার পত্র, এবং পিতরের দ্বিতীয় ও যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র, এই অতি ক্ষুদ্র পাঁচ পত্র ব্যতিরেকে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের অন্য কোন গ্রন্থের বিষয়ে কেহ কখনো কোন আপত্তি করে নাই। বৈধর্ম্মাবলম্বি খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে এমত কেহ২ ছিল, যে কোন২ প্রেরিতের সাক্ষ্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিল, কিন্তু উক্ত পুস্তক সকল প্রেরিতদের লিখিত নহে, এমন মিথ্যাকথা কহিতে তাহাদেরও

প্রায় সাহস হয় নাই। কেবল মার্কিয়োন নামক এক জন বৈধর্ম্মিক লূকের সুসমাচারে কথান্তর লিখিতে এবং প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের বিষয়ে সন্দেহ জন্মাইতে দুঃসাহস করিল, কিন্তু তাহার সেই মন্দ চেষ্টা সকলের নিকটে ঘৃণার্হ হওয়াতে নিষ্ফল হইল।

যাহারা খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের শত্রু, এমন দেবপূজক লোকদের মধ্যে কোন২ ব্যক্তি অতি পূর্ব্বকালে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের বিপরীত পুস্তকাদি লিখিয়াছিল, কিন্তু উক্ত গ্রন্থ প্রেরিতদের দ্বারা লিখিত না হইয়া কৃত্রিম আছে, এমত কথা তাহাদের মধ্যে কেহ কহে নাই।

যদি ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে একটি গ্রন্থ কৃত্রিম হইত, তবে ঐ সময়ে তাহা অনায়াসে জানা যাইত। তাহার উদাহরণ। রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি যে পত্র, তাহা যদি পৌলদ্বারা লিখিত না হইয়া কৃত্রিম হইত, তবে রোমীয় মণ্ডলীর লোক সকল অতি শীঘ্র বলিত, আমাদের এই যে মণ্ডলী কেবল পঞ্চাশ কিম্বা এক শত বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে, তাহার নিকটে পৌল কোন্ পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং সেই পত্র বা কি, তাহা আমরা অবশ্য জানিতে পারি, এ বিষয়ে কেহ আমাদিগকে ভ্রান্ত করিতে পারে না। আরও বলি, ঐ পূর্ব্বসময়ের জ্ঞানি লোকেরা যে হঠাৎ সকল গ্রন্থ গ্রাহ্য করিতেন এমত নহে, তাঁহারা বরং প্রায় অনুপযুক্ত সন্দেহ করিতেন। ইহার উদাহরণ। যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের বিষয়ে কেহ ২ আপত্তি করিত, কিন্তু প্রথম পত্রের সহিত অন্য দুই পত্রের তুলনা দিলে কোন জ্ঞানি পাঠক সন্দেহ করিতে পারে না। যিহূদার পত্রের বিষয়ে আপত্তি করা গেল, কিন্তু যদি কেহ কোন কৃত্রিম পত্র লিখিত, তবে অবশ্য এমন ক্ষুদ্র না করিয়া তন্মধ্যে কোন ২ নূতন কথা প্রকাশ করিত; যিহূদার পত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহাই পিতরের দ্বিতীয় পত্রে আরও বিস্তারিত রূপে পাওয়া যায়। পিতরের সেই দ্বিতীয় পত্রের বিষয়ে কেহ২ আপত্তি করিত; কিন্তু সেই পত্রের লেখক যদি পিতর নহে, তবে সেই লেখক অতিশয় মিথ্যাবাদি লোক ছিল; এমন লোক যে উক্ত পত্রের অতি ভয়ানক কথা সম্বলিত দ্বিতীয় অধ্যায় লিখিয়া আপনার দণ্ড আপনি স্থির করে, ইহা অতি অসম্ভব। আর উক্ত পত্র যিহূদার পত্রের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, ইহা প্রত্যেক পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারে। তাহার প্রমাণ এই, যিহূদার পত্রের ১৮ পদে লিখিত আছে, "শেষকালে আপনাদের কুঅভিলাষানুসারে "অধর্ম্মাচারী নিন্দক লোক উপস্থিত হইবে, এই কথা প্রেরিতেরা "তোমাদিগকে কহিয়াছে।" কিন্তু এই কথা পিতরের দ্বিতীয় পত্রের ৩ অধ্যায়ের ৩ পদে পাওয়া যায়।

যাকুবের পত্র বিষয়ে যে আপত্তি তাহাও কিছুর মধ্যে গণ্য নহে। ঐ পত্র অতি পুরাতন সুরিয়াক তর্জ্জমাতে ভাষান্তরীকৃত হইয়াছিল। এবং তাহা যে কোন মিথ্যাবাদি লোকদ্বারা লিখিত না হইয়া পারমার্থিক ক্ষমতাপন্ন লোকদ্বারা রচিত হইয়াছে ইহা সকল পাঠক স্বীকার করিবে।

এবং তাহা যে কোন যিহূদী বংশীয় লোকের রচিত ইহাও সপ্রমাণ, কিন্তু যিরূশালমের বিনাশের পরে যিহূদী লোকেরা গ্রীক ভাষাকে অতি ঘৃণার্হ জ্ঞান করিয়া আর অভ্যাস করিত না, অতএব ঐ পত্র যে যিহূদী লোক গ্রীক ভাষাতে লিখিয়াছেন, তিনি অবশ্য যিরূশালমের বিনাশের পূর্ব্বে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর তিনি যাকুব নহেন, এমন কোন প্রমাণ না হওয়াতে প্রথমাবধি অনেকে যেমন সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে, তদনুসারে যাকুবকে তাহার রচকরূপে স্বীকার করা কর্ত্তব্য বটে।

উক্ত পাঁচ ক্ষুদ্র পত্রের বিষয়ে যেমন অতি পূর্ব্বকালে কেহ২ সন্দেহ করিয়াছিল, তদ্রূপ সন্দেহ যদি অন্য কোন গ্রন্থের বিষয়ে হইত, তবে তৎকালীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ তাহাও অবশ্য প্রকাশ করিতেন। এবং যে সন্দেহের কথা এখন বলিলাম তাহা নিরর্থক ছিল, তথাপি ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ তাহা জ্ঞাত করা বিহিত বুঝিয়াছিলেন, ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি তাঁহারা প্রেরিতদের লিখিত গ্রন্থ হঠাৎ গ্রাহ্য না করিয়া অতিশয় সতর্কতা পূর্ব্বক বিচার করিয়া তাহা গ্রাহ্য করিতেন। অতএব তাঁহাদের সাক্ষ্য সত্য ও তাঁহাদের বিচার গ্রহণীয় ও আমাদের বিশ্বাসের যোগ্য।

রোমান কাথলিক মতাবলম্বিরা বলিয়া থাকে, কি২ গ্রন্থ ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে গণনীয়, তাহা আমরা মণ্ডলীর বিচার ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়দ্বারা স্থির করিতে পারি না। তাহাদের এই কথা নিতান্ত মিথ্যা, যেহেতুক ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগহইতে ভিন্ন অনেক২ গ্রন্থ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বর্ত্তমান সময়ে ও পূর্ব্বে ও পরে গ্রীক ও লাটিন ভাষাতে লিখিত হইয়া তদবধি রক্ষিত হওয়াতে এখনও উপস্থিত আছে। সেই সকল পুস্তকের রচনাকর্ত্তা কে, তাহা আমরা যেমন ভাষা ও প্রকরণ ও সাক্ষ্যদ্বারা নিশ্চয় করিতে পারি, তদ্রূপ ধর্ম্মগ্রন্থের রচনাকর্ত্তা কে, তাহাও ঐ প্রকার প্রমাণদ্বারা নিশ্চয় করিতে পারি। এবং যে প্রকার বিচার করিয়া আমরা জানি অমুক২ পুস্তক সিসেরো ও হোরেস ও তাসিতস ও প্লুতার্খ প্রভৃতির দ্বারা রচিত হইয়াছিল, সেই প্রকার বিচারদ্বারাতেই ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতদের ও তাঁহাদের সঙ্গিদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল, ইহাও জানিতে পারি। এ বিষয়ে মণ্ডলীর কৃত বিচারের অপেক্ষা করা আবশ্যক নহে, উপযুক্ত বিদ্যা হইলেই সকলে ইহার বিচার করণে সমর্থ হয়। তবে যাহাদের উপযুক্ত বিদ্যা হয় না, তাহারা বিদ্বান লোকদের কথায় অবশ্য বিশ্বাস করিতে পারে। আর প্রেরিতদের রচিত গ্রন্থ সকল যে ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে গণনীয়, ইহার প্রমাণ মণ্ডলীর কিম্বা বিদ্বান লোকদের কথাতে হয় না, ঐ গন্থ আপন২ প্রমাণস্বরূপ আপনারা হয়, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে।

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের মধ্যে কেবল ইব্রীয়দের প্রতি পত্র কাহার রচিত, এমত সন্দেহ হইতে পারে। সেই পত্রও প্রেরিতদের সময়ে লিখিত হইয়াছিল ইহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা পৌলের রচিত কি তাঁহার কোন সঙ্গির রচিত, এ বিষয়ে প্রথমাবধি সন্দেহ হইয়াছিল।

পূর্ব্বকালীয় যত খ্রীষ্টীয়ানেরা গ্রীক ভাষাতে পুস্তক লিখিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলে একরূপে ঐ পত্র পৌলের রচিত বলে; কিন্তু যাহারা লাটিন ভাষাতে লিখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে রোমা নগরস্থ মণ্ডলীভুক্ত কএক জন বলে ঐ পত্র পৌলের নহে। এ বিষয়ে এখনও জ্ঞানি লোকদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য হয় নাই, তথাপি প্রায় সকলে অতি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া বোধ করে তাহা পৌলের রচিত। যে জন ইহা লিখিতেছে, তাহার অনেক বিবেচনার পরে বোধ হয়, ঐ পত্র এক প্রকার পৌলের বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে, অর্থাৎ তাহা পৌলের সাক্ষাতে তাঁহার আদেশানুসারে লূকদ্বারা রচিত হইয়াছিল; তাহাতে লূকের শব্দবিন্যাস হইলেও পত্র পৌলের হইতে পারে। রাজার লেখক কোন পত্র লিখিলে পরে যেমন তাহা রাজার সাক্ষর করণদ্বারা রাজার পত্র হয়, তদ্রূপ।

যোহনের প্রতি প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের বিষয়ে খ্রীষ্টের মৃত্যুর পরে দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত কেহ কোন আপত্তি করে নাই, বরং ঐ সময়ের মধ্যে অনেকে এমত সাক্ষ্য দিয়াছিল যে তাহা যোহনের। পরে কএক জন ঐ ভবিষ্যদ্বাক্যের কোন ২ কথা না বুঝাতে কিম্বা অগ্রাহ্য করাতে সন্দেহ জন্মাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই সন্দেহ নিরর্থক। পূর্ব্বোক্ত ওরিজেন বলেন, যে যোহন এক সুসমাচার লিখিয়াছেন, সেই যোহনই প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যও লিখিয়াছেন। এবং তর্ত্তুল্লিয়ান কহেন, যোহনের শিষ্যস্বরূপ মণ্ডলীগণের পূর্ব্বানুক্রমিক যে অধ্যক্ষশ্রেণী, তদ্দ্বারা ঐ প্রকাশিত বাক্য যে যোহনের রচিত ইহা নিশ্চয়রূপে জানা যাইতেছে। এই তর্ত্তুল্লিয়ান যোহনের মৃত্যুর কেবল এক শত বৎসর পরে ইহা লিখিলেন, এবং তাঁহার সময়ে ইফিষ ও স্মূর্ণা প্রভৃতি যে সাত মণ্ডলীর নিকটে প্রকাশিত বাক্যদ্বারা সাত পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, সেই সাত মণ্ডলীর অধ্যক্ষশ্রেণী অনেকে অনায়াসে জানিতে পারিল। অতএব প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না, তাহা অবশ্য যোহনের রচিত।

শত্রুর প্রতি প্রেম।

আফ্রিকাদেশে জাত এক জন কাফ্রি লোক যৌবনকালে কোন পশুর ন্যায় বাজারে বিক্রীত হওয়াতে সমুদ্রপথে যামেকা নামক উপদ্বীপে আনীত হইয়া সেই স্থানে দাসত্বে থাকে। পরে কতক বৎসর গতে ঈশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা যীশুর আশ্রিত হইয়া এমত সরলতা ও সুজনতা দেখায় যে তাহার কর্ত্তা তাহাকে বিশ্বাসের পাত্র জানিয়া তাহার উপরে নানা কর্ম্মের ভার রাখে। এক দিন তাহার কর্ত্তা অন্য কুড়ি জন দাস কিনিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাজারেতে যায়, এবং উপযুক্ত পাত্রদিগকে বাছিবার ভার তাহার উপরে রাখিয়া বলে, আমি বলবান

লোকদিগকে চাহি, নতুবা আমার কর্ম্ম চলিবে না। ঐ দাস গিয়া বাজারের দাসদের মধ্যে জরাগ্রস্ত অতি প্রাচীন এক লোককে দেখিতে পাইয়া আপন কর্ত্তাকে কহিল, কোন মতে এই ব্যক্তিকে কিনিতে হইবে। তাহার কর্ত্তা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া অস্বীকার করিতে লাগিল, কিন্তু এই বার আমার ইচ্ছামত কর্ম্ম করিবেন, দাস বার ২ এমন নিবেদন করিলে, যে ব্যক্তি দাস সকলকে বিক্রয় করে সে কহিল, মহাশয় যদি কুড়ি জনকে কিনেন, তবে আমি এই জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে ব্যাজ দিব। পরে মূল্য দিয়া একুশ জনকে কর্ত্তার তালুকেতে লইয়া গেলে ঐ দাস সেই বৃদ্ধ লোকের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিয়া তাহাকে আপন ঘরে স্থান দিয়া আপন শয্যাতে শয়ন করাইত, ও আপন পাত্রহইতে আহার ও পেয় দিত, এবং তাহার গাত্রে শীত লাগিলে তাহাকে রৌদ্রে বসাইত ও গ্রীষ্ম লাগিলে নারিকেল গাছের ছায়াতে বসাইত। ঐ বৃদ্ধের প্রতি আপন বিশ্বাসপাত্রের এমত স্নেহ দেখিয়া কর্ত্তা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিল, ঐ যে বুড়া লোকের প্রতি তোর এত প্রীতি দেখি, সে তোর কে? বুঝি তোর বাপ হবে। দাস কহিতেছে, না সাহেব, এ মোর বাপ নয়। তো তোর বড় ভাই হবে? না সাহেব, এ মোর ভাই নয়। তো বুঝি তোর মামা বা কুটুম্ব হবে? না সাহেব, এ মোর কুটুম্বও নয়, বন্ধুও নয়। তো তার প্রতি তোর এত প্রীতি কেন? দাস কহিতেছে, ও সাহেব, এ মোর শত্রু, এ জন্মদেশে মোকে বিক্রী করিয়াছিল, আর শাস্ত্রে লেখে, তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তবে তাহাকে আহার দেও, এবং যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তবে তাহাকে জলপান করাও, তাহাতে তুমি তাহার মস্তকে জ্বলদগ্নিরাশি করিয়া রাখিবা।

এক দিন আর এক দাসের কর্ত্তা তাহাকে অত্যন্ত কশাঘাত করিয়া মৃতপ্রায় দেখিয়াও পুনঃ পুনঃ মারিতে ২ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, এ বার যীশু খ্রীষ্ট তোর ভাল কি করিবেন? দাস উত্তর করে, আপনকাকে ক্ষমা করিতে আমাকে শিক্ষা দেন।

সুখের পথ।

এক দিন কোন ব্যক্তি এক বৃদ্ধ খ্রীষ্টীয়ান লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি প্রায় সকল প্রকার সাংসারিক সুখভোগ অস্বীকার কর কেন? ঈশ্বরের সেবা করা ভাল বটে, তথাপি আপনারও সেবা করা কর্ত্তব্য। তিনি উত্তর করিলেন, এই কথা সত্য, এ জন্যে আমিও তাহা মানি; কারণ আমার নিজ মন্দ মনের ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিলে যত সুখাদির লাভ হইত, তদপেক্ষা দশগুণ অধিক লাভ ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনদ্বারা হয় ইহার প্রমাণ আমি বার ২ পরীক্ষাদ্বারা পাইয়াছি।

অক্ষয় ধন।

এক দিন কোন গৃহ এবং তন্মধ্যস্থ সকল সামগ্রী পুড়িয়া গেলে এক উত্তম ধর্ম্মাধ্যক্ষ তন্নিবাসি পরিবারকে দেখিতে গেলেন, এবং ধার্ম্মিকা গৃহিণীকে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি ধন্যা, আপনি আনন্দিতা হউন। এই কথাতে চমৎকৃতা এবং কিছু অসন্তুষ্টা হইয়া সেই স্ত্রী কহিলেন, কি? আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইল ইহাতে আমি আনন্দ করিব? ধর্ম্মাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, না, ইহাতে নয়, কিন্তু যে ধনে অগ্নি লাগিতে পারে না, আপনকার এমত অনেক ধন আছে, ইহাতে আনন্দিতা হইবেন। এই কথা শুনিয়া ঐ স্ত্রী সান্ত্বনা পাইতে লাগিলেন।

বালকদের উত্তর।

ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড দেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে প্রভুর দিনে বালকদের পারমার্থিক হিতার্থে ধর্ম্মালয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে। সেই শিক্ষা উপদেশ নহে, বরং কোন পাঠশালায় যেমন প্রশ্নোত্তরাদিদ্বারা বালকদিগের শিক্ষা হয়, সেই প্রকার শিক্ষা। এবং মণ্ডলীর যুব ও যুবতী লোক সকল বিনামূল্যে সেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। এক দিন এমত এক শিক্ষক আপনার অধীন বালকদিগকে প্রশ্নোত্তরপূর্ব্বক, "তোমার ইচ্ছা স্বর্গেতে যেমন তেমনি পৃথিবীতেও সফল হউক," এই প্রার্থনাকথার বিষয়ে শিক্ষা দিতে২ কহিলেন, হে প্রিয় বালকেরা, কি পালন করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা কর্ত্তব্য, এবং কোথায় তাহা পালন করিতে হয়, অর্থাৎ পৃথিবীতে, এবং কিরূপে অর্থাৎ স্বর্গেতে যেমন তেমন পালন করিতে হয়, ইহা তোমরা আমাকে বলিলা। ভাল, স্বর্গেতে যে দিব্য দূত ও ধার্ম্মিক লোক সকল থাকেন, তাঁহারা কি রূপে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করেন? প্রথম বালক বলে, 'একেবারে'। দ্বিতীয় বালক, 'যত্নপূর্ব্বক'। তৃতীয় বালক, 'সর্ব্বদা'। চতুর্থ বালক, 'ষোলো আনা মন দিয়া'। পঞ্চম বালক; 'সম্পূর্ণরূপে'। পরে কিছু কাল পর্য্যন্ত সকল বালক মৌনী হইয়া রহিল, শেষে একটি ছোট বালিকা কহিল, 'ও সাহেব, তাঁহারা কোন আপত্তির জিজ্ঞাসা না করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করেন।'

শ্রীযুক্ত শামুয়েল পিয়ার্স সাহেবের চরিত্র।

১৭৮৩ শালের জুলাই মাসের ২০ তারিখে যে দিনে তাঁহার বয়সের সত্তেরো বৎসর পূর্ণ হইল, পিয়ার্স সাহেব অবগাহিত হইয়া পিলমুথ নগরস্থ মণ্ডলীর অংশী হইলেন, এবং অল্প বৎসর গেলে সেই মণ্ডলীর লোক তাঁহাকে ধর্ম্মাধ্যক্ষকর্ম্মের উপযুক্ত জ্ঞান করিলেন। অতএব সেই মণ্ডলীর দুই অধ্যক্ষের পরামর্শ শুনিয়া তিনি পরীক্ষিত হওনার্থে কতক

বার উপদেশ করিতে লাগিলেন, পরে তাবৎ মণ্ডলী ঐক্য হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলে তিনি ১৭৮৬ শালের নবেম্বর মাসে প্রভুর সেবকের কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। পরবৎসরের আগষ্ট মাসে তিনি বৃষ্টল নগরস্থিত ধর্ম্মবিদ্যালয়ে গমন করিয়া তথায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে শ্রী কালেব এবন্স সাহেব ঐ বিদ্যালয়ের কর্ত্তা ছিলেন।

সেই স্থানে থাকিবার সময়ে তিনি মৃদুতা ও সুশীলতা প্রযুক্ত সকলের অতি প্রিয় পাত্র হইলেন। কোন২ যুব লোক জ্ঞানাদি গুণ প্রযুক্ত প্রশংসিত হইলে কিম্বা তাহাদের প্রথম দ্বিতীয় উপদেশ শ্রবণার্থে বহুসংখ্যক লোকসমূহ একত্র হইলে তাহারা স্তবমদে মত্ত হইয়া অস্থির ও অকর্ম্মণ্য হয়, কিন্তু পিয়ার্স সাহেবের প্রতি ইহা ঘটিল না। যে সময়ে তাঁহার অল্প বয়স ছিল, সে সময়েও তাঁহার উপদেশাদি শ্রবণার্থে অনেক২ লোক একত্র হইত, তথাপি ইহাতে তাঁহার অহঙ্কার জন্মিল না এবং অধ্যয়নাদি কর্ম্মে অরুচিও হইল না, বরং তিনি সর্ব্বদা যত্নবান ও শ্রমী ও শিষ্ট ও নম্রশীল ছিলেন, এমন সাক্ষ্য তাঁহার শিক্ষকগণ বার২ দিয়াছেন।

যে রাবর্ট হাল সাহেব মৃত হইলেও অদ্যাপি বক্তৃতা ও জ্ঞান ও ধর্ম্মোদ্‌-যোগ প্রযুক্ত নানা দেশে অতি সুখ্যাত আছেন, তিনি তৎকালে ঐ বিদ্যালয়ে এক জন শিক্ষক হওয়াতে বর্ম্মিংহম নগরের কেনন্ স্ত্রীত নামক পথে যে মণ্ডলী ছিল, সেই মণ্ডলীর নিকটে পিয়ার্স সাহেবের নানা গুণ জ্ঞাত করিলে পিয়ার্স সাহেব ১৭৮৯ শালের জুলাই মাসে ঐ মণ্ডলীদ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়া প্রথমে পরীক্ষার্থে কিছু কাল পর্য্যন্ত মণ্ডলীর মধ্যে উপদেশাদিদ্বারা ধর্ম্মপ্রচারকের কর্ম্ম করিলেন, পরে মণ্ডলীর লোক অতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনাদের অধ্যক্ষরূপে মনোনীত করিলে তিনি ১৭৯০ শালের ১৮ আগষ্ট প্রার্থনাদিদ্বারা সেই পদে নিযুক্ত হইলেন।

অল্প কাল পরে তিনি সমর্স সাহেব নামক আপনার এক বন্ধুর নিকটে এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে আপনার নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে নিবেদন করিয়া এই কথা কহিলেন, "পৌল প্রেরিতের নিমিত্তে তাঁহার সঙ্গি খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা প্রার্থনা করিলে তিনি সেই প্রার্থনার নানা ফল ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন, একারণ আপনার নিমিত্তে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে তিনি অনেক বার নিবেদন করিয়াছেন। অতএব আমাদের সহবিশ্বাসি লোকেরা যেন আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করে, ইহা ভাল বটে; কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট আমাদের মহা-যাজক হইয়া আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করণার্থে অতি পবিত্র স্থানে অর্থাৎ স্বর্গেতে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং আমাদের প্রত্যেকের নাম তাঁহার স্বৎপত্রে লিখিত আছে, এ কেমন আনন্দের বিষয়! আমাদের এমন উকিলের প্রার্থনা অবশ্য সফল হইবে। এ বিষয়ে আমি এই গত কএক দিনের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ ও বিবেচনা করিয়াছি, তাহাতে আমার আনন্দ জন্মিয়াছে এবং বোধ হয় ধর্ম্ম-বৃদ্ধিও হইয়াছে। বিশেষতঃ যিনি আমার নিমিত্তে প্রার্থনা করিতেছেন,

তিনি মনুষ্য হইয়াও স্বয়ং ঈশ্বরও আছেন, ইহাতে আমার আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। তাঁহার জ্ঞানের ও শক্তির ও প্রেমের সীমা নাই, এবং তাঁহার কৃত প্রায়শ্চিত্তের গুণও অপরিমিত, এই কারণে তাঁহার প্রার্থনা করণ কর্ম্ম অতিশয় মহিমাযুক্ত, ইহা আমি বুঝিতেছি। যিনি আমার নিমিত্তে প্রার্থনা করিতেছেন, তিনি কেবল সাধারণ মণ্ডলীর অবস্থাকে না জানিয়া আমারই অবস্থাকে বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন, ইহাতে আনন্দ করিতেছি। তাঁহার প্রার্থনার গুণেতেই আমার পাপমোচন হইবে, এবং আমার ধর্ম্মকর্ম্ম গ্রাহ্য হইবে, এবং আমার মন রক্ষা পাইয়া শিক্ষা ও সান্ত্বনা পাইবে, আমার এমত দৃঢ় প্রত্যাশা জন্মে। অমর ত্রাণকর্ত্তাতে দৃঢ় রূপে বিশ্বাস করা কেমন সুখজনক কর্ম্ম। এমন বিশ্বাস দিনে২ করিলে খ্রীষ্ট আমাদের জীবনের সার হইবেন, এবং মৃত্যুও আমাদের লাভজনক হইবে; তাহাতে আমরা জীবৎ থাকি কি প্রাণত্যাগ করি, উভয় দশাতে প্রভুর হইব।"

প্রায় সেই সময়ে তিনি অন্য কোন বন্ধুর নিকটে যে দুই পত্র লিখিলেন, সেই দুই পত্রেরও কএকটি কথা জানাইতেছি। "আপনকার আনন্দেতে আমিও আনন্দিত হইলাম। যে ঈশ্বর ধর্ম্মকর্ম্মেতে আপনকার সাহায্য করেন, তিনি ধন্য হউন। আপনকার যত জ্ঞান ও শক্তি আছে, সকলই প্রভুর নিকটে নিবেদিত হউক, সকলের দ্বারা ত্রাণকর্ত্তার উন্নতি হউক, ইহাই যেন আপনকার সকল উপদেশের সার ও ফল হয়, এই আমার বাঞ্ছা। আমরা আপনাদিগকে উন্নত করিলে যে সুখ পাই, তাহার অধিক সুখ প্রভুকে উন্নত করিলে এক দিন পাইব। আমরা যদি সর্ব্বদা তাঁহাকে মনের আহারস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহার বলেতে বলবান হই, তবে আনন্দ পূর্ব্বক লোকদের সাক্ষাতে তাঁহার গুণ প্রকাশ করিতে পারি। ঈশ্বরের সহগামী হইলে তাঁহার প্রশংসা করা সুখের বিষয়।

"এখানকার যে গৃহেতে অল্প বৎসর পূর্ব্বে এক জন ধর্ম্মবিদ্যার্থি যুবলোক মরিয়াছিলেন, সেই গৃহেতে এইক্ষণে আর এক জন যুববিদ্যার্থী জ্বরেতে পীড়িত হইয়া শয্যাতে পড়িয়া আছেন, এবং তাঁহার বাঁচিবার ভরসা নাই। আঃ, মানুষ কি! আমাদের আয়ুর যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে, আইস আমরা তাহা অতি বহুমুল্য জ্ঞান করিয়া পরের আত্মা রক্ষার্থে প্রহরিকর্ম্ম করণে অতি যত্নবান হই। আপনকার মনের মঙ্গল? আপনি কি গুপ্ত প্রার্থনা করিতে ভাল বাসেন? আমি যদবধি এই পিল্‌মুথ নগরে আইলাম, তদবধি কএক বার প্রার্থনার সময়ে অনেক পারমার্থিক লাভ প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওয়া যে আমার অতি হিতজনক, ইহা বলিতে পারি। আমাদের গুপ্ত ভক্তি এবং আমাদের দৃশ্য সদাচরণ এই উভয়ের একই পরিমাণ আছে, এমন আমার উত্তরোত্তর দৃঢ় বোধ হয়। আমাদের মন যাহাতে ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হয়, তিনি এমত অনুগ্রহ করুন, তাহা হইলে আমাদের শ্রম অবশ্য আপনি তাঁহার উদ্দেশে নিবেদিত হইবে।"

ধর্ম্মোপদেশ।

যোহন ১৬; ৭। আমি যথার্থ কহিতেছি, আমার গমন তোমাদের হিত-জনক, যেহেতুক না গেলে সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না, কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।

যে রাত্রিতে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্তে মৃত্যুভোগ করণার্থে আপনাকে শত্রুগণের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত ছিলেন, সেই রাত্রিতে তিনি অগ্রে আপন শিষ্যদিগকে সান্ত্বনা দিতে আবশ্যক বুঝিয়া তাঁহাদের সহিত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহাদের মনকে সুস্থির করিতে চেষ্টা করিলেন। তৎকালে তাঁহারা অতিশয় শোকার্ত্ত ছিলেন, যেহেতুক যিনি আমাদের অতি প্রিয় গুরু, তিনি আমাদের হইতে নীত হইবেন, এবং তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লেশ ও অপমান ভোগ করিতে ও হত হইতে হইবে, তাহাতে আমাদের অসীম মনোদুঃখ ও শত্রুজন্য ভয় হইবে; এবং যদ্যপি তিনি শেষেতে সকল দুঃখ উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গেতে যাইবেন, তথাপি এমন অপূর্ব্ব বন্ধুর বিচ্ছেদে আমাদের মন তখনও শোকান্বিত থাকিবে; কারণ তাঁহার তুল্য বন্ধু আর কোথায় পাইব? আমরা দুর্ব্বল, তিনি আমাদের নিকটে না থাকিলে কে আমাদিগকে ধর্ম্মপথ দেখাইবে, ও পাপহইতে রক্ষা করিবে, ও পরীক্ষার সময়ে শয়তানের ছলহইতে উদ্ধার করিবে? এই প্রকার চিন্তা তাঁহাদের মনেতে উপস্থিত হইতে লাগিল। অতএব সেই সকল চিন্তা নিবারণার্থে তিনি তাঁহাদিগকে নানা সান্ত্বনার কথা কহিলেন, তাহার মধ্যে এই একটি কথা আছে, "আমি যথার্থ কহিতেছি, আমার গমন তোমাদের হিতজনক, যেহেতুক না গেলে সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।"

এই বচনদ্বারা আমাদেরও সান্ত্বনা জন্মিতে পারে। প্রভুর প্রেরিতেরা ধন্য ছিলেন, যেহেতুক তাঁহারা প্রভুকে সাক্ষাতে দেখিতেন, কিন্তু আঠারো শত বৎসরান্তে জন্ম পাইয়াছি যে আমরা, আমাদের এমত পরমভাগ্য নহে, এই প্রকার কথা কহিতে আমরা কি কখনো২ প্রবৃত্ত হই না? কিন্তু দেখ, প্রভু আপন

শিষ্যদিগকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমাদের প্রতিও বর্ত্তে। প্রভু এই জগতকে ত্যাগ করিয়া আমাদের দৃষ্টির অগোচর হইয়াছেন ইহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি হয় না, বরং লাভ জন্মে, যে হেতুক তাঁহার স্বর্গে গমন আমাদেরও হিতজনক হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অনেক প্রমাণ আছে। একটি এই যে তিনি স্বর্গেতে সর্ব্বদা আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতেছেন। অন্য প্রমাণ এই যে তাঁহার স্বর্গে গমনের ফলে এক জন সহায় আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া পরিত্রাণের চেষ্টাতে নিরন্তর আমাদের সাহায্য করেন। সেই সহায় কে? না, পবিত্র আত্মা। অতএব আইস পবিত্র আত্মার যে গুণ, এবং আমাদের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহিত তাঁহার যে সম্পর্ক, এই দুই বিষয়ে বিবেচনা করি।

১। পবিত্র আত্মা যিনি, তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর একই বটেন, তথাচ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন কর্ম্মকর্ত্তা আছেন, এই নিগূঢ় বাক্য আমরা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি না; কিন্তু যে ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত তাহাতে এই কথা লিখিত আছে, অতএব এই কথা সত্য বটে। আর পিতা যেমন ঈশ্বর আছেন, ও পুত্র যেমন ঈশ্বর আছেন, পবিত্র আত্মাও তদ্রূপ ঈশ্বর আছেন। বিশ্বাসি লোকেরা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামেতে অবগাহিত হয়, এবং তাহারা পিতা ঈশ্বরের পূর্ব্বলক্ষ্যানুসারে পবিত্রতাজনক আত্মার গুণে যীশু খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ ও তাঁহার রক্তে প্রোক্ষিত হওনার্থে মনোনীত হয়, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও পিতার প্রেম ও পবিত্র আত্মার সহায়তা তাহাদের প্রতি বর্ত্তে। আর পবিত্র আত্মা সর্ব্বস্থানে উপস্থিত আছেন, তাহার প্রমাণ এই, স্বর্গেতে কিম্বা পৃথিবীর নানা দেশে হউক যত পবিত্র লোক আছে, সেই সকল পবিত্র লোকের মন পবিত্র আত্মার মন্দিরস্বরূপ। তদ্ভিন্ন পবিত্র আত্মা সর্ব্বজ্ঞ, যেহেতুক "তিনি ঈশ্বরের মর্ম্মকথাদি সর্ব্ববিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া "থাকেন।" আর ধর্ম্মপুস্তকে যত ভবিষ্যদ্বাক্য লিখিত আছে, সেই সকলই সর্ব্বজ্ঞ পবিত্র আত্মা কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই রূপ নানা প্রমাণদ্বারা আমরা জানিতে পারি পবিত্র আত্মা ঈশ্বর বটেন। এবং ইহার আরও প্রমাণ এই যে পবিত্র আত্মার বি-

রুদ্ধ পাপ যেমন ভয়ানক, তদ্রূপ ভয়ানক আর কোন পাপ নাই। অননিয় ও সফীরা এই দুই জন ঈশ্বরের অর্থাৎ পবিত্র আত্মার নিকটে মিথ্যাকথা কহিলে একেবারে মরিল, কেবল তাহা নহে, ইহাও লিখিত আছে, যথা, "মনুষ্যদের সকল প্রকার পাপ ও "নিন্দার ক্ষমা হইতে পারে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দার "ক্ষমা হইতে পারে না। আর যে কেহ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কথা "কহে, সে দোষের ক্ষমা পাইতে পারে, কিন্তু যে কেহ পবিত্র "আত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে, ইহলোকে কি পরলোকে তাহার "সেই দোষের ক্ষমা হইতে পারে না।" এই ভয়ানক কথাদ্বারা আমরা বুঝিতেছি, যে পাপ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে হয়, সেই পাপের পরে আর ভারি পাপ নাই, অতএব পবিত্র আত্মা ঈশ্বর বটেন, ইহার কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

এবং পবিত্র আত্মা যে কোন ঈশ্বরীয় গুণ কি শক্তিমাত্র নহেন, কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা আছেন, ইহার অনেক প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকে আছে, তাহার মধ্যে কেবল এই একটি জানাইব। করিন্থীয়দের প্রতি প্রথম পত্রের ১২ অধ্যায়ের ১১ পদে লিখিত আছে, যথা "এক অদ্বিতীয় আত্মা স্বেচ্ছানুসারে প্রতি জনকে অংশ "ক্রমে শক্তি প্রদান করিয়া এই সকল কর্ম্ম আপনি সাধিতেছেন।"

২। এইক্ষণে বিশ্বাসি লোকদের সহিত পবিত্র আত্মার সম্পর্ক কি তাহা বিবেচনা করি। তিনি আমাদের সহায় আছেন, অর্থাৎ আমাদের সাহায্য করেন।

তিনি আমাদের অপেক্ষা মহান, যেহেতুক তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁহার মহিমার ও শক্তির ও জ্ঞানের সীমা নাই। তিনি আমাদের মনের অবস্থা জানেন, এবং আমাদের কি২ আবশ্যক আছে তাহাও জানেন, এবং আমাদের উপকার করিলে সম্পূর্ণরূপে করিতে পারেন।

যিনি এমত মহান তিনি আমাদের বন্ধু হইয়া আমাদের পারমার্থিক মঙ্গলের চেষ্টা করেন, এ আমাদের কেমন সৌভাগ্য। তিনি আমাদের নিকটবর্ত্তী, কেবল তাহা নহে, আমাদের মনেতে অধিষ্ঠানও করেন, তাহাতে অযোগ্য ও দুর্ব্বল ও পাপিষ্ঠ যে আমরা আমাদের মন ও শরীর তাঁহার মন্দিরস্বরূপ হয়। সর্ব্বজ্ঞ

ও সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তি যে বন্ধু, এমন বন্ধু ব্যতিরেকে আর কাহার উপকার ও বন্ধুতা বহুমূল্য হইতে পারে?

তিনি আমাদের যে উপকার করেন, তাহা বিশেষ প্রকার। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন এবং প্রতিপালনকর্ত্তাও নহেন, এবং শারীরিক ও সাংসারিক বিষয়ে আমাদের উপকারও করেন না। আর তিনি আমাদের ত্রাণকর্ত্তাও নহেন এবং মহাযাজকও নহেন। তিনি আমাদের নিমিত্তে প্রাণ দেন নাই এবং প্রায়শ্চিত্তও করেন নাই, এবং তিনি যে এখন স্বর্গেতে আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতেছেন, তাহাও নহে। তবে তিনি আমাদের যে উপকার করেন সে কি প্রকার? না, তিনি আমাদের মনেরই উপকার করেন, আমাদের মনকে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করেন, আমাদের মনেতে সুপ্রবৃত্তি জন্মান, আমাদের মনকে পারমার্থিক বলেতে বলবান করেন, এবং আমাদের মনকে পারমার্থিক আনন্দেতে প্রফুল্ল করেন। যেমন আলো কেবল চক্ষুদ্বারা গ্রাহ্য হইতে পারে, তদ্রূপ পবিত্র আত্মার ফল কেবল মনদ্বারা লব্ধ হয়।

যেং কর্ম্মে পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন, তাহার মধ্যে আমরা চারি কর্ম্মের কথা সংক্ষেপে কহিব।

(১) ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাওন কর্ম্মে পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন। মনুষ্যমাত্র স্বভাবতঃ পাপকে ভাল বাসে এবং ঈশ্বরকে মন্দ বাসে। কিন্তু পবিত্র আত্মা যখন কোন পাপি লোকদের মনে পাপ বিষয়ে প্রবোধ জন্মান, তখন সেই ব্যক্তি বুঝে, আমি পাপী, এবং ঈশ্বরের যত আজ্ঞা সেই সকলকে লঙ্ঘন করিয়াছি, আমার স্বভাব ও আচরণ অতি ঘৃণার্হ, আমি অবশ্য ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র, এবং তিনি যদি আমার ক্রিয়ানুসারে আমাকে প্রতিফল দেন, তবে আমাকে নরকে যাইতে হইবে। আর যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার শিক্ষাদ্বারা এই রূপে পাপের বিষয়ে চেতনা পায়, সেই ব্যক্তি অতি নম্রতাপূর্ব্বক পাপ ক্ষমার চেষ্টা করিবে, এবং সুসমাচারের কথাতে মনোযোগ করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিবে, অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পাপি লোকদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে আপনি বলিরূপে

হত হইয়াছেন, অতএব পাপী যে আমি আমার পরিত্রাণ করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন এবং পারকও আছেন, ইহা মনেং কহিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শরণ লইবে, এবং আপন সকল পাপ স্বীকার পূর্ব্বক আপনার ভার প্রভু যীশুতে অর্পণ করিয়া তাঁহার আশ্রয় লইবেন। পরে পবিত্র আত্মাকর্ত্তৃক শিক্ষিত সেই মনুষ্য পাপকে ঘৃণা করিয়া শয়তানের সেবা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে প্রেম করিতে ও তাঁহার আজ্ঞা সকল ভাল বাসিতে আরম্ভ করে। এইরূপে পবিত্র আত্মার সাহায্যেতে মনুষ্যের পুনর্জন্ম অর্থাৎ স্বভাবান্তর হয়।

(২) ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন কর্ম্মে পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন। যে মনুষ্য পুনর্জাত হইয়াছে, সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করণে একেবারে বড় নিপুণ হয় না। মনুষ্য যে কর্ম্ম ব্যবহারদ্বারা শিখে নাই, সেই কর্ম্ম হঠাৎ করিতে চাহিলেও করিতে পারে না, যেমন আট কি দশ মাসের শিশু যদ্যপি হঠাৎ চলিতে ইচ্ছা করে, তথাপি পারে না, তদ্রূপ পুনর্জাত মনুষ্য ঈশ্বরের আজ্ঞাপথে গমন করিতে চাহিলেও একেবারে পারে না, কেবল ক্রমে২ ব্যবহারদ্বারা শিখিলে তাহা করিতে পারে। তদ্ভিন্ন সে একেবারে সকল পাপ ত্যাগ করিতে পারে না, বরং জন্মকালাবধি পাপের প্রতি তাহার যে অনুরাগ ছিল, তাহা অনেক কাল পর্য্যন্ত থাকে, এবং তৎপ্রযুক্ত সে না চাহিলেও বার২ পাপকর্ম্ম করে। কিন্তু পবিত্র আত্মার সাহায্যেতে মনুষ্য ক্রমে২ পাপহইতে স্বতন্ত্র হয়। পবিত্র আত্মা তাহাকে ঈশ্বরের আজ্ঞা বুঝাইয়া দেন, এবং সেই আজ্ঞা পালন করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মান, এবং পাপ করিলে তাহাকে ভয় দেখান, ও ভাল কর্ম্ম করিলে তাহাকে আনন্দিত করেন, এবং তাহাকে সাবধান হইতে শিক্ষা দেন, এবং উপযুক্ত সাহস ও শক্তি প্রদান করেন। তাহাতে যাহার স্বভাব পূর্ব্বে কেবল মন্দ ছিল, এমত লোক উত্তরোত্তর ধার্ম্মিক ও পবিত্র হইয়া উঠে।

(৩) ঈশ্বরেতে বিশ্বাস ও আনন্দ করণ কর্ম্মে পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন। মনুষ্য নিজে অবিশ্বাসী হইয়া ঈশ্বরকে কঠিন জ্ঞান করে, এবং পাপ ও মৃত্যু ও বিচারদিন ও নরক মনে

পড়িলে, কিম্বা ঝড় ও বজ্রাদি ঘটিলে তাঁহাহইতে ভীত হয়। আর পাপি লোকদের পক্ষে ঈশ্বর ভয়ানক আছেন ইহা সত্য বটে, এবং ইহার অতি স্পষ্ট প্রমাণ আমাদের ত্রাণকর্ত্তার ক্লেশ ও মৃত্যু-ভোগ। যে ঈশ্বর আমাদের পাপ প্রযুক্ত আপন অদ্বিতীয় পুত্রের প্রতি এমন ভারি দণ্ড ঘটাইলেন, সেই ঈশ্বরহইতে পাপিকে অবশ্য ভয় করিতে হয়, ইহা প্রত্যেক পুনর্জাত মানুষ উত্তমরূপে জানে। কিন্তু পবিত্র আত্মা তাহাকে সেই ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিয়া আনন্দিত হইতে শিক্ষা দেন, তাহাতে ঈশ্বর আমার প্রতি আর ক্রোধ করেন না, তিনি ত্রাণকর্ত্তার গুণে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পিতার ন্যায় আমার প্রতি স্নেহ করিতেছেন; এবং আমাকে আর শত্রু জ্ঞান না করিয়া পুত্র কিম্বা কন্যার ন্যায় জ্ঞান করাতে আমার মঙ্গলের চেষ্টা করিতেছেন; ইহ-কালে আমার প্রতি যে কিছু ঘটে, সেই সকলদ্বারা আমার পরম মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে; আমার প্রতি যে দুঃখ ও ক্লেশ ঘটে, তাহা কোন তিক্ত ঔষধের তুল্য বটে, কিন্তু সেই ঔষধদ্বারা আমার স্বাস্থ্য হইতেছে; আমার মৃত্যু হইলে আমি স্বর্গেতে যাইব, তথায় সর্ব্বতোভাবে পবিত্র হইয়া নিত্য হর্ষে প্রফুল্ল হইব, ইত্যাদি বিবেচনা করিতে২ বিশ্বাসি লোকের মন সুস্থির হয় এবং শান্তিতে ও আনন্দেতে প্রফুল্ল হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন পবিত্র আত্মার নিকটে শিক্ষা পাইয়া সে ধর্ম্মপুস্তকে যত প্রতিজ্ঞার কথা লিখিত আছে, সেই সকল বুঝিতে পায়, এবং নিত্য নিকট-বর্ত্তি পিতার কাছে আপন মনের কথা সকল ভাঙ্গিয়া বলিতে শিখে, এবং যীশু যেমন প্রথমাবধি আমার প্রতি দয়া করিয়া আসিতেছেন, তেমনি সদাকাল পর্য্যন্ত দয়া করিবেন, ইহারও দৃঢ় প্রমাণ পায়। তাহাতে মন প্রফুল্ল হইলে ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়ের প্রতি প্রেম প্রকাশ করা এবং মৃদুশীল ও শান্ত হওয়া আরও অনায়াসে হয়।

(৪) পরের পরমহিতের চেষ্টা করণ কর্ম্মে পবিত্র আত্মা আমা-দের সাহায্য করেন। মনুষ্য স্বয়ং পরের পরিত্রাণার্থে কিছু চেষ্টা করে না, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যদি মনুষ্যজাতির পরিত্রাণার্থে স্বর্গকে ত্যাগ করিয়া পাপেতে পরিপূর্ণ এই পৃথিবীতে বাস করিতে

এবং আপন প্রাণ পর্য্যন্ত সকলই দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তবে পরের পরিত্রাণার্থে চেষ্টা ও শ্রম ও অর্থব্যয় করা অবশ্য আমারও কর্ত্তব্য, এমন বিবেচনা পবিত্র আত্মা বিশ্বাসি লোকের মনেতে জন্মান। আর তিনি ঐ প্রকার কর্ম্মেতে তাঁহাকে যত্নবান করিয়া উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিও প্রদান করেন। তাহাতে সকলে উপদেশক হইয়া উঠে এমন নহে, কিন্তু কেহ কথোপকথনদ্বারা, কেহ বা রোগি লোকের তত্ত্বাবধারণদ্বারা, কেহ বা সান্ত্বনা করণদ্বারা, কেহ বা অন্যের সহিত প্রার্থনা করণদ্বারা, কেহ বা সুপরামর্শাদিদ্বারা, এই২ প্রকার কোন উপায়দ্বারা সকলে পরের পরমহিত করণে নিপুণ হয়। আর এই রূপ কোন২ মতে তাবৎ বিশ্বাসি লোক ঈশ্বরের সহকারী হইতে পারে, এমন কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে। তাহাতে যাহার যে প্রকার নিপুণতা হউক তাহার সেই নিপুণতাকে পবিত্র আত্মার দত্ত বলিতে হয়। এবং ঐ নানা প্রকারে পরের হিতার্থে চেষ্টা করিলে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাও পবিত্র আত্মাহইতে জন্মে, যেহেতুক বৃষ্টি না হইলে যেমন কৃষাণের শ্রম নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ পবিত্র আত্মার সাহায্য বিনা ঐ সকল চেষ্টাও নিষ্ফল হইবে, কিন্তু তিনি সাহায্য করিলে অতি ক্ষুদ্র বীজহইতে অতি উত্তম ফল উৎপন্ন হয়।

উক্ত চারি কর্ম্ম বিনা পবিত্র আত্মা অন্য২ নানা বিষয়ে আমাদের সাহায্য করেন। বিশেষতঃ ধর্ম্ম প্রযুক্ত তাড়না উপস্থিত হইলে তিনি শত্রুদিগকে উত্তর দেওনার্থে আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন, এবং দুঃখের ও শোকের সময়ে আমাদিগকে সান্ত্বনা দেন, এবং প্রার্থনা করণ কর্ম্মেতে আমাদের সাহায্য করেন, যেমন লিখিত আছে, যথা, "আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতার প্রতিকার করেন, "ফলতঃ কিসের জন্যে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা উপযুক্ত "রূপে জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অস্পষ্ট আর্ত্তস্বরদ্বারা আমা- "দের নিমিত্তে সাধনা করেন।"

৩। এই স্থলে আমরা তৃতীয় ভাগেতে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহিত পবিত্র আত্মার যে সম্পর্ক আছে, তদ্বিষয়ে কএকটি কথা কহিব, অর্থাৎ যে২ কথাদ্বারা আমাদের পারমার্থিক লাভ হয়, এমন কথা কহিব, নতুবা নিগূঢ় বিষয়ের অনর্থক চর্চ্চা করা আমাদের অনুচিত।

পবিত্র আত্মা কেবল খ্রীষ্টের অনুরোধে মনুষ্যদের অন্তরে অধিষ্ঠান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, এই প্রথম কথা। জলপ্লাবনের পূর্ব্বে বোধ হয় পবিত্র আত্মা মনুষ্যজাতির প্রতি অধিক দয়া করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালের মনুষ্য সকল দুষ্ট হইয়া তাঁহার অসন্তোষ জন্মাইলে তিনি পৃথিবীকে ত্যাগ করিলেন, যেমন লিপি আছে, "পরমেশ্বর কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যের সহবাসে "সর্ব্বদা থাকিবেন না।" তৎকালাবধি তিনি দেবপূজক লোকদিগকে ছাড়িয়া দিয়া কেবল ইব্রাহীমের বংশজাত ইস্রায়েলীয় লোকদের মধ্যে কোন২ ব্যক্তিকে পরিত্রাণের পথ দেখাইলেন, এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে আশ্চর্য্য জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহাদের মনে বাস করিলেন, নতুবা পুরাতন নিয়মের সময়ে তিনি মনুষ্যজাতিকে প্রায় ত্যাগ করিলেন, এই জন্যে পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধীয় ধৰ্ম্মগ্রন্থ সকলেতে পবিত্র আত্মার বিষয়ে অনেক কথা লিখিত হয় নাই। এবং তিনি যে তৎকালেও মনুষ্যজাতিকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন নাই, তাহাও ত্রাণকর্ত্তার অনুরোধে হইয়াছিল, কারণ তৎকালে ভাবি ত্রাণকর্ত্তা বিষয়ক জ্ঞান রক্ষা করিতে ও তাঁহার গুণে কতক লোককে পরিত্রাণের পাত্র করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুদ্বারা যাবৎ মনুষ্যজাতির পাপের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত হইল না, তাবৎ পবিত্র আত্মা মনুষ্যজাতিতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। এবং যে পর্য্যন্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বর্গে গমন না করিলেন, তাবৎ পবিত্র আত্মা দত্ত হইলেন না, পরে ত্রাণকর্ত্তা স্বর্গেতে গেলে পবিত্র আত্মা তাঁহার অনুরোধে মনুষ্যজাতির প্রতি অনুগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন, এবং উপযুক্ত দিনে প্রেরিত প্রভৃতি তৎকালীয় বিশ্বাসি লোকদের মনেতে বাস করিতে লাগিলেন। তাহাতে যীশু যে সত্য ত্রাণকর্ত্তা বটেন, ইহা প্রত্যক্ষ হইল, এবং "ঈশ্বর কহিতেছেন, "শেষযুগের সময়ে আমি সমুদয় প্রাণির উপরে আপন আত্মার "বর্ষণ করিব, তাহাতে তোমাদের পুত্র কন্যাগণ ভবিষ্যদ্বাক্য "বলিতে পারিবে, এবং তোমাদের যুবকেরা প্রত্যাদেশ পাইবে, "ও প্রাচীনেরা স্বপ্ন দর্শন করিবে; তৎকালে আমি আপনার দাস "দাসীগণেতেও আপন আত্মার বর্ষণ করিব, তাহাতে তাহারা

"ভবিষ্যদ্বাক্য কহিবে," এই যে প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর অতি পূর্ব্বকালে করিয়াছিলেন, তাহা তৎকালাবধি সিদ্ধ হইতেছে। যেহেতুক যদ্যপি পবিত্র আত্মা এখন ভাবি ঘটনার কথা আর কাহাকেও জানান না, তথাপি তিনি এখনও স্ত্রী ও পুরুষ ও যুব ও বৃদ্ধ ও দাস ও দাসী প্রভৃতি সকল জাতীয় সকল প্রকার লোককে জ্ঞান প্রদান করিয়া পারমার্থিক কথা কহিতে এবং উত্তম প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দেন, তাহাতে তাহারা যে ঈশ্বরের শিক্ষিত লোক ইহা প্রকাশ পায়।

আর পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের স্থানে গুরুত্বপদ পাইয়া আপনাকে কেবল খ্রীষ্টের প্রতিনিধি অর্থাৎ বদলীরূপে দেখান। "তিনি "আমার মহিমা প্রকাশ করাইবেন," এই যে কথা প্রভু কহিয়াছিলেন, তদনুসারে পবিত্র আত্মা যে কোন লোকের মনে বসতি করেন, সেই লোককে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অতুল্য দয়া ও মহিমা বুঝাইয়া দেন; তাহাতে সেই ব্যক্তি প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে অতি বহুমূল্য এবং সকলের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, বিশেষতঃ কেবল প্রভুর ক্রুশীয় মৃত্যুদ্বারা আমি পাপক্ষমা ও পরিত্রাণ পাইলাম, এই যে সারকথা তাহাই সর্ব্বদা মনে রাখে।

আর পবিত্র আত্মা যিনি, তাঁহাকে খ্রীষ্টের আত্মাও বলা যায়, এবং তিনি যাহার মনেতে বাস করেন, তাহার স্বভাবকে খ্রীষ্টের স্বভাবের তুল্য করেন, তাহাতে সে ক্রমে২ খ্রীষ্টের ন্যায় ধার্ম্মিক ও প্রেমশীল ও নম্র ও মৃদুশীল হইয়া উঠে, এবং সেই ব্যক্তি যে খ্রীষ্টের পশ্চাদ্‌গামী, ইহা সকল লোক দেখিতে পায়।

এবং পবিত্র আত্মা মনুষ্যকে কোন নূতন কথা না শিখাইয়া যে২ কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, কেবল সেই কথা বুঝাইয়া দেন। "তিনি আমার বিষয়ের কথা লইয়া তোমাদিগকে বুঝাই- "বেন, এবং আমার উক্ত সমস্ত কথা তোমাদিগকে স্মরণ করাই- "বেন," প্রভুর এই প্রতিজ্ঞানুসারে পবিত্র আত্মা পূর্ব্বে প্রেরিতদিগকে প্রভুর উক্ত কথা বুঝাইয়াছিলেন, এবং সেই কথা সকল তাহাদের স্মরণে উপস্থিত করিয়া ধর্ম্মপুস্তকে লিখিয়া দিতে তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন, এবং এখনও ধর্ম্মপুস্তকে

লিখিত কথা সকল যাহাতে আমাদের বোধগম্য হয় ও আমাদের স্মরণে থাকে ও উপযুক্ত সময়ে মনে পড়ে, এমন চেষ্টা সর্ব্বদা করিতেছেন। বিশেষতঃ তিনি ধর্ম্মপুস্তকের বিপরীত কোন প্রকার কথা কখনো কাহাকে শিখান না, যেহেতুক তিনি চঞ্চল নহেন, এই জন্যে তাঁহার নিজের আদেশানুসারে লিখিত ধর্ম্মপুস্তকের বিপক্ষ হইতে পারেন না।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনি যদি অদ্য পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে বাস করিয়া থাকিতে স্বীকৃত হইতেন, তবে তাঁহারও ক্লেশ হইত এবং আমাদেরও এত লাভ হইত না, কারণ তিনি এখন পর্য্যন্ত মনুষ্যের বেশ ধারণ করিলে মনুষ্যদেহ প্রযুক্ত এক সময়ে কেবল এক স্থানের লোকদিগের নিকটে বিদ্যমান হইতে পারিতেন, তাহাতে এক দেশে থাকিলে কেবল সেই দেশনিবাসিরা তাঁহার শিক্ষা পাইতে পারিত, এবং নানাদেশ ভ্রমণ করিলে বিশ্বাসি লোকেরা বার২ তাঁহার বিচ্ছেদে দুঃখিত ও অস্থির হইত। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রতিনিধি যে পবিত্র আত্মা তাঁহার স্থানে আমাদের সাহায্য করেন, তিনি মনুষ্য হন নাই, ঈশ্বরই আছেন, এই জন্যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উপস্থিত হইয়া এক সময়ে নানাদেশীয় লোকদের মনেতে অধিষ্ঠান করিতে পারেন। অতএব প্রভু যীশু স্বর্গে গমন পূর্ব্বক পবিত্র আত্মাকে আমাদের সহায় হওনার্থে পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহা আমাদের হিতজনক বটে।

এই ক্ষণে আইস আমরা সকলে আপন২ মনের পরীক্ষা লইয়া এই জিজ্ঞাসা করি, আমি পবিত্র আত্মাকে পাইয়াছি কি না? পাইলে তাঁহার গুণের ফল অবশ্য দেখা যায়, তবে সেই ফল আমার মনেতে ধরিয়াছে কি না? হে প্রিয় বন্ধুরা, এ অতি ভারি জিজ্ঞাসা, যেহেতুক পবিত্র আত্মা যাহার না হন, সে খ্রীষ্টের কেহ নহে। পবিত্র আত্মার দান ঈশ্বরের মুদ্রাস্বরূপ; যে কেহ সেই মুদ্রাতে মুদ্রাঙ্কিত না হয়, তাহাকে ঈশ্বর আপনার লোক জ্ঞান করেন না। এই নিমিত্তে নিবেদন করি তোমরা এ বিষয়ে আপনাদের পরীক্ষা লও।

যদি তোমরা অদ্য পর্য্যন্ত পবিত্র আত্মাকে প্রাপ্ত হও নাই, তবে অবিলম্বে প্রার্থনাদ্বারা ঈশ্বরের নিকটে সেই উত্তম দান

যাক্র্যা কর। লিপি আছে, "তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপন২ "বালকদিগকে উত্তম দ্রব্য দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ "পিতা আপন যাচকদিগকে কি পবিত্র আত্মা দিবেন না?"

আর যদি তোমরা পবিত্র আত্মাকে পাইয়াছ, তবে এই শাস্ত্রীয় বচনেতে মনোনিবেশ করিও, যথা, "ঈশ্বরের যে পবিত্র "আত্মাদ্বারা তোমরা মুক্তির দিন পর্য্যন্ত চিহ্নিত হইয়াছ, তাঁ-"হার অসন্তোষ জন্মাইও না।"

১৮৪৬ শালের ধর্ম্মবিষয়ক সম্বাদ।

১৮৪৫ শালের শেষে মঙ্গলোপাখ্যান পত্রের স্থগিত হওন প্রযুক্ত গত বৎসরে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল বিষয় হইয়াছে তাহার সম্বাদ আমরা সংক্ষেপরূপে পাঠক মহাশয়দের জ্ঞাপনার্থে লিখি।

১৮৪৬ শাল জানুয়ারি।

এই মাসে কটকহইতে অতি আনন্দজনক সম্বাদ আসিয়াছিল, অর্থাৎ ১৮৪৫ শালের নবেম্বর মাসে সেই স্থানে তিন জন ভ্রাতা ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্যেতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম শিব সাহ ও শিব পাত্র ও দামোদর। নবেম্বর মাসের ১২ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে পাদ্রি স্তবিন্স সাহেব ধর্ম্ম প্রচার করণ বিষয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আজ্ঞা ধরিয়া উপদেশ দিলেন, পরে পাদ্রি বক্লি সাহেব উক্ত তিন ভ্রাতাকে রীতিমতে প্রশ্ন করিলে তাঁহারা অতি উপযুক্ত উত্তর দিলেন, পরে ভ্রাতায়া তাঁহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিলে পাদ্রি লেসি সাহেব প্রার্থনা করিলেন। সন্ধ্যাকালে পাদ্রি সটন সাহেব উক্ত তিন ভ্রাতাকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিলেন। এইক্ষণে কটকে হস্তার্পণদ্বারা প্রভুর কার্য্যেতে নিযুক্ত আট জন ধর্ম্মপ্রচারক আছেন।

১৮ ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখে কৃষ্ণনগরে সোলো গ্রাম নিবাসি পাদ্রি আলেক্জাণ্ডর সাহেব লোকান্তরগত হন।

চর্চ মিশনেরি সোসাইটির বার্ষিক সভা ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখে কলিকাতায় হইয়াছিল। ঐ সোসাইটির সম্পর্কীয় মণ্ডলী এই২ স্থানে আছে, অর্থাৎ কলিকাতা, আগড়পাড়া, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, বারাণসী, জনপুর, গোরক্ষপুর ও আগ্রা। আরো প্রকাশ হইল যে কলিকাতার মির্জ্জাপুরে ১২২ জন খ্রীষ্টীয়ান আছে, কলিকাতার দক্ষিণদিগের গ্রামে ১৯২ জন, আগড়পাড়ায় ৭০ জন, বর্দ্ধমানে ৪৫ জন, কৃষ্ণনগরে ৭৮৬ জন, গোরক্ষপুরে ৯৬ জন, সর্ব্বশুদ্ধ ১৩১১ জন খ্রীষ্টীয়ান আছে।

১৮৪৬ শালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গভাষায় একটা খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকা প্রকাশ হইয়াছিল। তাহার মূল্য ৮/ আনা মাত্র।

১৮৪৫ শালের সেপ্‌টেম্বর মাসে চিন দেশস্থ শাংহাই নামক স্থানে পাদ্রি ফেরব্রাথর সাহেবের মেম পরলোকগতা হন। সেই মাসে বর্ম্মা দেশের পাদ্রি জডসন সাহেবের মেম আমেরিকা দেশে যাইবার সময়ে পরলোক প্রাপ্তা হন।

১৮৪৬ শালের জানুয়ারি মাসে বাপ্তিষ্ট মিশনরি সোসাইটির সম্পর্কে কিছু দুঃখজনক সম্বাদ আইল। অর্থাৎ ঐ সোসাইটির সম্পর্কীয় কার্য্যের অতি বাহুল্যতা প্রযুক্ত ও তদুপযুক্ত মুদ্রার অকুলানপ্রযুক্ত ঐ সোসাইটির ৬০০০০ টাকার ঋণ হইয়াছে। তৎপ্রযুক্ত সোসাইটির কার্য্য চালানকারি সাহেবেরা এই দেশস্থ মণ্ডলীহইতে উপকার প্রার্থনা করিয়াছেন। আর তাঁহারা এমত পরামর্শ দিয়াছেন যে এই দেশস্থ সকল মণ্ডলী স্বাধীন হয়। এই বিষয়ে তাহাদের উপযুক্ত উদ্যোগ করা উচিত বটে।

১৮৪৬ শাল ফিব্রুয়ারি।

এই মাসে ইংলণ্ডহইতে অতি দুঃখজনক সম্বাদ আসিয়াছে। জামেকা উপদ্বীপে অতি সম্ভ্রান্ত পাদ্রি নিব সাহেব পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ধর্ম্মবিষয়ে অত্যন্ত সাহসিক ছিলেন এবং দুঃখগ্রস্ত লোকদের পরমোপকারী ছিলেন। তাঁহার উদ্যোগের সাহায্যেতে জামেকা উপদ্বীপে দাসত্বাবস্থার বিরুদ্ধ আইন প্রচলিত হইল, ও সাত লক্ষ দাস মুক্তি পাইলেন। সুতরাং তাঁহার মরণেতে ঐ উপদ্বীপের সমস্ত লোক শোকার্ণবে মগ্ন হইল।

মান্দ্রাজহইতে অতি দুঃখজনক সম্বাদ পাওয়া গেল। তদ্বিশেষ এই, মান্দ্রাজে চতুর্বেদসঙ্গ নামক এক সভা স্থাপন হইয়াছিল। সেই সভার অভিপ্রায় এই যে সাধ্য পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা করা যায়। ঐ সভা স্থাপনের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে নালূর নামক স্থানে ৩০০০ তিন হাজার জন দেবপূজক উঠিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বি কুড়ি গ্রামের লোকের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহাদের ঘর ভগ্ন করিয়া ফেলিল, ও তাহাদের সম্পত্তি লূটপাঠ করিল, এবং লোকদিগকে অত্যন্ত প্রহার করিয়া কতক জনকে ক্ষতবিক্ষত করিল ও কতক স্ত্রীকে বলাৎকার করিল। পরে দুই ক্রোশ অন্তরিত স্থানহইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া তাহাদিগকে দমন করিলেন।

১৮৪৬ শাল মার্চ।

এই মাসে আহমেদনগরহইতে ১৮৪৫ শালের বিষয়ে এই সম্বাদ পাওয়া গেল। ঐ স্থানে ও তাহার নিকটে সিরুর স্থানে ২৪ জন মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হইয়াছে, ও দুই জন মরিয়াছে। তথাকার মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৩ জন আছে।

(পাপি লোকের আর্ত্তস্বর)

ত্রাহি প্রভো ভবশঙ্কটে প্রাণ যায়।
কৃতান্ত করাল এসে গ্রাসিতে আমায়॥

কাঁপিছে থর থর, ভয়েতে কলেবর, ও হে যীশো ঈশ্বর,
ধ্বংস কর কালাশয়॥

তুমি যে অখিলের পতি, তোমা বিনা নাহি গতি, সেই হেতু করি স্তুতি,
ওহে প্রেমময়॥

তুমি হে নরের কারণ, ছাড়িয়া স্বর্গভুবন, ত্যজিলে আপন প্রাণ,
হইয়া মহোদয়॥

(ঈশ্বরের ভজনা)

সভয়ে সাধন কর তাঁরে।
যে প্রভু নিস্তারে তোমারে॥

যিনি সর্ব্বের কারণ, কৃপাময় পতিত পাবন, শুন তাঁহার বচন,
সময় থাকিতে রে॥

সেই বুদ্ধ অবতার, করিতে পাপি উদ্ধার, নরের কলুষ ভার,
লইলেন নিজ শরীরে॥

পিতা পুত্র সদাত্মাতে, ত্রিস্বরূপ একত্রেতে, বিশ্বাস কর ঝটিতে,
নিস্তার পাবে নরক ঘোরে॥

(ত্রাণারুণোদয়)

রজনী প্রভাত হৈল যীশু খ্রীষ্ট আগমনে।
চল২ বলে রাখাল হেরিব তাঁহারে নয়নে।

আদম্ হাওয়া পাপ করিল, তিমিরে জগত ব্যাপিল,
নরের মন ব্যাকুল হইল, ঈশ্বরের বিধি উল্লঙ্ঘনে॥

ত্রাণহীন মানবে হেরে, অঙ্গীকার করেন তারে,
তারক দিব তোমারে, উদ্ধার পাবে তাঁর মরণে॥

ঈশ্বরবাক্য অনুসারে, জন্মিলেন নারীর উদরে,
ত্রাণবারি লইয়া করে, উদ্ধার পাবে তাঁর মরণে॥

দীন হীনে বলে ভাই, চল খ্রীষ্টের কাছে যাই,
ত্রাণবারি ভিক্ষা চাই, পান করিলে বাঁচিব প্রাণে॥

[শ্রীবিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী।

১। এক জুব ব্যক্তির মনঃপরিবর্ত্তন।—জেনেরেল্ আসেম্ব্লীর বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রী তারিণীচরণ মিত্র যিনি "অধিকাংশ যিহূদীয়দের যীশুকে ত্রাণকর্ত্তারূপে অস্বীকার করণের কারণপ্রকাশক". এক অত্যুত্তম বাক্যপ্রসঙ্গ রচনা করাতে গত পরীক্ষাকালে এক রৌপ্যময় মেডাল পারিতোষিক পান তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দৃঢ়মন করাতে কএক দিন হইল পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে গৃহীত হইবার মানসে এক্ষণে উক্ত বিদ্যামন্দিরে বাস করিতেছেন। তাঁহার আত্মীয় লোকেরা তাঁহাকে পরাবৃত্ত করিতে বিস্তর চেষ্টা পাইলেও এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহাতে বোধ হয় যে ঐ ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যতার দৃঢ় প্রমাণ পাইয়াছেন, এবং মনের শান্তি ও বহু আয়াসে পরীক্ষিত মনের আনন্দ রক্ষার্থে সর্ব্ব প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। আমরা বোধ করি গত বৎসর ব্যাপিয়া ঐ বিদ্যালয়ে পাদ্রি মহাশয়দের পরিশ্রম করণের প্রথম ফলস্বরূপ হইলেন এই তারিণীচরণ মিত্র। (ষ্ট্যাণ্ডর্ডোদ্ধৃত।)

২। বিশ্রাম দিন বিষয়ক সম্বাদ।—ইহার পরে রবিবার দিনে কম্পানি বাহাদুরের নিমিত্তে অতি আবশ্যক কর্ম্ম বিনা আর কোন কর্ম্ম করা যাইবে না, এমন আজ্ঞা লার্ড হার্ডিং সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, এবং যে কর্ম্ম অতি আবশ্যক বোধ হয় তাহাও বিশেষ অনুমতি না পাইলে করা যাইবে না। এই উত্তম আজ্ঞা অতি আনন্দের বিষয়।

৩। নেষ্টোরিয়ান লোকদের ক্লেশভোগ।—তূরুক এবং পারস এই দুই রাজ্য যে স্থানে মিলে, সেই সীমাস্থিত দেশে নেস্তোরিয়ান নামক এক জাতি আছে, তাহারা সকলে নামধারিক খ্রীষ্টীয়ান, কিন্তু অতি অজ্ঞান. তথাপি তাহারা রোমান কাথলিক ও গ্রীক মতাবলম্বিদের ন্যায় না হইয়া ধর্ম্মপুস্তক মান্য জ্ঞান করে। তাহারা সুরিয়াক ভাষা ব্যবহার করে, এবং গত ষোলো বৎসর পর্য্যন্ত আমেরিকা দেশীয় কএক মিশনরি সাহেবেরা তাহাদের মধ্যে বসতি করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মজ্ঞান দিতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং ঐ লোকদের মধ্যে কেহ২ সত্যরূপে খ্রীষ্টের আশ্রিত হইয়াছে। সেই নেষ্টোরিয়ান লোকদের যে দল তূরুক রাজ্যের অধীন এক পর্ব্বতময় প্রদেশে বাস করে, তাহার প্রতি তথাকার তূরুকজাতীয় দেশাধ্যক্ষ হঠাৎ রাগী হওয়াতে এক মসজীদে গিয়া শপথ পূর্ব্বক এই মানত করিল, আমার অধীন যত খ্রীষ্টীয়ান লোক আছে, সেই সকলকে আমি নষ্ট করিব, এক জনকেও বাঁচিতে দিব না। ইহা বলিয়া সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া একেবারে তাহাদের ৩৭ গ্রাম দগ্ধ করিল, এবং তন্নিবাসি সকল লোককে দুরন্তরূপে বধ করিল, অর্থাৎ শীঘ্র মারিয়া ফেলিল তাহা নহে, কিন্তু যাহাতে তিন চারি দিন পর্য্যন্ত অতিশয় যাতনা ভোগ করিতে২ শেষে প্রাণত্যাগ হয়, এমত নানা প্রকার অপরিমিত ক্রূরতার উপায়দ্বারা প্রায় ৩০০০ লোককে নষ্ট করিল।

৪। নূতন পুস্তকের কথা।—এই বৎসরের জন্যেও খ্রীষ্টীয়ান পঞ্জিকা ছাপান হইয়াছে, তাহার মূল্য এই বার ৪ চারি আনামাত্র। আর ধর্ম্মপুস্তকের পাঠোপকারক নামে এক উত্তম পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। এই দুই পুস্তক ট্রেক্ট সোসাইটিদ্বারা বিক্রীত হয়। আর শ্রীরামপুরে বঙ্গভাষার একটি সংক্ষেপ ব্যাকরণ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মূল্যও অল্প, এবং তদ্দ্বারা এ দেশীয় লোকদের আপন ভাষার নিয়ম শিখনে অনেক উপকার হইতে পারে।

উপদেশক।

মার্চ ১৮৪৭ (৩) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

২। ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে লিখিত ইতিহাস সকল সত্য, ইহার প্রমাণ।

যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ প্রেরিতদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল, তাহাই এখনও আমাদের হস্তে আছে, অর্থাৎ কালদোষে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি কোন অন্যথা হয় নাই, ইহার প্রমাণ বিশেষরূপে দর্শাইবার প্রায় প্রয়োজন নাই। যেহেতুক অতি পুরাতন অনুলিপি এখনও উপস্থিত আছে, এবং গ্রন্থরচকদের মৃত্যুর যাইট কি সত্তর বৎসর পরে যে তর্জ্জমা সুরিয়াক ভাষাতে করা গিয়াছিল, তাহাও আছে, এবং অন্য ২ দুই তিন তর্জ্জমার অর্থাৎ ইতালা নামে তর্জ্জমার এবং গোথিক তর্জ্জমার কতক অংশ আছে, তদ্ভিন্ন অতি পূর্ব্বকালীয় ধর্ম্মোপদেশকদের নানা পুস্তকে অনেক শাস্ত্রীয় বচন আছে, এবং ওরিজেন অবধি অনেক লোক ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের যে২ টীকা লিখিয়াছে, তাহাও আছে। এই সকল উপায় হওয়াতে, ঐ ধর্ম্মগ্রন্থের যে অন্যথা হয় নাই, ইহা নিশ্চয় জানা যায়, এবং অশুদ্ধ লেখা প্রযুক্ত যে২ ক্ষুদ্র ভুল হইয়াছে, তাহারও সংশোধন হইতে পারে। অতএব ঐ গ্রন্থ সকল উত্তমরূপে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, ইহার কোন সন্দেহ না থাকাতে আমরা এখন বিবেচনা করিব, তাহার মধ্যে যে২ ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা সত্য কি না? এই জিজ্ঞাসার উত্তর কিছু বিস্তারিতরূপে লিখিবার আবশ্যক আছে।

প্রথম কথা। যে যাহা আপন চক্ষুতে দেখে, সে অবশ্য তাহা জানিতে পারে। মথি ও যোহন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জীবদ্দশাতে তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন, সুতরাং তৎকালে তাঁহার প্রতি যাহা২ ঘটিয়াছিল, ও তিনি যে২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা সমুদয়ই তাঁহারা দেখাতে জানিতে পারিলেন। লূক অনেক বৎসর পর্য্যন্ত পৌলের সঙ্গী ছিলেন, অতএব সেই সকল বৎসরে পৌলের কর্ম্ম ও যাত্রা ও ক্লেশভোগ প্রভৃতি সকলি দেখিয়া জানিতে পারিলেন।

দ্বিতীয় কথা। যে যাহা আপনি দেখে নাই, সে সেই ঘটনার সাক্ষিদের সহিত আলাপ করিলে তাহা জানিতে পারে। মার্ক প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কত কর্ম্ম আপনি চাক্ষুষ দেখিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। তাঁহার কোন২ কর্ম্ম অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন, কারণ যে সময়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট গেৎশিমানী নামক উদ্যানে ধরা পড়িলেন, সেই সময়ে মার্কও তথায় উপস্থিত হইয়া আপনি প্রায় ধরা পড়িলেন, কেবল আপন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করাতে রক্ষা পাইলেন। (মার্ক ১৪; ৫১,৫২)। সে যাহা হউক, অল্প বৎসর পরে মার্কের মাতার ঘর পিতরের আশ্রয় হইল (প্রের ২২; ১২), পরে মার্ক বর্ণবার ও পৌলের সঙ্গী হইলেন, (প্রে ১২; ২৪। ২৩; ১৩। ১৫; ৩৭। কল ৪; ১০।) এবং শেষে তিনি পিতরের এমন প্রিয় পাত্র হইলেন, যে পিতর তাঁহাকে আপন পুত্র করিয়া ডাকিলেন (১ পি ৫; ১৩)। তৎকালে মার্ক পিতরের সহিত বাবিল নগরেতে ছিলেন, এবং তৎকালাবধি পিতরের নিকটে থাকিয়া পিতরের আদেশানুসারে আপন রচিত সুসমাচার লিখিলেন, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। আর লূক অনেক বৎসর পর্য্যন্ত পৌলের সঙ্গী হওয়াতে তাঁহার সহিত যিরূশালমে গিয়া সম্পূর্ণ দুই বৎসর কারাবদ্ধ পৌলের নিকটে যিহূদা দেশস্থ কৈসরিয়া নগরে বাস করিলেন, তাহাতে যাকুব প্রভৃতি যে লোকেরা যীশু খ্রীষ্টকে স্ব২ চক্ষুতে দেখিয়াছিল এমন অনেক লোকের সঙ্গে ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার আলাপ অবশ্য হইল।

তৃতীয় কথা। কল্পিত ইতিহাসরচকেরা প্রায় পাঠকের কৌতুকার্থে লেখে, কিম্বা আপনাদের প্রশংসা ও লাভের চেষ্টা করে। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকের অন্তর্ভাগেতে যে সকল ইতিহাস লিখিত আছে, তাহা যে পাঠকের কৌতুক জন্মাইবার কিম্বা হৃষ্ট মনে কাল যাপন করাইবার জন্যে লিখিত হইয়াছে, ইহা কেহ বলিতে পারে না। কারণ যে লোক ঐ সকল ইতিহাস মনে গ্রাহ্য করে, সেই লোক আপনাকে অতি পাপিষ্ঠ জানিবে, এবং সংসার যে অসার ও পরিত্রাণ যে সারাৎসার, ইহা স্বীকার করিবে, এবং প্রভু যীশুর পশ্চাদগামী হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল পালন করিবে। এই সকল খেলার কিম্বা হাস্য পরিহাসাদির বিষয় নহে। এবং ঐ ধর্ম্মগ্রন্থের লেখকেরা আপনাদের প্রশংসার চেষ্টা করেন নাই, বরং আপনাদের বিষয়ে প্রায় কিছু কহেন নাই। মথি আপনার বিষয়ে যে কএকটি কথা লিখিয়াছেন তাহাতে আপনার প্রশংসা করা দূরে থাকুক, বরং তিনি যে প্রথমে এক জন করসঞ্চয়কারী অর্থাৎ এই দেশীয় চণ্ডালের ন্যায় সকলের ঘৃণাস্পদ ছিলেন, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। মার্ক ও লূক আপনাদের বিষয়ে প্রায় কিছুই কহেন নাই, সুতরাং প্রশংসার চেষ্টা করেন নাই। এবং যোহন যদ্যপি দুই এক স্থানে আপনার বিষয়ে কিছু কহিয়াছেন, তথাপি তিনি কোন সলজ্জা কন্যার ন্যায় আপনার গুণ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া পরের কথার ন্যায় আপনার কথা লিখিয়াছেন;

বিশেষতঃ তাঁহার বন্ধুরা যে অকারণে তাঁহাকে অমর জ্ঞান করিল, ইহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। (যোহন ২১; ২৩।) এবং পৌলও প্রথমে অতি দুরন্তরূপে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের তাড়না করিয়াছিলেন, ইহা আপনি অতি নম্রতাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছেন। আর ঐ সকল ইতিহাস প্রকাশ করণেতে প্রেরিতদের কি লাভ হইতে পারিল? লাভ হওয়া দূরে থাকুক, বরং অপমান ও ক্লেশ ও প্রাণনাশ, এই সকলের অপেক্ষাতে থাকিতে হইল।

চতুর্থ কথা। অপমান ও ক্লেশভোগ ও তাড়না স্বীকার না করিয়া কোন সাক্ষী যে ইতিহাস প্রকাশ করিতে পারে না, এমন ইতিহাস প্রকাশ করা তাহার সরলতার একটি স্পষ্ট প্রমাণ। খ্রীষ্টীয়ান লোক প্রথমাবধি সকলের ঘৃণাস্পদ ছিল, ইহার একটি প্রসিদ্ধ প্রমাণ তাসিতাস নামক এক জন রোমীয় গ্রন্থরচকের পুস্তকে পাওয়া যায়। সেই ব্যক্তি প্রায় প্রেরিতদের সময়ে উপস্থিত এবং অতি মান্য ও বিদ্বান ছিলেন। যে তাড়নার সময়ে পৌল হত হইলেন, সেই তাড়নার এই বৃত্তান্ত তাসিতস লিখিয়াছেন, যথা, "সামান্য লোক যাহাদিগকে "খ্রীষ্টীয়ান বলিত, এমত ঘৃণার্হ দুষ্ট লোকদিগকে নিরো কৈসর অতি "যত্নপূর্ব্বক ক্লেশ দিয়া হত করিল। খ্রীষ্ট নামক যে ব্যক্তি তিবীরিয় "কৈসরের সময়ে দেশাধ্যক্ষ পন্তীয় পীলাত কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ড ভোগ "করিয়াছিল, সে ঐ দলের গুরু ছিল। এবং বিনাশের যোগ্য তাহার "যে মন্দ মত কিঞ্চিৎ কাল পর্য্যন্ত স্থগিত হইয়াছিল তাহা শীঘ্র পুনরায় "বৃদ্ধি পাইয়া আপন জন্মস্থান যিহূদাদেশে ব্যাপিল, কেবল তাহা নহে, "এই রোমা নগররূপ যে মহাপঙ্কে সর্ব্বদিগহইতে সর্ব্বপ্রকার ঘৃণাহ "দুষ্টতারূপ প্রণালী মিলিয়া স্থান পায়, এই নগরেতেও ব্যাপিল।" এবং সুয়েতনিয়স নামে তৎকালীয় অন্য এক বিদ্বান ও মান্য লোক ইহা লিখিয়াছেন, যথা, "মায়াবিদের যোগ্য কোন নূতন ধর্ম্মমতাবলম্বি "যে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা, তাহাদের তৎকালে (নিরোর আজ্ঞাতে) "প্রাণদণ্ড করা গেল।" এবং খ্রীষ্টীয় ১০৪ শকে, অর্থাৎ যোহন প্রেরিতের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে পিলনি নামক বিথুনিয়া প্রদেশের অধ্যক্ষ খ্রীষ্টীয়ান লোকদের বিষয়ে তৎকালীয় ত্রায়ান নামক কৈসরের নিকটে পত্র লিখিলেন, কারণ কি প্রকারে খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে দমন করিতে হয়, এ বিষয়ে কৈসরের ইচ্ছা জ্ঞাত হইতে বাঞ্ছা করিলেন। তাহাতে ঐ ত্রায়াম কৈসর তাহার উত্তর করিয়া আপনিও একটি পত্র লিখিলেন। এই দুই জন অতিমান্য লোক ছিলেন, কেবল তাহা নয়, তাহারা অতি বিবেচক ও বিদ্বানও ছিলেন। পিলনির পত্রের মধ্যে এই কএকটি কথা আছে, যথা, "তোমরা না খ্রীষ্টীয়ান? এই কথা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা "করিলাম, কেবল একবার না করিয়া দুই তিন বার প্রাণদণ্ডের ভয় দেখা, "ইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। যাহারা স্বীকার করিতে স্থিরচিত্ত হইল, তাহা- "দিগকে বধ করিতে আজ্ঞা করিলাম। কারণ তাহাদের মত যাহা হউক

"স্থির থাকাতে তাহারা যে অবাধ্যতা ও অপ্রতিকার্য্য কাঠিন্য দোষে দোষী "হইল,তৎপ্রযুক্ত তাহাদের দণ্ড দিতে সন্দেহ করিলাম না। পরে তাহাদের "মতের সত্য মিথ্যা জানিবার জন্যে আমি তাহাদের মধ্যে সেবিকারূপে "গণিতা দুই জন দাসীকে যন্ত্রণা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু অনুপযুক্ত "ও অপরিমিত ধর্ম্মমতানুরাগ বিনা তাহাদের আর কোন দোষ পাই- "লাম না। পরে আর কাহারো প্রাণদণ্ড না দিয়া প্রথমে আপনকার "নিকটে পত্র লিখিতে বিহিত বুঝিলাম, কেননা সেই দোষে অপরাধি "লোকেরা অতিশয় বহুসংখ্যক। মান্য ও অমান্য লোকদের মধ্যে বালক "বৃদ্ধ বনিতা অপবাদিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, এবং ঐ ধর্ম্ম- "মতরূপ রোগেতে নগর ও পল্লীগ্রাম সমুদয় ব্যাপ্ত হইয়াছে।" এই পত্রের যে উত্তর কৈসর লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই২ কথা আছে, যথা, "খ্রীষ্টীয়ান লোকদের অনুসন্ধান করিও না। তবে যাহারা অপবাদিত "হইয়া দোষী হয়, তাহাদের দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু যদি কেহ খ্রীষ্টী- "য়ান নাম অস্বীকার করে, এবং তাহার কর্ম্ম যদি কথার প্রমাণ দেয়, "অর্থাৎ সে যদি আমাদের দেবতাদের আরাধনা করে, তবে পূর্ব্বে "অনেক সন্দেহ হইলেও অনুতাপ প্রযুক্ত তাহার ক্ষমা করা কর্ত্তব্য।" এই যে সকল কথা অতি মান্য ও বিবেচক ও বিদ্বান লোকদ্বারা লিখিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, খ্রীষ্টীয়ান লোক সকল অতি তুচ্ছনীয় ও ঘৃণার্হ ও প্রাণদণ্ডের যোগ্যরূপে গণিত হইল, তবে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচলিত করণার্থে পুস্তক লিখিলে অপমান ও ক্লেশ ও তাড়নাভোগ স্বীকার করিতে হইল। তাহাতে যাহারা ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের ইতিহাস লিখিয়াছে, তাহারা আপন২ সরলতার অতি স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছে।

পঞ্চম কথা। যে ইতিহাসের সত্য মিথ্যা জানিতে শত্রুগণ ও বন্ধুগণ অবশ্য চেষ্টা করিবে, এবং চেষ্টা করিলে অনায়াসে জানিতে পারিবে, এমন ইতিহাস যাহারা প্রকাশ করে, তাহারা অবশ্য অতি সতর্কতা পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করে। ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে যে সকল ইতিহাস লিখিত আছে, তাহার সত্যমিথ্যা জানিতে খ্রীষ্টীয়ান লোক সকল ও তাহাদের শত্রুরা এই উভয় পক্ষীয় লোকেরা অবশ্য চেষ্টা করিয়া থাকিবে, ইহার প্রমাণ। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও উপদেশ ও মৃত্যু ও কবরহইতে পুনরুত্থান, এই সকলের বিবরণ যদি মিথ্যা হয়, তবে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের বিশ্বাস ও ধর্ম্ম নিতান্ত মিথ্যা হয়, এবং তাহারা যে সত্য মিথ্যার প্রমাণ অনুসন্ধান না করিয়া হঠাৎ অমনি সকল মনুষ্যদের ঘৃণাস্পদ হইতে স্বীকৃত হইল ইহা অতি অসম্ভব। যদি কেবল অল্প লোক খ্রীষ্টীয়ান হইত, তবে অল্প লোক ভ্রান্ত হয়, ইহা অসম্ভব হইত না; কিন্তু অতি অল্প বৎসরের মধ্যে অনেক দেশের ক্ষুদ্র ও মহান্ উভয় প্রকার অনেক লোক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল; ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে শত্রুদের প্রমুখাৎ শুনিলাম। এই সকল লোক যে সত্য মিথ্যার বিচার না করিয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল, ইহা কে বলিবে? মুসলমান লোক-

দের যে মিথ্যা মত তাহা অতি শীঘ্র নানা দেশে ব্যাপিল, ইহা সত্য বটে; কিন্তু ইহাদ্বারা আমাদের সন্দেহ জন্মে না, কারণ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিতে সম্মত হইলে সর্ব্বপ্রকার অপমান ও দুঃখ ও প্রাণের নাশ স্বীকার করিতে হইল, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে ঐ সকল প্রকার দুঃখ স্বীকার করিতে হইল, যেহেতুক যে কেহ মুসলমান হইতে অসম্মত হইল, মুহম্মদের মতাবলম্বি সৈন্যগণ তাহাকে বধ করিল, কিম্বা বধ না করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক তাহাকে দাস করিল। অতএব প্রাণভয়ে বা অশেষ ক্লেশভয়ে অনেক লোক মুসলমান হইয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে; কিন্তু ক্লেশভোগ ও প্রাণভয় না মানিয়া যে লক্ষ২ লোক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল, তাহারা যে খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্য মিথ্যা না জানিয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিয়াছিল, ইহা অতি অসম্ভব। আর তাহাদের অনেক শত্রু থাকাতে খ্রীষ্টীয়ান গ্রন্থরচকেরা মিথ্যা ইতিহাস প্রকাশ করিতে অবশ্য অতি ভীত ছিল, যেহেতুক তাহা করিলে শীঘ্র জানা যাইতে পারিত। এ সকল কেবল অনুভবের কথা, এমন নহে। তৎকালীয় কএক লোক আপন২ নামে মিথ্যা ইতিহাস প্রকাশ করিতে ভীত হইয়া প্রেরিত-দের নাম কল্পিত করিয়া তাহা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কল্পিত পুস্তক মণ্ডলীগণের মধ্যে কখনো গ্রাহ্য হয় নাই, এবং যদ্যপি বৈধর্ম্মা-বলম্বি কোন২ লোক এমত কোন২ পুস্তক কিছু কাল পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করিল, তথাপি ঐ পুস্তক সকল যে মিথ্যা, ইহার প্রমাণ দিতে খ্রীষ্টীয়ানেরা প্রায় সকলে চেষ্টা করিল। ঐ২ কল্পিত গ্রন্থের কোন২ গ্রন্থ এখনও উপস্থিত আছে, তাহার মধ্যে কএক গ্রন্থের নাম লিখিতেছি। তাহা এই২, আবগার রাজের প্রতি খ্রীষ্টের পত্র; খ্রীষ্টের শৈশব অবস্থা বিষয়ক সুসমাচার; মরিয়মের জন্মবিষয়ক সুসমাচার; নীকদীমের রচিত সুস-মাচার ইত্যাদি। উক্ত এই২ কল্পিত গ্রন্থ যেমন মিথ্যাপ্রযুক্ত অতি শীঘ্র সকল খ্রীষ্টীয়ান লোকের নিকটে অগ্রাহ্য হইল, তদ্রূপ যদি ধর্ম্ম-পুস্তকের অন্তর্ভাগে মিথ্যা বিবরণ থাকিত, তবে তাহাও কখনো সকলের নিকটে গ্রাহ্য হইত না।

ষষ্ঠ কথা। যে ইতিহাসরচক প্রায় শত্রুনিন্দাও করে না ও বন্ধুর প্রশংসাও করে না, সেই ইতিহাসরচকের স্বভাব অতি সরল। চারি সুসমাচারেতে ও প্রেরিতদের ক্রিয়াতে শত্রুদের অনেক কর্ম্ম প্রকাশিত আছে, কিন্তু তাহাদের নিন্দা করা যায় নাই। ইহার উদাহরণ। বৃদ্ধ হেরোদ ও তাহার আর্খিলায় পুত্র ও দেশাধ্যক্ষ পীলাত ও যে দ্বিতীয় হেরোদ যাকুবের বধ করিয়া পিতরকেও বধ করিতে চেষ্টা করিল, ইহারা সকলে অতি নিষ্ঠুর ছিল. কিন্তু তাহাদের কএকটি কর্ম্ম প্রকাশ করিলেও মথি প্রভৃতি লেখকেরা তাহাদের নিন্দা করেন নাই। এবং ফীলিক্স ও ফীষ্ট এই যে দুই দেশাধ্যক্ষ অতি খল ও লোভি ও উপদ্রবি লোক ছিল, তাহাদেরও নিন্দা করেন নাই। এবং রাগেতে মত্ত যে যিহূদীয় লোক সকল খনী বরব্বাকে রক্ষা করিয়া নির্দ্দোষ খ্রীষ্টের প্রাণ নষ্ট করিল,

তাহাদেরও নিন্দা করেন নাই। কিন্তু প্রেরিতদের মধ্যে যাহার পরে আর কেহ মান্য ছিল না, এমত পিতরের দুই তিন দোষ তাঁহারা গোপন না করিয়া সকলে উপযুক্ত রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সেই প্রকারে আপনাদের নানা বন্ধুদের অজ্ঞানতা ও ত্রুটি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার উদাহরণ, ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা ও থোমা ও মার্ক ও বর্ণব্বা প্রভৃতি। অতএব ঐ ইতিহাসরচকেরা যে পক্ষপাত না করিয়া অতি সরলরূপে ইতিহাস লিখিয়াছেন, ইহার সন্দেহ হইতে পারে না।

সপ্তম কথা। কোন ইতিহাস লিখিবার সময়ে যে লোক স্থান ও সময় ও নানা লোক, এই সকলের নাম প্রকাশ করে, সে অবশ্য আপনার কথা আপনি সত্য জ্ঞান করে। ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে রাজাদের ও দেশাধ্যক্ষদের ও মহাযাজকদের ও প্রেরিতদের ও অনেক স্ত্রীলোকের এবং ইলিয়াসর ও নীকদীম ও অরিমথীয় যুষফ ও প্রধান করসঞ্চয়কারি সক্কেয় ও দুই তিন রোমীয় সেনাপতি প্রভৃতি অনেক মান্য লোকের সর্ব্বসাধারণে বিদিত নাম লিখিত আছে। এই সকল নাম কি কল্পিত? আর ইহাদের মধ্যে এক জনের বিষয়ে মিথ্যাকথা লিখিলে তাহার বন্ধু বান্ধব সকলে কি সেই মিথ্যার প্রমাণ দিতেন না? ইহা কে না জানিতে পারিল? এবং জানিলে কে না সাবধান হইত? তদ্রূপ কোন্ স্থানেতে কি২ ঘটিল, তাহা সেই স্থানের নামশুদ্ধ লিখিত আছে। ঐ সকল স্থানে গিয়া তথাকার প্রাচীন নিবাসিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে ঐ ঘটনার সত্য মিথ্যা শত্রু মিত্র উভয় লোক জ্ঞাত হইতে পারে, ইহা মনে করিয়া লেখকেরা মিথ্যাকথা কহিতে অবশ্য সাবধান হইলেন। পশ্চাতে এ বিষয়ে আরও অনেক কথা কহা যাইবে, এই কারণে এখানে অতি সংক্ষেপে কহা গেল।

অষ্টম কথা। কোন ঘটনার বিবরণ লিখিলে তদ্বিষয়ে বন্ধু ও শত্রু উভয় পক্ষীয় লোকেরা যে সন্দেহ ও আপত্তি করিয়াছিল, তাহা যদি ইতিহাসলেখক প্রকাশ করে, তবে সেই লেখক অবশ্য সত্য কথা জানাইতে চেষ্টা করে। প্রভু যীশু মৃত্যুর পরে তৃতীয় দিনে পুনরায় সজীব হইয়া কবরহইতে উঠিয়াছেন, এই ঘটনার বিষয়ে থোমা প্রভৃতি তাঁহার অনেক শিষ্যের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং যিহূদি লোক কি প্রকার ছল করিয়া আপত্তি করিয়াছিল, তাহা চারি সুসমাচারেতে লিখিত আছে। তদ্রূপ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র ও জগতের ত্রাণকর্ত্তা, এ বিষয়ে যিহূদি লোক যে সকল আপত্তি করিয়াছিল, তাহাও বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। যদি মথি প্রভৃতি সুসমাচার লেখকেরা সত্য ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা না করিতেন, তবে এই প্রকার সকল কথা লিখিতেন না।

নবম কথা। উত্তম ইতিহাসলেখকের পূর্ব্বোক্ত আট লক্ষণ যাহাতে মিলে, এমন লোক আপন ইতিহাস লিখনের অভিপ্রায় ও ধারা বিষয়ে যাহা বলে তাহা মনোযোগের যোগ্য বটে। ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের ইতিহাস যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ২ আপন কর্ম্মের

অভিপ্রায় ও ধারা আপনি জানাইয়াছেন। ইহার উদাহরণ। অতি মান্য যে থিয়ফিল নামক ব্যক্তির উপকারার্থে লূক আপন রচিত সুসমাচার ও প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহাকে তিনি ভূমিকাদ্বারা এই কথা কহেন, যথা, "যাহারা প্রথমাবধি সাক্ষী এবং বাক্যের প্রচা- "রক, তাহাদের শিক্ষানুসারে আমাদের মধ্যে সপ্রমাণরূপে প্রচলিত "সকল বিষয়ের বৃত্তান্ত অন্য২ অনেকেই রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। "অতএব হে মহামহিম থিয়ফিলঃ, আমিও প্রথমাবধি সে সমস্ত উত্তমরূপে "অবগত হওয়াতে আনুপূর্ব্বিক তাবৎ বিবরণ তোমাকে লিখিতে মনস্থ "করিলাম, তাহাতে তুমি যে সকল কথা শিক্ষিত হইয়াছ, তাহার দৃঢ় "প্রমাণ প্রাপ্ত হইবা।" লূকের এই যে কথা অতি মান্য লোকের প্রতি লিখিত হইয়াছে, তাহা কি মিথ্যা হইবে? মান্য লোক কি এমত বিবরণের সত্য মিথ্যা অনায়াসে অনুসন্ধান করিতে পারিল না? আর যোহনের যে প্রথম পত্র তাঁহার রচিত সুসমাচারের ভূমিকাস্বরূপ, সেই পত্রের আরম্ভ- স্থানে তিনি ইহা কহেন যথা, "যিনি আদিকালাবধি আছেন তাঁহার "নিজ কথা শুনিয়া ও তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিয়া বিদিত হইয়া স্বহস্তে স্পর্শ "করিয়া আমরা জীবনরূপ বাক্যের প্রসঙ্গ করিতেছি। যাহা দেখিয়াছি "ও শুনিয়াছি, তাহাই তোমাদিগকে জানাইতেছি।" এবং সুসমাচারের কোন স্থানে যোহন কহেন, যথা "যে ব্যক্তি ইহার সাক্ষ্য দিতেছে, সে "আপনি দেখিয়াছে ও তাহার এই সাক্ষ্য সত্য; আর তাহার কথা সত্য "ও তোমাদের বিশ্বাস জন্মাইতে যোগ্য, তাহা সে জ্ঞাত আছে।" এমন কথার পরে যোহনের লিখিত ইতিহাসে কে না বিশ্বাস করিবে?

কএক জন ধর্ম্মপ্রচারকের দেশভ্রমণ।

[১৮৪৫ শালের অক্টোবর মাসের শেষে এদেশীয় কএক জন ধর্ম্মপ্রচা- রক সুসমাচার প্রচার করণার্থে নদীর তীরস্থ নানা গ্রামে গমন করি- য়াছিলেন। এত বিলম্ব হইলেও সেই যাত্রার বিবরণ প্রকাশিত হইল, তাহার অভিপ্রায় এই যেন অন্য কোন২ ভ্রাতা এইরূপ বিবরণ লি- খিয়া সম্পাদকের নিকটে পাঠাইতে সাহস করেন।]

২৮ অক্টোবর মঙ্গলবারের সন্ধ্যাকালে কলিকাতাহইতে যাত্রা করাতে কোন গ্রামস্থ লোকের নিকটে সুসমাচার প্রচার করা হয় নাই বটে, তথাপি বাক্যরূপ বীজ বপনের ব্যাঘাত জন্মে নাই; ফলতঃ রাত্রিযোগে দাঁড়ি মাঝিদের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ক অনেক কথোপকথন হইয়াছিল।

২৯ তারিখের প্রাতঃকালে বেলা ৭॥ ঘণ্টার সময়ে আমরা বদ্দিবাটীর এক গ্রামমধ্যে গেলাম, কিন্তু তথায় কোন শ্রোতা না পাওয়াতে আমরা নদীতীরে এক প্রধান ঘাটে দাঁড়াইয়া পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলাম, তাহাতে অল্পক্ষণের মধ্যে বিস্তর লোক উপস্থিত হইলে আমরা ঘোষণা করিতে লাগিলাম। আমরা যে২ কথা প্রচার করিলাম, তাহার সার এই

যে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে জগতস্থ লোক পাপী হইয়াছে, এবং হিন্দুলোক ধর্ম্ম বলিয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, তাহাতে তাহাদের নিস্তার হইতে পারিবে না, কিন্তু যে কোন ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হইবে, কেবল সে জন পরিত্রাণ পাইবে, ইত্যাদি যে২ কথা কহা গেল তাহা তত্রস্থ লোকেরা বিলক্ষণ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিল। বিশেষতঃ এক জনা স্ত্রী কিছু কাল মনোনিবেশ করিয়া শ্রবণানন্তর কহিল, অদ্য শুভদিন, কেননা আজি ঈশ্বর বিষয়ক প্রসঙ্গ শুনিলাম। পরে তত্রস্থ লোকদের প্রতি ফিরিয়া কহিল, ইহারা ভাল কথা কহিতেছে। তখন আমরা গণনা করিয়া দেখিলাম, যে ৮৪ জন আমাদের প্রচারিত কথা শুনিতেছে। তাহাতে আমাদের আনন্দ জন্মিল, এবং ইহা আনন্দের বিষয় বটে।

অপর দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে আমরা ইছাপুরের খালে উপস্থিত হইলে যাদবচন্দ্র বিশ্বাস গ্রামমধ্যে গিয়া এক বাজারের নিকটে দাঁড়াইলে এক জন দোকানদার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, আপনি কোথাহইতে আইলেন, এবং কোন স্থানে বা যাইবেন? তাহাতে বিশ্বাস কহিলেন. গ্রামে২ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রকাশ করিতে কলিকাতাহইতে আইলাম। দোকানদার জিজ্ঞাসা করিল, খ্রীষ্টধর্ম্ম কি রূপ? বিশ্বাস কহিলেন, ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করিয়া মনুষ্যমাত্র নরকভাগী হওয়াতে তাহাদের উদ্ধারার্থে পরমেশ্বর খ্রীষ্ট নামে যে এক ত্রাণকর্ত্তাকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাতে বিশ্বাস আদি কর্ম্মকে খ্রীষ্টধর্ম্ম বলে। এইরূপ কিছু কথা শুনিলে ঐ ব্যক্তি আর২ দোকানদারকে ডাকিয়া কহিল, এখানে আসিয়া জ্ঞানের কথা শুন, এবং বিশ্বাসকে অতি সমাদর পূর্ব্বক আসনাদি দিলে তাঁহার নিকট দোকানদার ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কতক গুলি লোক উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খ্রীষ্টীয়ান হইয়া তোমার কি লাভ হইয়াছে? বিশ্বাস ধর্ম্মের ফল বিষয়ে তাঁহার ভ্রান্তি আছে বুঝিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রকৃত ধর্ম্মাচরণের ফল কি? আপনি তাহা অগ্রে বলুন, তবে আমি খ্রীষ্টধর্ম্মে আশ্রয় লওয়াতে আমার কি লাভ হইয়াছে, তাহা পশ্চাৎ কহিব। তাহাতে ব্রাহ্মণ কহিলেন, ধর্ম্মেতে মনুষ্যের ইহকালে শ্রী ও ঐশ্বর্য্য ও সম্ভ্রম হয়, আর পরকালে মোক্ষ হয়। বিশ্বাস কহিলেন, পরকালে সাধু লোকদের পরম সুখ হয়, ইহা আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু ধর্ম্মাচরণেতে মনুষ্যদের ইহকালে যে২ ফল কহিলেন, তাহা স্বীকার করিতে পারি না, কেননা আমরা দেখিতে পাই যাহারা দুর্গোৎসব শ্যামা পূজা গঙ্গাস্নানাদি নানা কর্ম্ম করে, তাহাদের অনেকেই নির্ধন হইয়া যায়, অনেকের মান যায়, যেহেতুক তাহারা পরধন হরণ করে, বেশ্যা রাখে, যবনীতে ও পরস্ত্রীতে গমন করে, মহাশয় ইহাদিগকে কি ধর্ম্মাচারী কহিতে পরেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন, না, তাহাদিগকে ধার্ম্মিক কহিতে পারি না। তখন বিশ্বাস কহিলেন, তবে ধর্ম্মের ফল ধনাদি নয়, ধর্ম্মের ফল হইয়াছে পাপহইতে পৃথক হওয়া ও সাধুতা এবং পরকালে স্বর্গ-

ভোগ। সাধুতা আর কোন প্রকারে হয় না, কেবল যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লইলে সাধুতা জন্মে। বিশ্বাস এ স্থলে প্রভু যীশুর বিষয়ক কথা কিছু বিস্তার ক্রমে কহিলে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া কয়েক খান পুস্তক চাহিয়া লইল। পরে ডফ্ সাহেবের ছাত্র কয়েক জন যুব লোক বিশ্বাসের সঙ্গে২ নদী-তীরে উপস্থিত হইলে আমরা তাহাদের সহিত ধর্ম্মের বিষয়ে কথোপ-কথন করিলাম। তাহারা কহিল, আমরাও খ্রীষ্টীয়ান, কেননা আমরা খ্রীষ্টধর্ম্ম মানি, তবে বিশেষ এই, তোমরা প্রকাশরূপে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, আমরা পিতা মাতার ভয়ে তাহা পারি না। তাহাতে মনুষ্যদিগকে ভয় করা কর্ত্তব্য নয়, ও ভয়ের বিষয় প্রায় কিছু নাই, আমরা ইহার কিছু কথা কহিলে তাহারা আমাদের নিকটহইতে একখান ধর্ম্মপুস্তক ও ধর্ম্ম-বিষয়ক কএকখান ক্ষুদ্র২ পুস্তক লইল। আমরা তাহাদের স্বভাব ভাল দেখিলাম, এবং স্কুলে খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দেওনের ফলও দেখিলাম।

৩০ তারিখের প্রাতঃকালে বেলা সাত ঘণ্টার সময়ে আমরা ত্রিবেণী গ্রাম মধ্যে গিয়া পুস্তক পাঠ করিতে২ ৫০। ৬০ জন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোক উপস্থিত হইয়া সুস্থির হইয়া শুনিতে লাগিল। তখন যাদবচন্দ্র বিশ্বাস ঘোষণা করিলেন, যে মনুষ্য ঈশ্বরের সেবার্থে সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্য তাহা না করিয়া নিরর্থক কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া অধর্ম্ম ও পাপাচরণ করত কাল হরণ করিতেছে, তাহাতে তাহাদের পুণ্যের লেশমাত্র না হইয়া অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতেছে, এবং পাপের ফল মৃত্যু ও নরকযন্ত্রণা; অতএব মনুষ্য ঘোর বিপদগ্রস্ত হইতেছে, এই বিষম বিপদহইতে উদ্ধারের উপায় খ্রীষ্টের আশ্রয় বিনা আর কিছুই নাই। বিশ্বাস এতদ্রূপ অনেক কথা প্রচার করিলে পরে কৈলাসচন্দ্র মিত্র জীবনদায়ক এই কথা প্রকাশ করিলেন, যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ব্যতিরেকে আর কাহারো দ্বারা পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। এই কথা লইয়া উপদেশ দেওন কালে এক জন ব্রাহ্মণ বিস্তর বাদবিতণ্ডা করিতে লাগিল, তাহাতে তত্রস্থ যুব ব্রাহ্মণেরা মিত্রকে ইঙ্গিতদ্বারা কহিল, যে এ ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথন নির-র্থক; এবং তাহারা ঐ ব্রাহ্মণকে কহিল, তোমার শুনিতে ইচ্ছা যদি না হয়, তবে চলিয়া যাও, ইহারা তো কাহাকে জোর করিয়া কথা শুনাইতেছে না; তাহাতে সে ব্যক্তি কিছু কাল নীরব হইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। এমন হইলে আমরা আরও কিছু কাল ঘোষণা করিয়া পুস্তক বিতরণ করিতে লাগিলাম, ইতোমধ্যে যুব ব্রাহ্মণেরা আসিয়া কহিল, আমরা দায়ূদের গীত ও তিমিরনাশক ও নিস্তাররত্নাকর নামক গ্রন্থ পাঠ করি-য়াছি, আমাদিগকে অন্য পুস্তক দেও, তোমাদের পুস্তকমধ্যে দায়ূদের গীতই সর্ব্বোত্তম। আমরা তাহাদের সহিত কিছু কথা কহিয়া অন্য২ পুস্তক দিলাম।

৩১ তারিখে প্রাতঃকালে বেলা সাত ঘণ্টার সময়ে আমরা চাকদহ বাজারে ও কাছারিতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ধর্ম্মকথা ঘোষণা ও কথোপকথন করিলাম। এ স্থানে যে কথা প্রচার করা গেল তাহার সার এই, মনুষ্যমাত্র

পাপী, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিস্তারকর্ত্তা আছেন। এই দিনে কালীপূজা উপলক্ষ্যে কবিযাত্রা শুনিয়া লোকেরা যদ্যপি নিদ্রাতে কাতর ও ক্লান্ত ছিল, তথাপি খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা শুনিতে আমরা দেড় শত লোককে দেখিলাম।

১ নবেম্বর দুই প্রহরের পর আমরা শান্তিপুরের গ্রামমধ্যে গিয়া দাঁড়াইলাম, তৎকালে তথাদিয়া এক বৃদ্ধ মনুষ্যকে যাইতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মহাশয়, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আপনকার এ জগতে অবস্থিতির প্রায় শেষ হইল; আপনকার পরকালে যাহাতে ভাল হয়, আপনি এমন কিছু চিন্তা করিতেছেন? তাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি কহিলেন, আমাদের যে মত আছে তদনুসারে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। তাহাতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, সেই মতানুসারে আচার করিয়া পরিত্রাণের কি কিছু ভরসা পাইয়াছেন? কেননা রোগী ব্যক্তি উপযুক্ত ঔষধ সেবন করিলে আপন রোগোপশমের অনুভব পায়। তিনি কহিলেন, সে সত্য বটে; তোমরা যে মত গ্রহণ করিয়াছ, তাহা এক্ষণে এ স্থানে প্রকাশ কর, আমরা তাহা শুনিব। পরে তিনি আর এক ব্যক্তিকে আজ্ঞা করিলে সে ব্যক্তি আমাদের নিমিত্তে আসন আনিয়া দিল। পরে এক জন পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত কথোপকথন হইল, ফলতঃ আমরা তাহাকে হিন্দু শাস্ত্রের বিরুদ্ধভাব দেখাইয়া দিলাম। পরে আর এক ব্যক্তি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে তোমাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তাহাতে প্রভুর কৃপাতে আমাদের যে২ মঙ্গল হইয়াছে ও হইবে, তাহা প্রকাশ করিলাম; তৎপরে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনজন্য মনুষ্যমাত্র অপরাধী হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, ইহা প্রকাশ করিয়া প্রভু যীশুর অবতীর্ণ হওন ও তৎকৃত প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক কথা বিস্তারক্রমে ঘোষণা করিলাম। তৎকালে আমরা দেখিলাম যে আমাদের প্রচারিত কথা ৭০। ৮০ জন লোক শুনিতেছে, এবং কএক জন স্ত্রীলোক কিছু উচ্চস্থান হইতে শ্রবণ করিতেছিল। ইতোমধ্যে বাজারের কএক জন লম্পট ইতর লোক দৌড়িয়া আসিয়া গোলমাল করিবার উপক্রম করিলে আমরা পুস্তক বিতরণে প্রবৃত্ত হইলাম, তৎকালে ঐ দুষ্টদের এক জন আমাদের এক জনের হস্তহইতে কতকগুলি পুস্তক কাড়িয়া লইয়া দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। তাহাতে আমরা দুঃখিত হইয়া কহিলাম, এমত গ্রামে এমত অসভ্য লোক থাকে? তাহাতে কেহ২ কহিল, মহাশয়, ও বেটা বড় পাজি, তোমরা গিয়া থানাদারকে এত্তালা করহ, ও বেটার খুব শাস্তি হইবে। পরে আমরা নদীতীরে ফিরিয়া আইলে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকারি এক জন ব্রাহ্মণের সহিত রাত্রি পর্য্যন্ত সুন্দররূপে কথোপকথন হইল।

২ তারিখে আমরা অম্বিকা গ্রামের পাড়ায়২ গিয়া অনেকের সহিত কথোপকথন ও পুস্তক বিতরণ ও তৎপরে এক স্থানে দাঁড়াইয়া দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ধর্ম্মকথা ঘোষণা করিলাম; এবং বৈকালে কালনাগঞ্জের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিলাম। প্রচারিত কথার মূল এই, হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোক সকল, তোমরা আমার নিকটে আইস ইত্যাদি,

এবং ঈশ্বরের নিকটে মনুষ্যমাত্রেরই স্ব২ কর্ম্মের নিকাশ দিতে হইবে। এস্থানে দুই শতের অধিক লোক উপস্থিত ছিল।

৩ তারিখে আমরা হরধামে উপস্থিত হইলাম; তথায় কএক জন ব্রাহ্মণ ও রাজবাটীর কয়েক লোকের সহিত তর্ক বিতর্ক হইলে পর তাহারা আমাদের নিকটহইতে কতকগুলি পুস্তক লইল।

৪ তারিখে দুই প্রহরের পর আমরা উলা গ্রামে উপস্থিত হইয়া থানার নিকটে দাঁড়াইয়া পুস্তক পাঠ করিতে২ কতক লোক উপস্থিত হইলে, তোমরা মন ফিরাও, কেননা স্বর্গের রাজত্ব সন্নিকট হইল, এই কথা লইয়া রামকৃষ্ণ করিরাজ ঘোষণা করিলেন। পরে যাদবচন্দ্র বিশ্বাস ঐ গ্রামস্থ লোকদের ব্যভিচার কর্ম্মের বিষয় বিশেষ জ্ঞাত থাকাতে,যাহারা ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া প্রতিমাপূজাতে আসক্ত আছে, তাঁহারা ব্যভিচারিণী স্ত্রী-সদৃশ,এতদ্‌বিষয়ে বিস্তর কথা কহিলেন। তৎপরে কৈলাসচন্দ্র মিত্র প্রচার করিতে২ লোকেরা পুস্তকের নিমিত্তে ব্যগ্র হইয়া গোল করিলে আমরা তাহাদিগকে বিস্তর পুস্তক দিলাম। এখানে আমরা এক সময়ে গণনা করিয়া দেখিলাম যে নব্বই জন শ্রোতা আমাদের প্রচারিত কথা শুনিতেছে।

৫ তারিখে প্রাতঃকালে রাণাঘাটে আসিয়া গ্রামের এক দিক দিয়া দুই জন ও আর এক দিক দিয়া এক জন এই মতে আমরা গ্রামের মধ্য গিয়া ব্যাপিয়া পুস্তক বিতরণ ও লোকদের সহিত কথোপকথন ও বাক্য প্রচার করিলাম, তাহাতে লোকেরা সন্তুষ্ট হইল।

পরে বেলা দশ ঘণ্টা অতীত হইলে আমরা বাগের বাজারে গিয়া দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া জীবনদায়ক বাক্য প্রচার ও কথোপকথন এবং পুস্তক বিতরণ করিলাম। এ স্থানস্থ লোকদের পুস্তক লওনের এমত ইচ্ছা যে তাহারা আমাদের নৌকা পর্য্যন্ত আসিয়া পুস্তক লইয়া গেল।

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

২ পিতর ১ ; ১০,১১। হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপনাদের মনোনীত ও আহূত হওন স্থির করিতে যত্ন কর। তাহা করিলে তোমরা কদাচ স্খলিত হইবা না, বিশেষতঃ আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যিশু খ্রীষ্টের অনন্ত রাজ্যে তোমাদিগকে সম্ভ্রান্তরূপে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে।

হে প্রিয় পাঠকগণ, এই পদের মধ্যে উত্তম প্রতিজ্ঞা আছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করণের বিষয়।

এইক্ষণে প্রথমে এই একটা জিজ্ঞাসা আছে যে কে সেই রাজ্যে প্রবেশ করিবে? উত্তর ঐ পদে আছে, অর্থাৎ যে যত্ন করিবে, সেই।

প্রথম ভাগ।

কোন২ প্রকার যত্ন অনর্থক হয়, তাহা এই২।

১। যে যত্ন বাহ্যরূপে আছে, তাহা অনর্থক। দেখ, যেমন লিখিত আছে যথা, যিশয়িয় ২৯ ; ১৩। মথি ১৫ ; ৮।

২। ঈশ্বরের কিছু আজ্ঞা পালন করা, আর কিছু না করা অনর্থক যত্ন, যথা লূক ১১; ৪২। মথি ২৩; ২৩। লূক ১১; ৩৯।

৩। কখন২ যত্ন করা ও কখন২ অযত্ন করা নিষ্ফল, যথা মথি ১৩; ২০,২১। মার্ক ৪; ১৭। লূক ৮; ১৩।

৪। যে যত্নদ্বারা মনুষ্য আপনার কর্ম্মের উপর ভরসা রাখে সেই যত্ন অনর্থক। দেখ প্রেরিত ১৩; ৩৯। রোম ৩; ২০,২৮। গলাতীয় ২; ১৬। ৩; ১৩। রোম ১০; ৩। ফিলিপীয় ৩; ৮,৯। প্রকাশিত ৩; ১৭।

অন্য কোন২ প্রকার যত্ন আবশ্যক ও ফলযুক্ত, তাহা এই২।

১। আন্তরিক যত্ন। দেখ যোহন ৪; ২৩,২৪। গীত ৫১; ৬। হোশেয় ১১; ২।

২। ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন পূর্ব্বক যত্ন করা আবশ্যক। দেখ লূক ৬; ৪০, ৪৭। মথি ৭; ২৪। যোহন ১৪; ১৫, ২১, ২৩। ও ১৫; ১০।

৩। সমস্ত শক্তিদ্বারা যত্ন করা আবশ্যক। দেখ লূক ১৩; ২৪। ১৬; ১৬। মথি ১১; ১২। ১ তীমথি ৬; ১২। ১; ১৮। ১ করিন্থী ৯; ২৪। ফিলিপ ৩; ১৪। ইব্রীয় ১২; ১।

৪। ধৈর্য্য পূর্ব্বক যত্ন করা আবশ্যক। দেখ লূক ২১; ১৯। মথি ১০; ২২। মার্ক ১৩; ১৩। মথি ২৪; ১৩।

৫। নম্রতাপূর্ব্বক যত্ন করা আবশ্যক। দেখ গীত ১১৬; ১২। লূক ১৭; ১০। ১ করিন্থী ১৫; ৯, ১০। ১ তীম ১; ১৫,১৬। রোম ৫; ৮। আয়ুব ৪০; ৩,৪।

দ্বিতীয় ভাগ।

১। এখন আরও জিজ্ঞাসা এই, যে কাহার রাজ্যেতে প্রবেশ করিতে হয়? এবং সে আমার শত্রু কি মিত্র? ইহাও জানিতে হয়। ইহার উত্তর ঐ পদে আছে। আর দেখ, ২ তীম ২; ১১। প্রকাশিত ১; ৯।

২। আর সেই রাজ্য কি প্রকার? কি অনেক দিনের নিমিত্তে, কিম্বা অল্প দিনের নিমিত্তে? ইহার উত্তর ঐ পদে আছে, অর্থাৎ চিরস্থায়ি রাজ্য। আর দেখ গীত ১৪৫; ১৩। লূক ১; ৩৩। দানিয়েল ৭; ১৪, ২৭। ইব্রীয় ১২; ২৮।

৩। আর ঐ রাজ্যে আদর পূর্ব্বক গ্রাহ্য হইতে হইবে, কিম্বা অনাদর পূর্ব্বক? ঐ পদে পাওয়া যায় যে আদর পূর্ব্বক। আর দেখ, প্রকাশিত ৩; ৫, ১২, ২১। যোহন ১৪; ৩, ১৮। ইব্রীয় ৯; ২৮। যোহন ১৪; ২১। ২ তীমথি ২; ১০। রোম ৮; ৭।

এখন হে প্রিয় পাঠকগণ, প্রত্যেক জন আপনাদিগকে পরীক্ষা কর, যেমন শাস্ত্রে লিখিত আছে, ২ করিন্থী ১৩; ৫। গলাতীয় ৬; ৪।

অতএব হে প্রিয়েরা, যদি ধার্ম্মিকেরা ঈশ্বরের রাজ্যে এত যত্নে প্রবেশ করে, তবে অধার্ম্মিকদের কি গতি হইবে? যেমন লিখিত আছে ১ পিতর ৪; ১৮। [সুজাত আলী।

সাংসারিক লোকদের সভাতে গমন বিষয়ক পত্র।

[কলিকাতাহইতে অতি দূরস্থ কোন স্থানে এক সাহেব কখনো ২ আপন গৃহে নর্ত্তকাদি লোকদিগকে আনাইয়া সভা করেন, এবং তথাকার মণ্ডলীর কোন২ লোককে সেই সভাতে নিমন্ত্রণ করেন; অতএব তাঁহারা যেন শয়তানের ফাঁদে বদ্ধ না হয়, এই অভিপ্রায়ে নীচলিখিত পত্র তাঁহাদের কাছে প্রেরিত হইয়াছিল।]

প্রিয় বন্ধুগণ, "যে জন পাপিদের পরামর্শে চলে না, ও অপরাধিদের "পথে দণ্ডায়মান হয় না, ও নিন্দকদের সহিত একাসনে বসে না, সেই "ধন্য।" এই যে ঈশ্বরীয় বচন প্রথম গীতের প্রথম পদে লিখিত আছে, তাহা তোমরা যেন মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া মনে২ আন্দোলন কর, এই আমার নিবেদন।

আমি শুনিলাম এই স্থানে এক সভা হইবে, এবং সেই সভাতে নৃত্য ও গানাদি হইবে। এমন সভা কি বিশ্বাসি লোকদের সভা হইবে? কিম্বা তাহাতে কি ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ হইবে? নৃত্যদর্শনে ও গানশ্রবণে মনুষ্যের অন্তঃকরণ কি পবিত্র হইতে পারে? কিম্বা সেই নৃত্য ও গানাদি কি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভাল হইতে পারে? প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যদি এখন এই জগতে থাকিতেন, তবে তিনি এইরূপ সভাতে গমন করিতেন, এমন বোধ হয়? না, প্রিয় বন্ধুরা, তিনি কখনো যাইতেন না, যেহেতুক এমন সভাতে ঈশ্বরের গৌরবও প্রকাশ পায় না, এবং মনুষ্যেরও কিছু পারমার্থিক লাভ হয় না, এবং ঈশ্বর তাহাতে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হন, অতএব প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এমন সভাতে কখনো যাইতেন না। তবে যে সভাতে খ্রীষ্ট যাইতে পারেন না, এমন সভাতে গেলে কি ফল হইবে? সুতরাং কেবল মন্দ ফল হইবে। নৃত্য গানাদিযুক্ত সভাতে অবগাহক যোহনের মস্তক কি এক নৃত্যকী কন্যার পারিতোষিকরূপে দেওয়া গেল না?

হে প্রিয় বন্ধুরা, যদি তোমরা কেহ২ ঐ সভাতে গমন করিতে সম্মত হইয়াছ, কিম্বা তোমাদের পরিবারের কোন২ লোক যদি যাইতে চাহে, তবে আমি নিবেদন করি, তোমরা আপনাদিগকে ও তাহাদিগকে বারণ কর, এবং এমত সভাতে তোমরা সন্তুষ্ট আছ এমন কথা কোন মতে কহিও না। দেখ, এমন সভার সত্য বিবরণ তোমরা যাত্রিক পুস্তকের ১৩ অধ্যায়ে পাঠ করিতে পাইবা। বরং পৌলের ন্যায় তোমরাও কহ, আমরা খ্রীষ্টের প্রেমেতে আকর্ষিত হই।

এই পত্রদ্বারা যদি তোমাদের দৃষ্টিতে আমার কিছু দোষ হয়, তবে নিবেদন করি, হে প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা আমার সেই দোষ ক্ষমা করিবেন, এবং আমার আদরযুক্ত প্রীতি জানিবেন।

[সুজাত আলি

ত্রাণকর্ত্তার খেদোক্তি।

প্রত্যয়েতে তব প্রেম করিতে গ্রহণ।
পাঠকগণের চক্ষু কর উন্মীলন ॥
ওহে আত্মা তব কৃপা কর বরিষণ।
যেই রূপে সুজাতের তৃপ্ত হয় মন ॥

আমাদিগের তারক প্রভু সম্পূর্ণরূপে প্রশংসা ও ধন্যবাদের যোগ্য, যেহেতুক তিনি আমাদের পরিত্রাণার্থে ক্রুশে হত হইলেন, এবং মৃতদের মধ্যহইতে উঠিয়া এখনও মধ্যস্থ হইয়া আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার মরণ গুণেতে আমরা অদ্যাবধি বাঁচিয়া আছি, ও তাঁহার পুনরুত্থানেতে আমরা অনুগ্রহজন্য ভরসা প্রাপ্ত হই।

হে পাঠক, তুমি প্রকাশিত পুস্তকের ৩ অধ্যায়ের ২০ পদ পাঠ করিয়া দয়ালু ত্রাণকর্ত্তার এই নিবেদন দেখ, যথা, "আমি দণ্ডায়মান হইয়া "দ্বারে আঘাত করিতেছি, তাহাতে যে কেহ আমার রব শুনিয়া দ্বার মুক্ত "করিয়া দিবে, আমি প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত ভোজন করিব, "এবং সেও আমার সহিত ভোজন করিবে।"

এই কথাতে খ্রীষ্টের অভিপ্রায় কি, ইহা যদি জানিতে চাহ, তবে তিনি কি প্রকারে ও কি কারণেই বা দ্বারে আঘাত করেন, তাহার সংক্ষেপ ব্যাখ্যা করি; শ্রবণ কর।

তুমি যখন ধর্ম্মপুস্তক পাঠ কর, তখন যেন মনোরূপ দ্বার খুলিয়া খ্রীষ্টকে প্রবেশ করিতে দেও, এই আশাতে তিনি ঘা মারিতেছেন। এবং ধর্ম্মোপদেশকেরা যৎকালে তোমার নিকটে বাক্য প্রচার করেন, কিম্বা তোমার সহিত কথোপকথন করেন, তখন খ্রীষ্ট তোমার অন্তঃকরণরূপ দ্বারেতে প্রবেশ করণার্থে সেই দ্বারে আঘাত করিতেছেন। কখন২ তোমার মনেতে পবিত্র আত্মা চেতনা জন্মাইতেছেন, এমত কালে তিনি তোমাকে আহ্বান করিতেছেন। কখন বা শোক ও মানসিক কিম্বা শারীরিক দুঃখ প্রদানে তোমাকে সচেতন করিতে চেষ্টা করেন।

"খ্রীষ্ট কি অভিপ্রায়ে আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন?" ইহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার উত্তর এই। তিনি যে সকল দুঃখ ভোগ ও মৃত্যু সহ্য ও কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছেন এবং যে মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল তোমাকে দর্শাইয়া পরিত্রাণের এইমাত্র সত্য পথ, এই বিষয়ে তোমার স্থির জ্ঞান জন্মাইতে তাঁহার অভিপ্রায়। এমত জ্ঞান হইলে তোমার মনঃ তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে সংলগ্ন হইবে, সুতরাং তিনি তোমার মনঃ পবিত্র করিয়া তোমাকে পাপের পথহইতে ফিরাইয়া ধর্ম্মপথে আনাইবেন; আর তুমি যেন ঈশ্বরকে প্রেম কর, এই জন্যে ঈশ্বরের প্রতি তোমার যে শত্রুতাভাব অন্তরে থাকে, তাহাও উৎপাটন করিবেন, তাহাতে ঈশ্বরহইতে দূরবর্ত্তী যে তুমি, তোমার

সহিত তাঁহার মিলন হইবে; ও নরকযোগ্য যে তুমি তোমাকে স্বর্গীয় সুখভোগ করাইতে প্রস্তুত করিবেন। অতএব হে প্রিয় পাঠক, খ্রীষ্ট তোমাকে এই সকল বর দিতে চাহেন, তুমি কি তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক আছ? যদি নহ, তবে তাহার বাধা কি?

প্রভু অনুগ্রহপূর্ব্বক যে নিবেদন করেন তাহা তুমি পাঠ করিয়াছ, কিন্তু সেই নিবেদন গ্রাহ্য না করিলে তিনি যে খেদোক্তি করেন, তাহা এখন শুন। যথা।

১। আমি অমুকের দ্বারে প্রবেশ করণার্থে সমস্ত বর্ষাকাল ব্যাপিয়া দ্বারে আঘাত করিলাম, এবং ঝড় বৃষ্টি সহ্য করিয়াও থাকিলাম; তথাপি আমার নিমিত্তে দ্বার খোলা গেল না। শীতকাল আইলে সমস্ত শীতকাল ব্যাপিয়াও দ্বারে ঘা মারিতে থাকিলাম, অত্যন্ত শীত ও রাত্রিকালের শিশির আমার মস্তকে পড়িলেও নিরস্ত হইলাম না, তথাপি দ্বার খোলা গেল না। গ্রীষ্মকাল আইলে আমি সমুদয় গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা করিতে থাকিলাম, এবং সূর্য্যের উত্তাপ ও উষ্ণবায়ু আমার গাত্রে লাগিলে আমি অতিশয় ক্লেশ পাইয়াও ঘা মারিতে ক্ষান্ত হইলাম না, তবু দ্বার খোলা গেল না। ঘরের কর্ত্তা ইহার কিছুই না মানিয়া নিদ্রাহইতে উঠিল না, কিন্তু শেষে চোর প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রার সময়ে তাহাকে বধ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুট করিল।

ইহার ভাব এই, ঈশ্বর অনেককে দীর্ঘ আয়ুঃ দেন, আর তাহাদের অন্তঃকরণে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপন বাক্য ও আত্মাদ্বারা প্রবেশ করিতে চাহেন, এবং তাহারা যেন খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, এমন অধিক চেষ্টা পাইয়া খ্রীষ্টদাসেরা তাহাদের মঙ্গলার্থে সর্ব্বকালে বিস্তর পরিশ্রম করেন, কিন্তু তাহারা এই সংসারে এমত নিশ্চিন্তরূপে কাল কাটায়, যে স্বকীয় পরিত্রাণার্থে কিছুমাত্র ভাবনা প্রকাশ করে না। প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতেও বিশ্বাস করে না, এবং আপনাদিগের পারমার্থিক দশা জানিতে কিছুমাত্র ইচ্ছা করে না। তাহারা শেষাবস্থা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে থাকে; কিন্তু তাহাদের জীবদ্দশার অভিলষিত সকল বস্তুই মরণান্তে বিনষ্ট হইবে।

২। আরও শুন, আমি আর এক জনের দ্বারে গিয়া ঘা মারিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার নিমিত্তে দ্বার খোলা গেল না। তৎপরে আমি দেখিলাম, যে তাহার আর কতকগুলি বন্ধু আইলে গৃহের কর্ত্তা শীঘ্র দ্বার খুলিয়া তাহাদিগকে অতি শিষ্টতা পূর্ব্বক ঘরে লইয়া গিয়া তাহাদের সহিত অতিশয় আমোদ করিতে লাগিল, কিন্তু আমাকে কিছুই উত্তর দিল না। তথাপি আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া ঘা মারিতে২ শেষে দেখিলাম, যাহারা গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহারা কর্ত্তাকে বধ করিল।

এই প্রকার অনেক লোকের অন্তঃকরণে প্রভু বাক্যদ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের পারমার্থিক মঙ্গল করিতে চাহেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে কিছুমাত্র স্থান না দিয়া সাংসারিক সুখভোগ করিতে আপনাদের চক্ষুঃ কর্ণ

নাসিকা মুখ মনঃ খুলে, এবং সেই সুখ পাইবার জন্যে হস্ত পাদাদির সমস্ত শক্তিতে পরিশ্রম করে। পরে তাহা ভোগ করিতে ২ মরে, কিন্তু শেষে খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তকথায় লিখিত ধনবান ব্যক্তির মত নরকেতে চক্ষু তুলিয়া অতি দূরবর্ত্তী ইব্রাহীমের ক্রোড়স্থিত ইলিয়াসরকে দেখে।

৩। অধিকন্তু আমি তৃতীয় জনের দ্বারে গিয়া ঘা মারিতে লাগিলাম, কিন্তু সে জন আমাকে উত্তর দিয়া কহিল, এখন চলিয়া যাও; তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার অবকাশ নাই। এই কথা কহিবামাত্র হঠাৎ অতিশয় একটা ঝড় আসিয়া তাহার ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহার প্রাণ-বিয়োগ হইল।

ইহার ভাব এই, লোকেরা যেন বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ পায়, এই জন্যে খ্রীষ্ট আপন সুসমাচারদ্বারা তাহাদের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাহারা কহে, এখন নয়, আমরা যুবা আছি, বয়স অল্প, অতএব যদি আমরা এখন খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করি, তবে সাংসারিক সুখ ভোগ করিবার সময় কখন্? কাল উপস্থিত হইলে বা বৃদ্ধ হইলে আমরা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করিব। এই রূপে তাহারা ত্রাণকর্ত্তাকে বিদায় করে; শেষে মৃত্যুরূপ বায়ু বহিলে তাহারা হঠাৎ লোকান্তরে যায়। তাহাতে তাহাদের প্রতি এই বিলাপ করিতে হয়, হায় ২, তাহারা অনুগ্রহপ্রাপ্তির দিন ও পরিত্রাণের শুভ সময় জানিল না।

৪। দেখ, তাহার পর আমি চতুর্থ জনের দ্বারে গিয়া ঘা মারিলে কিঞ্চিৎ কাল পরে কেহ আমাকে বলিল, তুমি কে? তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, আমি খ্রীষ্ট, আমি প্রবেশ করিতে চাহি। ইহা শুনিয়া ঘরের কর্ত্তা অতিশয় শিষ্টাচার পূর্ব্বক আমাকে ডাকিয়া বারাণ্ডায় বসাইয়া কহিল, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই স্থানে কিছু কাল বসিয়া থাকুন, আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিব, এইক্ষণে আমার অনেক কর্ম্ম আছে। হায় ২ তাহার কর্ম্মভারের অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে সে মরিল।

ইহার ভাব এই, খ্রীষ্ট লোকদিগকে পরিত্রাণ করিতে চাহেন, কিন্তু অনেকে সাংসারিক কার্য্যেতে মগ্ন প্রযুক্ত খ্রীষ্ট বিষয়ক কথা শুনিলেও কিম্বা সকল সত্য কহিলেও বিশ্বাস করে না, এবং খ্রীষ্টকে তাহাদের অন্তঃকরণে পরিত্রাণজনক কার্য্য করিতে ও সাংসারিক দুঃখ ও চিন্তা-হইতে রক্ষা করিতে দেয় না। ইহাতেই তাহারা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও ক্ষমা অপ্রাপ্ত হইয়া মরে। ইহাদের অবস্থা কণ্টকবনের মধ্যে পতিত বীজের ন্যায় জানিবা।

৫। আরো শুন, আমি পঞ্চম ব্যক্তির দ্বারে গিয়া ঘা মারিলে ঘরের কর্ত্তা আমার নাম জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে আমি যীশু, এই উত্তর দিলে সে কহিল, আমি বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল, তোমার সেবা করা আমার অসাধ্য, আমার কাছে কেন আসিয়াছ? যুবা লোকদের নিকটে যাওয়া ভাল। তথাপি আমি আরও নিবেদন করিতে থাকিলাম, কিন্তু সেই বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হইয়া মৃত্যুরূপ শয্যাহইতে না উঠিলে শেষে তাহার বিনাশ হইল।

ইহার তাৎপর্য্য শুন। খ্রীষ্ট আপন অনুগ্রহের কথাদ্বারা লোকদের অন্তঃকরণে স্বর্গীয় সুখ ও সান্ত্বনা জন্মাইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাহারা ভ্রান্তি প্রযুক্ত খ্রীষ্টের আজ্ঞা অতি ভারি ও তাহা পালন করা অসাধ্য বোধ করিয়া আপনাদিগকে বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল বলিয়া ওজর করে। আমার যোঁয়ালি অনায়াস ও আমার ভার লঘু, প্রভুর এই কথা তাহারা মনে রাখে না, এবং তিনি বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল লোকের কটিবন্ধন করিয়া শক্তি প্রদান করিতে পারেন, ইহাও বিবেচনা করে না। হায় ২, তাহারা মূঢ়তাতে মরিয়া সেই মূঢ়তার তিক্ত ফল ভোগ করে।

৬। পুনরায় শুন। আমি ষষ্ঠ জনের দ্বারে আঘাত করিলে অল্প-কালের মধ্যে এক জন দ্বার খুলিয়া, তুমি কি চাহ? বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে আমি কহিলাম, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তোমার ঘরে আশ্রয় দেও। সে উত্তর করিল, কোন মতে দিব না। কেননা তোমার পরামর্শ আমার অহিতজনক, ফলতঃ তোমার চক্ষু তোমার বিঘ্ন জন্মাইলে তাহা বাহির কর, তোমার হস্ত পাদ তোমার বিঘ্ন জন্মাইলে তাহা কাটিয়া ফেল, তোমার এই সকল পরামর্শ আমি ভাল বাসি না, অতএব বলি, আপনি চলিয়া যাউন। এই কথা বলিবামাত্র সে পড়িয়া মরিল।

হায় অনেকে এরূপ আচরণ করিয়া থাকে। তাহাদিগকে পাপহইতে ফিরাইবার জন্যে ও ধর্ম্মপথে চালাইয়া স্বর্গীয় সুখ ভোগ করাইবার জন্যে খ্রীষ্ট আপন বাক্য ও ধর্ম্মাত্মাদ্বারা তাহাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহারা পাপকে হস্ত পাদ চক্ষুর তুল্য ভাল বাসে, এই প্রযুক্ত খ্রীষ্টকে ত্যাগ করিয়া শেষে আপন২ পাপেতে মরিয়া অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে।

৭। পুনরায় আমি সপ্তম দ্বারে গিয়া আঘাত করিতে লাগিলাম। তাহাতে কোন কেহ ভিতরহইতে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? আমি প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলাম, আমি নাসরতীয় যীশু। তাহাতে সে কহিল, হাঁ আমি তোমাকে জানি। যাহারা তোমার পশ্চাদ্গামি হয়, তাহাদিগকে ক্রুশ বহন ও দুর্গম পথে গমন করিতে হয়, এবং এক গালে চড় মারিলে তাহার প্রতি অন্য গাল ফিরাইয়া দিতে হয়। অতএব আমি তোমার সহিত বন্ধুতা করিতে ইচ্ছুক নহি, কিন্তু যাহারা আমার ইচ্ছানুসারে আমাকে চলিতে দেয়, তাহাদের সহিত আমি মিত্রতা করিতে বাঞ্ছা রাখি। এই কথা কহিতে ২ এক দূত আসিয়া হঠাৎ তাহাকে প্রহার করাতে সে কীটদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

এ স্থলে এই কথা প্রকাশ হইতেছে, খ্রীষ্ট মনুষ্যদিগকে গ্রহণ করিবার জন্যে আপন সুসমাচারদ্বারা তাহাদিগের অহঙ্কার ও মিথ্যাভিমান দূর করিয়া তাহাদিগকে নম্র ও শিষ্ট করণার্থে, এবং তাঁহার অনুগ্রহ দ্বারা ঈশ্বরসন্তানদিগের সহভাগী করিতে এবং স্বর্গীয় রাজ্যোপযুক্ত করিতে সতত চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহারা আপনাদিগের স্বাভাবিক অহঙ্কার ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বরং হেরোদের মৃত্যু মনোনীত

করে, সুতরাং তাহারা খ্রীষ্টকে গ্রাহ্য করে না, অন্তঃকরণে স্থানও দেয় না।

৮। আরও শ্রবণ কর, আমি অষ্টম দ্বারে গিয়া আঘাত করিলে গৃহের কর্ত্তা কহিল, আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি না, যেহেতুক এই ঘরের সমস্ত কুঠরি বন্ধুগণেতে পরিপূর্ণ আছে, এবং তাহারা তোমার প্রতি বিরক্ত। ইহা কহিয়া সে ঐ বন্ধুদের মধ্যে কএক জনকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে গেল, কিন্তু পুনরায় ঘরে না আসিয়া মরিল।

দেখ, এই কথার ভাব এই, খ্রীষ্ট যাহাদিগের অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে চাহেন, তাহারা আপনাদিগের পরিবার কিম্বা মিত্রগণের ভয় অথবা প্রেম প্রযুক্ত তাঁহাকে অগ্রাহ্য করে, ও তাঁহার পবিত্র প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে না, এইরূপ অনেকের অবস্থা জানিবা। যথা মথি ১৯; ২৯। হায় ২ তাহারা আপনাদিগের ভ্রম প্রযুক্ত বিনষ্ট হইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হয়, সেই স্থানে তাহাদের পরম মিত্রগণও যন্ত্রণা ন্যূন করিতে পারে না।

[ইহার দ্বিতীয় ভাগ আগামি মাসে প্রকাশিত হইবে।]

সান্ত্বনাকর্ত্তার বিষয়।

আদিপুস্তক ১; ২।

প্রভো হে তোমার অতি আশ্চর্য্য শক্তিতে।
কাঁপিল গভীর জল সৃষ্টির কালেতে॥
অনুতাপি যত তব সঙ্গে বাস যার।
সান্ত্বনা প্রদানে কর নরকে উদ্ধার॥
খ্রীষ্টে সমর্পিত সব মনোনীত জন।
স্বর্গীয় সুখের তারা পায় আস্বাদন॥

ইফিষীয় ১; ১৩।

খ্রীষ্টীয়ানে ভর্সা রাখে স্বীকৃত আত্মায়।
হতাশার দিনে তারা দীপ্তি আদি পায়॥
তব প্রমাণেতে যদা যায় সর্ব্ব ভয়।
তব মতে দীন জনে আহ্লাদ জন্মায়॥
তোমার মুদ্রায় যেবা রাখয়ে প্রত্যয়।
তেজোময় দিনে সেই প্রতিফল পায়।

যোহন ১৬; ১৩।

ওহে সত্যময় আত্মা তব শিক্ষা গুণে।
পরীক্ষকফাঁদে আত্মা ক্ষম হয় ত্রাণে॥
ভ্রান্তিরূপ তিমিরেতে গ্রাসিলে অন্তর।
সত্যময় রাজ্যে মোরা যাই পর পর॥

কাপট্যের আচ্ছাদন সদা ছিন্ন করি।
আমাদের আত্মা উঠে উজ্জ্বল স্বর্গ পুরি ॥
১ পিতর ৪, ১৪।
গৌরবে অন্বিত আত্মা প্রদীপ্ত কিরণ।
ত্রাণকর্ত্তা হেতু নিন্দা করে আবরণ॥
অগ্নিশিখা তুল্য ক্লেশ যে করে সহন।
সম্ভ্রম মুকুট পাবে অবশ্য সে জন।
সিংহাসন নিকটেতে যাইতে কেবল।
এই মাত্র পথ তথা পায় প্রতিফল॥

শ্রীরামপুর।] [ইং ন।

জগৎস্থ ও খ্রীষ্টীয় লোকের প্রবন্ধরূপে প্রশ্নোত্তর।

[নীচে লিখিত যে কথোপকথন, তাহা তারাচাঁদ দত্তের রচিত জ্ঞানাঞ্জন অথবা সারসংগ্রহ নামক এক পুস্তকোদ্ধৃত।]

জগৎ। তোমার নাম কি?

জয়। আমার নাম জয়।

জগৎ। তোমার পিতার নাম কি? তিনি কোথায় থাকেন?

জয়। তাঁহার নাম সচ্চিদানন্দ, তিনি প্রেমনগরে থাকেন।

জগৎ। তুমি একাকী কোথা যাইতেছ?

জয়। পিতার নিকট।

জগৎ। কি কারণ?

জয়। শত্রুর প্রতারণায় তাঁহাহইতে দূর হইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বড় দয়ালু, তাঁহার পিতৃস্নেহপ্রযুক্ত অমৃত খাইবার কারণ তাঁহার প্রিয় পুত্রের দ্বারা আমা প্রভৃতি সকল ছিন্নভিন্ন পতিত শিশুদিগকে ডাকিয়াছেন, সেই মঙ্গলসংবাদ শুনিয়া শীঘ্র দিন থাকিতে যাইতে উদ্যুক্ত হইয়াছি; কি জানি রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে পৌঁছিতে না পারি, এবং অমৃতভাণ্ডারের দ্বার রুদ্ধ হয়।

জগৎ। যে পথে তুমি যাইবা সে তোমার অজ্ঞাত ও দুর্গম, এবং তাহাতে অল্প লোক যায়, নানা বিভীষিকাদ্বারা পাছে প্রাণ হারাও।

জয়। সত্য খ্রিস্তপথহইতে কোনহ কু নাই, বরং তাহার মধ্যে জীবনবৃক্ষ আছে, তাহার ফল খাইলে তৃপ্ত হইব, তাহার ছায়াতে শরীর ও আত্মা স্নিগ্ধ থাকিবেক, এবং তাহার তলায় শয়ন করিলে নির্ভয় থাকিব, মরণ নিকটে আসিতে পারিবেক না।

জগৎ। আমার সঙ্গে আইস; এক পথ দেখাইব, তাহার দুই পার্শ্বে অসৎ বৃক্ষ; সেই ছায়ায় শরীর জুড়াইবে বিস্তর, ও বিস্তর সঙ্গী পাইবে, এবং কেহ কিছু বলিবেক না।

জয়। সে পথ জানি, তাহা সোজা নয়, হেটোটেঙ্গরা উচ্চনীচ; আগে তাহাতেই গিয়াছিলাম, আর সেই অনং বৃক্ষের আড়ে ব্যাঘ্র কুকুর ভালুকাদি নানা হিংসুক জন্তু থাকে, তাহারা কত শত লোককে নষ্ট করিয়াছে; তাহা দেখিয়া সে পথহইতে ফিরিয়া আসিয়াছি।

জগৎ। তুমি যে পথের পথিক, তাহার মধ্যে অপার সমুদ্র আছে, তমি কেমনে পার হইবা?

জয়। সে অপার পূর্ব্বে ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে পিতা এইক্ষণে দীনহীন দুর্ব্বল লোকের পারের হেতু কৃপা করিয়া সেতু করিয়াছেন; তাঁহার নামে অনায়াসে পার হওয়া যায়।

জগৎ। ভাল, তবে অগ্নির গড় কি রূপে উত্তীর্ণ হইবা?

জয়। উপরহইতে শান্তিজল বর্ষণে তাহা নির্ব্বাণ হইবে, এবং আনন্দে পিতার আলয়ে পৌঁছিব।

জগৎ। আমার এক পুত্র দমন নামধেয় মোহনের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া মানসপুরে ভ্রমণ করেন, এবং রত্যভিলাষ ও নয়নাভিলাষ নামে দুই কন্যা; যদি আপন মতাবলম্বী ও মনোরম্য পাত্র পাই, তবে তাহাকে দুই কন্যা ও আমার রাজ্য কার্য্য সমর্পণ করিয়া আমার আলয়ে রাখি, যেখানে দিবানিশি গায়িকা গায়ক নাটিকা নাটকাদি বিস্তর নায়িকা নায়ক সমভ্যাহারে উৎসব করিবা।

জয়। তাহাতে আমার কি ভাল হইবেক?

জগৎ। তোমার সহনিবাসী পঞ্চ জন তুষ্ট থাকিবে, তুমি সম্মান ও আহ্বান পাইবা, নিত্য নব রস পানে মগ্ন হইয়া অন্য কোথায় যাইতে চাহিবা না।

জয়। তোমার ঐ রসে মত্ত হইয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রায় পড়িয়াছিলাম, সংপ্রতি ঈশ্বরের কৃপায় প্রাণ পাইয়াছি, এবং তাঁহার কাছে এই কামনা করি যে আমি কিম্বা অন্য কেহ তোমার মায়াছলে যেন আর না ভুলি।

জগৎ। তোমার সর্ব্বজ্ঞেরা আমার রাজ্যে বাস করে, তুমি কি আমাকে মান না? এবং আমার প্রেম তুচ্ছ কর? এমত বুদ্ধি ও শিক্ষা তোমাকে কে দিয়াছে?

জয়। বালককালাবধি পিতার স্থানে শিক্ষিত হইয়া তোমার আচার ব্যবহার জ্ঞাত হইয়াছি।

জগৎ। তবে আমার আচার ও ব্যবহার কি মন্দ দেখিলা?

জয়। তোমার রাজ্যের ব্যবহার নীতি এই যে আগে আশা দিয়া আকর্ষণ করিয়া শেষে নিরাশ কর, ধনির আদর ও নির্ধনির অনাদর ও দরিদ্রের বস্তু দণ্ড ও হরণ করিয়া ধনবানকে বিতরণ কর, নির্দোষিকে দোষির ন্যায় অপমান করিয়া দোষি ব্যক্তির স্থানে ঘুস লইয়া তাহার সম্ভ্রম বাড়াইয়া তাহাকে সভায় স্বীকার কর; বিপদের আগে পলাইয়া বিপক্ষতা কর। এ সকল বিবেচনা করিয়া তুমি আমাকে ত্যাগ করিবার আগে আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া তোমার গড় পার হইয়া আসিয়াছি

এমন এক স্থানে যেখানে তোমার অধিকার ও পরাক্রম ও শাসন নাই; সেই আমার পিতার রাজ্য, তাহাতে নম্র বিনা অহঙ্কারির আদর নাই।

জগৎ। তুমি যাহা বুঝ তাহা গোপনে রাখ, প্রকাশ করিও না।

জয়। তাহা কেমনে হইবেক? কেহ প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নীচে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপর, তাহাতে গৃহস্থদিগকে আলো দেয়।

জগৎ। যদ্যপিও তোমার বাক্য সকল সত্য হয়, তত্রাপি তুমি যে পুনঃ২ আমার কথা হেলন করিতেছ, ইহাতে তোমাকে তাড়না করিতে আমার সৈন্য সকলকে আজ্ঞা দিব।

জয়। যে তোমার হাত ছাড়াইয়া নিস্তার পাইয়াছে, তাহার উপর তোমার আর কোন পরাক্রম নাই; কেবল তাহার অকারণ অপবাদ কর, এবং আপন রাজ্যে স্থির রাখিবার কারণ লোকের গোচরে কহ যে আমি তাহাকে ত্যাজ্য করিয়াছি। সে কেমন? না যেমন এক শৃগাল উচ্চ স্থানে উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষা থলুয়া ঝুলিতে দেখিয়া পাড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা নাগাইল পাইতে না পারিয়া এই বলিয়া আপনাকে প্রবোধ দিল, যে ঐ দ্রাক্ষাফল সুপক্ক নহে ও করম্চার ন্যায় অম্ল, তাহাতে দ্রাক্ষার কি ক্ষতি হইল?

জগৎ। তুমি এত আপদে উত্তীর্ণ হইয়া যে অধিক সুখী হইবা, ইহা কিসে প্রত্যয় কর?

জয়। জগজ্জয়ী জয় এই আমাদের প্রত্যয়।

জগৎ। দশের মিশালে না মরি, চক্ষু মুদিয়া থাকি; অতএব দশ জনে যাহা করে তাহা কর, তবে তোমার সুখ্যাতি হইবে।

জয়। তাহা কেমনে হইবে? কেননা যদি নদীর মধ্যখানে তরণি ডোবে এবং তন্মধ্যস্থিত এক জন ভিন্ন অন্য কেহ সাঁতার জানে না, তবে কি সেই এক জন সকলের সহিত মরে? কিম্বা প্রাণ পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়া কূলে আসিতে চেষ্টা না করে?

জগৎ। তোমাকে কথায় পরাস্ত করা ভার, কিন্তু এই আমি বুঝি, যাহা সকলে করে তাহাই ভাল, এবং যাহা অল্প লোক করে তাহা ভাল নহে।

জয়। তোমার এই মত বোধ বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, সকল ফণিতে মণি ধরে না, সকল গজেতে মুক্তা নাই, এবং সকল বাঁশে বংশলোচন হয় না, তাহাতেই বুঝি যাহা মন্দ এবং সাধারণ তাহা অনেকে বর্ত্তে, কিন্তু যাহা ভাল ও দুর্লভ এবং অসাধারণ তাহা অল্পে বর্ত্তে।

জগৎ। সে যেমন হউক, যাহাতে নিন্দা এমত ক্রিয়া কর্ত্তব্য নহে।

জয়। দেখ যে সূর্য্যোদয়ে জগৎ উজ্জ্বল হয়, এমত সূর্য্যকে সহস্র ২ চামচিকা নিন্দা করিলে ক্ষতি নাই; ততোধিক কুলটাকর্তৃক কুলবধূ নিন্দিতা হইলে তাহার হানি হয় না এবং সতীত্বও ত্যজে না।

জগৎ। তুমি যে মত অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে তোমার কি ভাল হইয়াছে এবং হইবেক? তাহার প্রমাণ দেখাইলে প্রত্যয় করি।

জয়। তোমাকে তাহার প্রমাণ কি দেখাইব? কিন্তু আপনার মধ্যে এই

এত নিদর্শন পাই; পূর্ব্বে যে সকল নিন্দিত ক্রিয়াতে আমোদ করিতাম, এক্ষণে তাহাতে ভয় ও ঘৃণা জন্মে, ইহাতেই আপনাকে দোষী জানিয়া খ্রীষ্টকে নির্দ্দোষী পাইয়া তাঁহার শরণ লইয়াছি।

জগৎ। আর সকল কি অজ্ঞান? তুমি কি এত জ্ঞানবান?

জয়। তাহা নয় বটে, তত্রাপি এই প্রভেদ আছে, তাহারা আপনাদিগকে জ্ঞানি বোধ করে, কিন্তু খ্রীষ্টের চরিত্র শ্রবণে আমার অজ্ঞতা জানিতে পারিয়াছি, এই হিত মানি।

প্রেম।

যে লোকেরা আকর খনন করে, তাহারা কূপের তুল্য কোন গর্ত্ত দিয়া ভূমিমধ্যে নামে, এবং ধাতু কিম্বা আকরীয় কয়লা পাইবার চেষ্টাতে কখনো ২ বারুদদ্বারা শৈলকে কি বৃহৎ প্রস্তরকে ভাঙ্গে। এই বড় আশঙ্কার কর্ম্ম, যেহেতুক একটি লম্বা সুড়ঙ্গ করিয়া বারুদেতে পরিপূর্ণ করিতে হয়, পরে শেষেতে গন্ধকাক্ত এক সূতা জ্বালিয়া সেই বারুদেতে আগুন দেয়, তাহাতে যদি সময়ের পূর্ব্বে আগুন লাগে, তবে অনায়াসে নিকটবর্ত্তি মানুষেরও মৃত্যু হয়। এক দিন অতি গভীর কোন আকরকূপে দুই জন শৈল ভাঙ্গনের জন্যে সুড়ঙ্গ বারুদেতে পূরিতেছে, এমন সময়ে গন্ধকাক্ত সূতাতে হঠাৎ আগুন লাগিল, এবং তাহা বাহির করিবার কোন উপায় ছিল না। অতএব অল্প ক্ষণের মধ্যে প্রজ্বলিত বারুদ প্রযুক্ত শৈল ভগ্ন হইয়া শত ২ প্রস্তরখণ্ড হইবে ইহা বুঝিয়া তাহারা দুই জনে কূপের তলে স্থিত বাল্তিমধ্যে বসিয়া কূপের মুখে যে লোক দাঁড়াইয়া রজ্জুযুক্ত চক্রদ্বারা বাল্তী উপরে টানিবে, তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ওহে শীঘ্র আমাদিগকে উপরে টানিয়া রক্ষা কর। এবং সেই লোক চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু একেবারে দুই জনকে উপর টানিতে তাহার শক্তি ছিল না। অতএব সেই দুই লোক কি করিবে? এক জনের রক্ষা হওয়াও প্রায় সম্ভব ছিল না, দ্বিতীয় জনকে মৃত্যু স্বীকার করিতে হইল, এক নিমিষমাত্র বিলম্ব করিলে দুই জন নষ্ট হইবে। তাহাতে এক জন অন্য জনকে বলিল, তোমার প্রাণ বাঁচুক, আমার মৃত্যু হউক, তুমি পাপী, অদ্যাপি ঈশ্বরের প্রতি ফির নাই, মরিলে নরকে যাইবা, কিন্তু আমি মরিলে প্রভু যীশুর নিকটে স্থান পাইব, তাঁহার অনুগ্রহদ্বারা ইহা জানি। ইহা কহিয়া সে নীচে রহিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। দ্বিতীয় জন কূপের মুখে পৌছিয়া আপন মিত্রের কি হইবে, ইহা জানিবার জন্যে হেঁট হইয়া কূপমধ্যে দৃষ্টি করিল। তৎক্ষণাৎ ঘোর শব্দ পূর্ব্বক শৈল খণ্ড বিখণ্ড হইলে এক প্রস্তরখণ্ড উড়িয়া তাহার কপালে লাগিয়া ক্ষত করিল। কিন্তু দ্বিতীয় জনের প্রতি কি ঘটিয়াছে, ইহা জানিবার জন্যে যখন লোকেরা খনন করিল, তখন প্রস্তরখণ্ড সকল খিলানের ন্যায় তাহার মস্তকোপরি বদ্ধ আছে, এবং সে কিছু ক্ষতি না পাইয়া প্রভুতে

আনন্দ করিতে ২ কূপতলে বসিয়া আছে, ইহা দেখা গেল। প্রথম জনও বাঁচিল, কিন্তু বোধ হয় তাহার জাবজ্জীবন কপালে ক্ষতের চিহ্ন থাকিবে।

ভাল কৌতুক।

এক দিন আমেরিকা দেশের কোন বিদ্যালয়ের এক ছাত্র শিক্ষাগুরুর সহিত বেড়াইতে গেলেন। ক্ষেত্র দিয়া গমন করিতে ২ তাঁহারা পথের পার্শ্বে এক কৃষাণের জুতা দেখিতে পাইলেন। তাহাতে সেই যুবা গুরুকে কহিলেন, সন্ধ্যাকাল হইল, ঐ কৃষাণ শীঘ্র ঘরে যাইবে, আইস আমরা তাহার সহিত পরিহাস করি। এই তাহার জুতা, তাহা কোন গুপ্ত স্থানে রাখিয়া আপনারা ঐ ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব, তাহাতে হারাণ জুতার নিমিত্তে তাহার ব্যস্ততা দেখিব। গুরু কহিলেন, হে বৎস, দুঃখি লোককে দুঃখ দিয়া কৌতুক করা অনুপযুক্ত; তুমি ধনী আছ; এই দুঃখিদ্বারা তোমার আরও মিষ্ট কৌতুক জন্মিতে পারে; তুমি তাহার এক ২ জুতার মধ্যে এক ২ টাকা রাখ, পরে আমরা লুকাই। যুবা তাহা করিলে তাঁহারা ঝোপে লুকাইয়া কৃষাণের আগমনের অপেক্ষাতে থাকিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে কৃষাণের কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে সে ক্ষেত্রহইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে এক পায়েতে জুতা দিয়া কোন শক্ত বস্তু জুতামধ্যে আছে, এমন টের পাইলে সে হেঁট হইয়া দেখিল জুতার মধ্যে এক টাকা আছে। ইহাতে অতি বিস্মিত হইয়া সে ঐ মুদ্রা অবলোকন করিয়া বার ২ উল্টাইয়া চতুর্দ্দিগে চাহিলেও কাহাকে দেখিতে পাইল না। শেষে মুদ্রা জেবে রাখিয়া অন্য পায়েতেও জুতা দিতে উদ্যত হইল, এবং তাহাতেও এক টাকা পাইয়া আরও আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। পরে হাঁটু গাড়িয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল। যেহেতুক তাহার যে স্ত্রী রোগগ্রস্থা ও কর্ম্ম করণে অক্ষমা ছিল, এবং তাহার যে বালকগণ অনাহারে থাকাতে মৃতপ্রায় ছিল, তাহাদিগের বাঁচিবার উপায় এমন আশ্চর্য্যরূপে পাইয়াছিল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ঐ কৌতকার্থি যুবলোক অশ্রুজলে পূর্ণচক্ষু হইয়া গুরুকে কহিলেন, আপনি আমাকে এই যে শিক্ষা দিলেন, তাহা কখনো বিস্মৃত হইব না। গ্রহণ করা অপেক্ষা বরং দান করা উত্তম, এই বচনের ভাব আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই, অদ্য তাহা বুঝিলাম।

ইহাতে সকলে দেখিতে পারে যে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা যাহাতে অনপেক্ষিত রূপে আপন দুঃখার্ত্ত সন্তানদের উপকার করিতে পারেন তাঁহার এমত নানা উপায় আছে।

সমাচার।

চর্চ্চ মিশনরি সোসাইটির বার্ষিক সভা।— ২২ ডিসম্বর উক্ত সভা হইয়াছিল, এবং তৎকালে যে রিপর্ট অর্থাৎ কর্ম্মের বৃত্তান্ত পাঠ করা গেল,

তাহাতে বোধ হয় উক্ত সোসাইটির সম্বন্ধে এই বঙ্গদেশীয় ও উত্তর হিন্দুস্থানীয় প্রায় ৬০০ খ্রীষ্টীয়ান লোক প্রভুর ভোজন গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং শিশুশুদ্ধ নরনারিরদিগকে ৫০০০ নামধারি খ্রীষ্টীয়ান লোক আছে। তাহাদের বাসস্থান এই ২, কলিকাতা এবং তাহার দক্ষিণস্থিত ঠাকুরপুকুর গ্রাম ও আগড়পাড়া ও বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগর ও চাপড়া ও কাপাসডাঙ্গা ও রত্নপুর ও সোলো ও কাশী ও চুনার ও জোয়ানপুর ও গোরক্ষপুর ও আগরা।

বাপ্তিষ্ট মিশনরি সোসাইটির বার্ষিক সভা।— ২৮ জানুয়ারি উক্ত সভা হইয়াছিল, এবং তৎকালে পঠিত বৃত্তান্তদ্বারা বোধ হয় যে উক্ত সোসাইটির সম্বন্ধে এই বঙ্গদেশে ও উত্তর হিন্দস্থানে অবগাহনমতাবলম্বি ২৪ মণ্ডলী আছে, সেই সকল মণ্ডলীর অংশী সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৩৮ জন আছে। তাহাদের মধ্যে কমবেশ ৯৫০ জন দেশীয় লোক। তদ্ভিন্ন কত নামধারি খ্রীষ্টীয়ান আছে তাহা জানা যায় না। উক্ত মণ্ডলী সকল এই ২ স্থানে আছে, কলিকাতায় ৪ মণ্ডলী, নূরসিকুদাচক, মলায়াপুর, লক্ষ্মীকান্তিপুর, খাড়ি, হওড়া, শ্রীরামপুর, কাটোয়া, বীরভূমি, দিনাজপুর, যশোহর, বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম, মঙ্গের, পাটনা, কাশী, চুনার, আগরা, মথুরা, দিল্লী।

লণ্ডন মিশনরি সোসাইটির সম্বন্ধে দেশীয় কত খ্রীষ্টীয়ান লোক আছে তাহা এপ্রিল মাসে প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব।

বাখরগঞ্জ জেলাতে অর্থাৎ বড়িশালের নিকটস্থ নানা গ্রামে খ্রীষ্টধর্ম্মের শত্রুরা স্বদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের প্রতি অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেছে, তাহার বিশেষ বিবরণ এখনও জানা যায় না, কেবল ইহা জানি, যে তথাকার অনেক ভ্রাতা ও ভগিনী অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে।

বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের পরস্পর উপকারার্থক সম্প্রদায়ের বার্ষিক সভা ১৬ ফিব্রুয়ারি হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের অংশী লোক সকলে এ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান, কিন্তু নানা নামের মণ্ডলীর লোক। তাঁহারা মণ্ডলীভুক্ত দরিদ্র ও পীড়িত ও প্রাচীন ও বিধবা লোকদের উপকার করিতেছেন, এবং আনন্দের বিষয় এই, তাঁহারা সাহেব লোকদের নিকটে উপকার না চাহিয়া আপনাদের মধ্যে চাঁদা করিতেছেন। উক্ত সভাতে কএক ভ্রাতা অতি উত্তম কথা কহিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া সকল শ্রোতা আনন্দিত হইলেন।

যশোহর জেলার মালগাজী গ্রামের খ্রীষ্টীয়ান লোক আপনারা সকল টাকা দিয়া একটি ভজনালয় নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাতে বার্টের অধিক লোক বসিয়া স্থান পাইতে পারে, এবং তাহা প্রভুর দিনে লোকেতে পরিপূর্ণ হয়।

উপদেশক।

এপ্রিল ১৮৪৭ (৪) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে লিখিত ইতিহাস সকল সত্য, ইহার প্রমাণ।

দশম কথা। তিন চারি ব্যক্তি একপরামর্শ না হইয়াও এক ঘটনার বিবরণ লিখিলে যদি তাহাদের ঐ বৃত্তান্তের পরস্পর ঐক্য হয়, তবে সেই বিবরণ অবশ্য সত্য বোধ হয়। মথি ও মার্ক ও লূক, এই তিন জনের তিন সুসমাচারেতে যে২ ঘটনার পৃথক২ বিবরণ লিখিত আছে, এমত অনেক ঘটনা আছে, এবং তাহাদের তিন বিবরণে ঐক্য আছে। ইহা উক্ত তিন সুসমাচার পাঠ করিলে অনায়াসে দেখা যায়। এবং যোহন যদ্যপি তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত ঘটনার বিবরণ সকল পুনরায় লিখিতে অনাবশ্যক বুঝিলেন, তথাপি তাঁহার রচিত সুসমাচারদ্বারা তাঁহাদের ইতিহাস আরও স্থিরীকৃত হয়। এবং লূকরচিত যে প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ, তাহার এবং পৌলরচিত কএক পত্রের পরস্পর সম্যক ঐক্য আছে। এই সকলের প্রমাণ কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে লেখা আবশ্যক। মথি ও মার্ক ও লূক এই তিন জনের তিন সুসমাচার প্রায় মিলে। ভাল, তবে ইহাঁদের মধ্যে এক জন কি অন্যের সুসমাচার দেখিয়া তাহার মধ্যে যে বিবরণ পাইয়াছিলেন, তাহা পুনরায় লিখিয়াছেন? কিম্বা তাঁহারা কি তিন জনে অগ্রে একপরামর্শ হইয়া এক কথা লিখিয়াছেন? এমন নহে। তাহা করিলে তাঁহারা প্রথমাবধি প্রতারকরূপে গণিত হইতেন। মথি অন্য দুই জনের পূর্ব্বে আপন সুসমাচার লিখিয়াছেন, ইহা প্রায় সকলে স্বীকার করে, এবং তাহার প্রমাণও আছে। দেখ, যে রোমীয় সৈন্যগণ প্রভু যীশুর কবরস্থান রক্ষা করিয়াছিল, তাহারা তাঁহার পনরুত্থানের সময়ে পলাইয়া যিহূদীয়দের প্রধান লোকদিগকে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলে পর সেই প্রধান লোকেরা তাহাদিগকে অনেক মুদ্রা দিয়া কহিল, তোমরা নিদ্রা গেলে তাহার শিষ্যগণ রাত্রিকালে আসিয়া তাহার শব হরণ করিয়া লইয়া গেল, তোমরা এই কথা প্রচার কর. তাহাতে তাহারা সেই মুদ্রা লইয়া ঐ শিক্ষানুসারে কর্ম্ম করিল, ইহা বলিয়া মথি কহেন, "যিহূদীয় লোকদের মধ্যে অদ্যাপি সেই কথার জনরব আছে।" এমত জনরব যদি তৎকাল পর্য্যন্ত যিহূদীয় লোকদের মধ্যে না হইত, তবে মথি ইহা লিখিতেন না, কারণ এমত

জনরব নাই, পাঠকেরা ইহা জানিতে পারিত, তাহাতে তাহারা মথিকে মিথ্যাবাদিরূপে জ্ঞান করিত, অতএব এমত জনরব কিছু কাল পর্য্যন্ত ছিল, ইহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ জনরবের কথা অতি অসঙ্গত। নিদ্রিত সৈন্যগণ কি দেখিতে পারে? এবং এক জন যদি জাগ্রৎ হইত, তবে সেই এক জন পূর্ণচন্দ্র প্রযুক্ত জোৎস্না রাত্রিতে অনায়াসে শিষ্যগণকে দেখিতে পাইয়া অতি শীঘ্র অন্য সকল সৈন্যকে জাগ্রৎ করাইত, এবং শিষ্যগণ অবশ্য পলাইত, তাহাতে দেহ বাহির করণের পূর্ব্বে পলাইলে দেহ কবর মধ্যে থাকিত, নতুবা দেহ বাহির করণের পরে পলাইলে শিষ্যেরা তাহা ভূমিতে না ফেলিলে রক্ষা পাইতে পারিত না; যাহা হউক, শব সৈন্যদের হস্তে পড়িত। এবং রোমীয় সৈন্য প্রহরিকর্ম্মের সময়ে নিদ্রা গেলে প্রাণদণ্ডের যোগ্য হইত, এই জন্যে ঐ সৈন্যগণ যে সকলে নিদ্রা গেল, এ অতি অসম্ভব, এবং নিদ্রা গেলে আপনাদের দোষ আপনারা প্রকাশ করিল, ইহা আরও অসম্ভব। অতএব ঐ জনরবের কথা অতি অসঙ্গত, ইহা সুস্পষ্ট। ভাল, এমত অসঙ্গত কথার জনরব কিছু কাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, পরে সকলে তাহা অগ্রাহ্য করে। মথির সময় পর্য্যন্ত ঐ কথা চলিত ছিল, এ জন্যে মথি তাহা মিথ্যা প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু মার্ক ও লূক এই দুই জন তদ্বিষয়ে কিছুঃ কহেন নাই, ইহাতে বোধ হয় তাহাদের সময়ে ঐ জনরব যিহূদী লোকদের মধ্যে আর চলিত ছিল না। সুতরাং মথি অন্য দুই জনের পূর্ব্বে সুসমাচার লিখিয়াছেন।

আর মার্ক যে আপন সুসমাচার রচনা করণের সময়ে মথির সুসমাচার দেখেন নাই, এবং মথির সঙ্গে কোন পরামর্শও করেন নাই, ইহাও সপ্রমাণ, যেহেতুক মথির অনেক কথা মার্ক কহেন নাই, এবং তাহাদের দুই জনের রচিত দুই সুসমাচারের ভিন্ন ধারা আছে। অর্থাৎ সামান্য লোকসমূহের সাক্ষাতে খ্রীষ্ট যে২ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা মথি অতি সুশৃঙ্খলমতে জানান, কিন্তু মার্ক তাহা জানান নাই। কেন? মথির প্রকাশিত কথা পুনরায় প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, এই জন্যে কি জানান নাই? তাহা নহে, বরং মথি যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এমত অনেক২ কথা মার্কও লিখিয়াছেন। সত্য কারণ এই, মার্ক অগ্রে মথির সুসমাচার দেখেন নাই। এবং তিনি যে লূকের সুসমাচারও দেখেন নাই, ও লূকের সঙ্গে পরামর্শ করেন নাই, ইহাও সপ্রমাণ, যেহেতুক লূকের সুসমাচারেতে যে সকল ঘটনার বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে মার্কের সুসমাচারেতে কেবল অৰ্দ্ধেকের বৃত্তান্ত আছে।

আর লূক যে অগ্রে মথির সুসমাচার দেখিয়া আপনি সুসমাচার লিখিয়াছেন, তাহাও নহে। এ বিষয়ের অনেক প্রমাণ হইলেও কেবল এই একটি প্রমাণ দিতেছি। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শৈশবাবস্থার যে দুই বিবরণ মথি ও লূক লিখিয়াছেন, তাহা অতি অসমান। মথি যাহা লিখিয়াছেন তাহা লূক লিখেন নাই; এবং লূক যাহা লিখিয়াছেন তাহা মথি লিখেন

নাই। লূক যদি অগ্রে মথির বিবরণ দেখিয়া পরে আপনার বিবরণ লিখিতেন, তবে উভয় বিবরণ অসমান হইলেও তাহাদের পরস্পরের যে ঐক্য আছে, ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এমত চেষ্টা করেন নাই, সুতরাং মথির সুসমাচার অগ্রে দেখেন নাই। এবং বোধ হয় মার্কের সুসমাচারও দেখেন নাই; দেখিলে অবশ্য তাহা প্রকাশ পাইত। ইহার উদাহরণ; যিরীহো নগরের নিকটে যীশু যে অন্ধ লোককে চক্ষুর্দান করিলেন, তাহার নাম বর্তিময় ছিল, ইহা মার্ক কহেন (মা ১০; ৪৬)। সেই ব্যক্তির নাম যদি লূক জ্ঞাত হইতেন, তবে তিনিও তাহা জানাইতেন, কিন্তু জানান নাই। আরও স্পষ্ট প্রমাণ এই, প্রভু যীশুর ক্লেশভোগ ও মৃত্যুর যে দুই বিবরণ মথি ও মার্ক লিখিয়াছেন, তাহা প্রায় সমান, কিন্তু ঐ ঘটনার যে বিবরণ লূক লিখিয়াছেন, তাহা ঐ দুইয়ের অতি অসমান। এবং মথি ও মার্ক রচিত দুই বিবরণ লূক যে দেখেন নাই, ইহা তাঁহার রচিত বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়।

মথি ও মার্ক ও লূক এই তিন জন যদ্যপি একপরামর্শ হন নাই এবং এক জন অন্যের গ্রন্থ অগ্রে দেখেন নাই, তথাপি তাঁহারা তিন জনে নানা ঘটনার তিন বিবরণ লিখিয়াছেন, ও সেই তিন বিবরণের পরস্পর অতি আশ্চর্য্য ঐক্য হওয়াতে তদ্দ্বারা আমাদের বিশ্বাস সম্যক্রূপে স্থিরীকৃত হয়। এবং কোন২ ঘটনার দুই বিবরণ অসমান হইলেও অনৈক্য বোধ হয় না, বরং এক বিবরণে সেই ঘটনার এক ভাগ, অন্য বিবরণে অন্য ভাগ প্রকাশ পায়, ইহা বোধ হয়। তথাপি নানা ঘটনার বিষয়ে কিছু সন্দেহ আছে, ইহা কেহ২ বলিবে। ভাল, সন্দেহ হউক, কিন্তু যাহার বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না, এমন অনেক ঘটনার বিবরণ মথি ও মার্ক ও লূক এই তিনের গ্রন্থে কি হয় না? সাংসারিক ইতিহাসের মধ্যে যাহার বিষয়ে তিন বিশেষ২ সাক্ষির প্রমাণ সম্যক্রূপে মিলে, এমত অতি অল্প ঘটনা আছে, তথাপি সেই সাক্ষিরা বিশ্বাসের অযোগ্য, ইহা হঠাৎ কেহ বলে না। তবে যে তিন সাক্ষির প্রমাণ কেবল দুই এক বার মিলে তাহা নহে, অনেক২ বার সম্যক্রূপে মিলে, তাহাদের অর্থাৎ মথি ও মার্ক ও লূক এই তিনের সাক্ষ্য অবশ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসের যোগ্য।

এবং যে ঘটনার কেবল দুই জনের লিখিত দুই বিবরণ উক্ত তিন সুসমাচারেতে আছে, এমন অনেক ঘটনাও আছে, আর তদ্বিষয়ক দুই বিবরণ প্রায় সম্যক্রূপে মিলে, ইহাতেও আমাদের বিশ্বাস স্থিরীকৃত হয়।

উক্ত তিন জনের অনেক বৎসর পরে যোহনও একটি সুসমাচার লিখিলেন, এবং বোধ হয় অগ্রে লিখিত তিন সুসমাচার তাঁহার হস্তে ছিল। ইহার প্রমাণ এই। মথি ও মার্ক ও লূক যে সকল বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাহা যোহন পুনরায় লিখিতে অনাবশ্যক বোধ করাতে তাঁহার রচিত সুসমাচারে পাওয়া যায় না, তাহাতে কেবল এক ঘটনার, অর্থাৎ পাঁচ রুটীদ্বারা পাঁচ সহস্র লোকের তৃপ্ত হওনের বৃত্তান্ত চারি সুসমাচারে এক রূপে লিখিত আছে। আরও প্রমাণ এই। উক্ত তিন সুসমাচার পাঠ করি-

লে যেন হঠাৎ পাঠকের মনেতে কোন ভুল কিম্বা সন্দেহ না জন্মে, এই অভিপ্রায়ে যোহন কোন২ কথা লিখিয়াছেন। তাহার উদাহরণ; অবগাহক যোহনের কারাবদ্ধ হওনের পূর্ব্বে খ্রীষ্ট উপদেশ করেন নাই ও গালীল দেশে কোন আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন নাই, পূর্ব্বলিখিত তিন সুসমাচার পাঠকের হঠাৎ এমন বোধ হইতে পারে, তাহাতে এমন ভ্রান্তি যেন না জন্মে, এই নিমিত্তে যোহন আপনার সুসমাচারেতে ইহা লিখিলেন, যথা, "তৎকালে যোহন কারাগারে বদ্ধ হয় নাই।" (যো ৩; ২৪।) তদ্রূপ আরও কএকটি উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। তবে যোহনের ও অন্য তিনের সুসমাচারেতে কি অনৈক্য আছে? তাহা নয়। বরং যোহনের অনেক২ কথা কেবল ঐ তিন সুসমাচারদ্বারা আমাদের বোধগম্য হয়, ইহার উদাহরণ। যীশু যে অবগাহক যোহনের নিকটে গমন করিলেন, ইহা যোহন বলেন, কিন্তু কোন্ অভিপ্রায়ে গমন করিলেন, তাহা বলেন না। (যো ১; ২৯। ৩; ২৬।) কেন বলেন না? কারণ এই, যীশু যে অবগাহিত হওনার্থে যোহনের নিকটে গমন করিলেন, তাহা অন্য তিন সুসমাচারেতে অগ্রে লিখিত ছিল। অন্য উদাহরণ; যীশু আপন মৃত্যুর পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যাকালে আপন শিষ্যদের পদ আপনি ধুয়াইলেন, ইহার বৃত্তান্ত যোহন লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের পদ ধুইবার সুযোগ কি ছিল, তাহা বলেন নাই, কেন? না, লূকের সুসমাচারেতে তাহা লিখিত ছিল, ফলতঃ শিষ্যদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠরূপে গণিত হইবে, এই বিষয়ে তাহাদের বাদানুবাদ হইয়াছিল, ইহা লূক জানাইয়াছিলেন। এই রূপে যোহনের আরও কএকটি কথা কেবল অন্য তিন সুসমাচারদ্বারা স্পষ্ট হয়। আর যোহনের ও অন্য তিনের সুসমাচারের অনৈক্য নহে, ইহা প্রভু যীশুর ক্লেশভোগ ও মৃত্যু ও পুনরুত্থানের যে চারি বৃত্তান্ত চারি জন লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা সপ্রমাণ হয়; তাহা কেবল নহে, যোহনের সুসমাচারের যে ধারা, তাহাদ্বারাও অন্য তিনের কথা সম্যকরূপে স্থিরীকৃত হয়, কারণ তিনি তাঁহাদের সুসমাচার জ্ঞাত হওয়াতে তাঁহাদের কোন ভুল পাইলে অবশ্য প্রকাশ করিতেন।

এই সকল কথার নির্যাস কি? তাহা এই, কোন ঘটনার এক বিশ্বাস্য সাক্ষির প্রমাণ হইলে যদি সেই ঘটনার প্রামাণ্য হয়, তবে যে ঘটনার দুই বা তিন বা চারি বিশ্বাস্য সাক্ষির প্রমাণ আছে, তাহার প্রামাণ্য আরও নিশ্চিত। আর এমত নানা সাক্ষির প্রমাণদ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক নানা ঘটনার প্রামাণ্য হয়। আর তাহাদ্বারা প্রত্যেক সাক্ষির বিশ্বস্ততা আরও প্রকাশ পায়।

লূকরচিত যে প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ এবং পৌলের লিখিত যে পত্র সকল, এ দুইয়ের প্রমাণেতে এমত ঐক্য আছে যে তদ্দ্বারা দুই জনের সাক্ষ্য অতি বিশ্বাস্য হয়। ইহারও উদাহরণ দিলে সময়ের অকুলান হইবে, এ জন্যে তাহা লিখিলাম না।

পূর্ব্বোক্ত দশ কথা বিবেচনা করিলে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে লিখিত

ইতিহাসের সত্যতা প্রকাশ পাইলেও আমরা এখন পরীক্ষান্তরদ্বারা তাহা আরও স্পষ্টরূপে দেখাইব। দুই প্রকার কথার অর্থাৎ নগরাদি স্থান ও উচ্চপদস্থ কোন২ লোক বিষয়ে যে২ কথা তাহার পরীক্ষা লইব। তাহাতে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে কথা কহিতে হইবে, ইহাতে পাঠকগণ যেন বিরক্ত না হন, এই নিবেদন করা যাইতেছে।

১। নগরাদি স্থানের বিষয়ে যে২ কথা ধর্ম্মপুস্তকের অন্তর্ভাগে লিখিত আছে, তাহার পরীক্ষা করা যাইতেছে। মথির ২১ অধ্যায়ের প্রথম পদে লিখিত আছে, "তাহারা যিরূশালম নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়া জৈতুন "নামক পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী গ্রামে উপস্থিত হইল।" যিহূদী পণ্ডিত লোকেরা এই বৈৎফগী গ্রামের নাম করিয়া নানা প্রকার অজ্ঞানতার কথা কহিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবল দুইটা লিখিতেছি, তাহা এই২, "প্রশ্ন। কোন হত লোকের শব যদি নিতান্ত যিরূশালম নগরের মধ্যে "পাওয়া যায়, তবে হত্যাকর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে তন্নিবাসিরা কি "তাহা দেখিতে যাইবে? উত্তর। অবশ্য যাইবে। প্র। এমন শব যদি "বৈৎফগী স্থানে পাওয়া যায়, তবেও কি তথায় যাইয়া দেখিতে হইবে? "উ। যাইতে হইবে।" দ্বিতীয় কথা এই। "পর্ব্বের মহাদিনে যিরূশা- "লমের বাহিরে গমন করা যদ্যপি নিষিদ্ধ হয়, তথাপি বৈৎফগী স্থান "নিবাসিরা রাত্রিকালে বিশ্রাম করণার্থে সেই স্থানে যাইতে পারে।' বৈৎফগী গ্রাম যিরূশালমের অতি নিকটস্থ ছিল, ইহা এই দুই কথাদ্বারা সপ্রমাণ হয়।

প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণের ৩ অধ্যায়ের ২ পদে লিখিত আছে, "লোকেরা দিনে২ কোন জন্মখঞ্জ মনুষ্যকে ভিক্ষা করিবার নিমিত্তে "মন্দিরের সুন্দর দ্বারের নিকটে রাখিত।" পরে পিতর ও যোহনদ্বারা সুস্থ হইয়া ঐ ব্যক্তি তাহাদের নিকটে সুলেমানের বারাণ্ডাতে রহিল, ইহা ১১ পদে লিখিত আছে। আর যোষীফসের গ্রন্থদ্বারা আমরা জানি সুন্দর নামে এক দ্বার ও সুলেমানের বারাণ্ডা এই উভয় মন্দিরের পূর্ব্বদিগে ছিল।

গালীল দেশের কফর্নাহূম ও যিহূদা দেশের যিরীহো এই দুই নগর প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল, ইহা যোষীফস প্রভৃতি সাংসারিক লেখকদের গ্রন্থদ্বারা জানা যায়। আর ইহার সহিত ধর্ম্মপুস্তকের কথাও মিলে, যেহেতুক সেই দুই স্থানের দুই করসঞ্চয়কারির নাম তন্মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, অর্থাৎ কফর্নাহূম নিবাসি মথির ও যিরীহো নিবাসি সক্কেয়ের। (মথি ৯; ১,৯। লূক ১৯; ১,২।)

লূকের ১০ অধ্যায়ের ৩০ পদে লেখা আছে, "এক ব্যক্তি যিরূশালম- "হইতে যিরীহো নগরে যাইতেছিল, এমত সময়ে দস্যুদলের হস্তে পতিত "হইল।" যিরূশালমহইতে যে স্থান দিয়া যিরীহো নগরে যাওয়া যায়, সেই পথের দুই দিগে অতি উচ্চ পর্ব্বত, ও সেই পর্ব্বতে অনেক গহ্বর আছে, তাহাতে সেই স্থান অদ্যাবধি অতি দুরন্ত দস্যুদলের আশ্রয় হইয়া আসিতেছে, এবং ইউরপীয় পথিকেরা দেশভ্রমণ করিতে২ যদি

সেই পথ দিয়া যাত্রা করেন, তবে আপন২ প্রাণ রক্ষার্থে সৈন্যদলকে সঙ্গে না করিয়া যান না।

শিখিম নামক নগর যে স্থানে ছিল সেই স্থানে এখনও একটি নগর আছে ও তাহাতে এখনও শোমিরোণীয় মতাবলম্বি কএক গোষ্ঠী বাস করিতেছে। সেই নগরহইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে এখনও অতি গভীর এক কূপ আছে, সেই কূপের জল অতি উত্তম। এবং সেই কূপ গিরিষিম নামক পর্ব্বতের তলস্থিত, আর ঐ গিরিষিম পর্ব্বতের শৃঙ্গে পূর্ব্বে শোমিরোণীয়দের মন্দির ছিল, ইহা তথাকার লোকেরা অদ্যাবধি স্বীকার করিতেছে। তাহাতে যোহনের সুসমাচারের ৪ অধ্যায়ে ঐ নগর ও কূপ ও পর্ব্বতের এবং নগরহইতে কূপে গমনে যে ক্লেশ হয়, ইহার যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহার সত্যতা সপ্রমাণ হয়।

প্রেরিতদের ক্রিয়ার ১৩ অধ্যায়ের ৬ পদে লিখিত আছে, সর্জ্জিয় পৌল নামক ব্যক্তি কুপ্র উপদ্বীপের অধ্যক্ষ ছিলেন। অধ্যক্ষ, এই শব্দদ্বারা মূলভাষার যে শব্দের অর্থ হইল, তাহা কেবল এক প্রকার দেশাধ্যক্ষকে, অর্থাৎ রোমীয় সেনাত নামে প্রধান লোকদের সভাদ্বারা নিযুক্ত দেশাধ্যক্ষকে বুঝায়। উক্ত শব্দ অন্থুপাতঃ, অর্থাৎ কন্সুলের প্রতিনিধি। কিন্তু যে দেশাধ্যক্ষ কৈসরদ্বারা নিযুক্ত হয় তাহার অন্য উপাধি ছিল, অর্থাৎ প্রীতর। যেমন এই দেশে গবর্ণর ও কমিশনর প্রভৃতি দেশাধ্যক্ষদের বিশেষ উপাধি আছে, প্রায় সেই প্রকার। ভাল, কুপ্র উপদ্বীপের যে অধ্যক্ষ তাহাকে নিযুক্ত করা কৈসরের অধিকার ছিল, কেহ২ এমত প্রমাণ দিয়া লূকের ভুল ধরিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। পরে ঐ কুপ্র উপদ্বীপে মুদ্রাঙ্কিত অতি পুরাতন এক মুদ্রা পাওয়া গেল, তাহার এক দিগে তৎকালীয় ক্লৌদিয় কৈসরের প্রতিমূর্ত্তি ও নাম, অন্য দিগে কুপ্র উপদ্বীপের অন্য এক দেশাধ্যক্ষের নাম এবং আন্থুপাতঃ এই উপাধি লিখিত আছে। সেই মুদ্রা বিনা এ বিষয়ের অন্য প্রমাণ অনেক দিন পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। পরে জ্ঞানি লোকেরা পুরাতন পুরাবৃত্তের কোন বিশেষ বৃত্তান্তমধ্যে হঠাৎ এই সমাচারের উদ্দেশ পাইল, যে পূর্ব্বে ঐ উপদ্বীপের রাজকর গ্রহণ ও দেশাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা কৈসরের অধিকার হইলেও সেই অধিকার পরে কৈসরকর্তৃক সেনাতের নিকটে সমর্পিত হইল, তাহাতে লূকের কথা আরও স্থিরীকৃত হইল, এবং সেই সময়াবধি উক্ত মুদ্রার তুল্য কুপ্র দেশের তৎকালীয় আর কএক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অতএব এমন অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও লূকের বিশ্বস্ততা প্রকাশ পায়।

প্রেরিতদের ক্রিয়ার ১৪ অধ্যায়ের ২৫ ও ২৬ পদে লিখিত আছে, পৌল ও বর্ণব্বা অত্তালিয়া নগরহইতে সমুদ্রপথে যাইয়া সুরিয়া দেশের আন্তিয়খিয়া নগরে উপস্থিত হইল। অত্তালিয়া নামে যে সমুদ্রতীরস্থ নগর, তাহা এখনও আছে, আর এখনও তথাহইতে সমুদ্রপথে সুরিয়া দেশে যাওয়া যায়।

এই রূপে অন্য২ স্থানের নাম বিবেচনা করিলে ধর্ম্মপুস্তকের অন্ত-ভাগের সত্যতা আরও স্পষ্ট রূপে সপ্রমাণ হয়, কিন্তু বোধ হয় এমন বিস্তারিত বিবেচনার কোন প্রয়োজন নহে।

২। কোন২ উচ্চপদস্থ ও মান্য লোক বিষয়ে যে২ কথা ধর্ম্মপুস্তকে আছে, তাহার পরীক্ষা করা যাইতেছে। হেরোদের বংশীয় কএক রাজার কথা ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ হেরোদের আট ভার্য্যা ছিল, তাহাদের হইতে তাহার কন্যা পুত্রাদি অনেক সন্তান জন্মে। সেই সকলের মধ্যে যাহাদের কথা ধর্ম্মপুস্তকে আছে, তাহাদেরই নাম লিখিতেছি। তাহার পুত্রদের মধ্যে এই ২ জন।, ১, যিহূদা প্রদেশের রাজা আর্খিলায়। ২, গালীল প্রদেশের রাজা হেরোদ আন্তিপা। ৩, যিতূরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া দেশের রাজা ফিলিপ হেরোদ। ৪, হেরোদিয়ার প্রথম স্বামী অন্য ফিলিপ। ৪, বৃদ্ধ হেরোদের পৌত্র হেরোদিয়ার সহোদর হেরোদ আগ্রিপ্প। এই হেরোদ আগ্রিপ্পের দুই কন্যার ও এক পুত্রের কথাও আছে, তাহারা এই ২, ৫, বর্ণীকী। ৬, ইহার সহোদরা দ্রুষিল্লা। ৭, এই দুইয়ের সহোদর আগ্রিপ্প।

বৃদ্ধ হেরোদ আপন পরমায়ুর শেষবৎসরে বৈৎলেহম নগরের সকল শিশুদিগকে বধ করাইল, ইহা মথি লিখিয়াছেন। সেই ব্যক্তি যে অতি নিষ্ঠুর ছিল এবং আপন পরিবারের অনেক লোককেও বধ করাইল, ইহার অনেক প্রমাণ যোষীফস লিখিয়াছেন।

১। আর্খিলায় আপন পিতার শেষাজ্ঞাদ্বারা যিহূদা প্রদেশের রাজত্বপদে নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু সে আপন পিতার ন্যায় বুদ্ধিমান না হইয়াও তাহার ন্যায় খল ও নিষ্ঠুর ছিল, এ জন্যে তাহার নিজের ভ্রাতৃভগিনীগণ তাহার রাজা হওনে অসম্মত হওয়াতে রোমীয় লোকেরা তাহাকে ঐ রাজত্বপদ দিতে বিলম্ব করিল। অবশেষে তাহা পাইয়া সে কএক বৎসর পর্য্যন্ত এমন দুরন্ত ও নির্ব্বোধ রূপে দেশের শাসন করিল, যে পদচ্যুত হইল, তাহাতে রোমীয়েরা আপনারা সেই দেশের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল। এই ব্যক্তির নিষ্ঠুরতার বিষয়ে মথি ইহা লিখিয়াছেন, যথা "যিহূদা দেশে অর্খিলায় নামে 'রাজকুমার আপন পিতা হেরোদের পদে রাজত্ব করিতেছে, ইহা শুনিয়া "যূষফ সে স্থানে যাইতে শঙ্কা করিল।"

২। হেরোদ আন্তিপা নামক যে রাজকুমার আপন পিতার মৃত্যুর পরে গালীল প্রদেশের রাজা হইয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাহার শাসন করিল, সে পিতার ও ভ্রাতার ন্যায় আপন প্রজাদের উপদ্রব করিল না, তথাপি সেও দুষ্ট ছিল। আরব দেশীয় আরিতাঃ নামক রাজার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইলে পরে সে আপন ভ্রাতা ফিলিপের ভার্য্যা হেরোদিয়ার প্রেমেতে মত্ত হইয়া তাহাকে হরণ করিয়া ঐ আরবীয়া রাজকুমারীকে ত্যাগ করিল, তাহাতে আরিতা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। বোধ হয় যে সেনাগণ অবগাহক যোহনের নিকট উপস্থিত

হইল, তাহারা আরিতার সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিতেছিল। (লূক ৩; ১৪।) পরে হেরোদ অবগাহক যোহনকে মাখেরঃ নামক দুর্গে কিছু কাল পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ করিয়া অবশেষে বধ করাইল, ইহা যোষীফস কহেন। এই হেরোদ আন্তিপা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিহাস করিল। লোককে পরিহাস করা তাহার স্বাভাবিক দোষ ছিল, তাহাতে সে হেরোদ আগ্রিপ্প নামক আপন স্ত্রী হেরোদিয়ার সহোদরকেও পরিহাস করাতে সেই ভ্রাতার ছলেতে অবশেষে রাজ্যচ্যুত ও দুরদেশে নীত হইয়া অতি দুরবস্থাতে মরিল।

৩ ও ৪। ফিলিপ নাম বিশিষ্ট দুই হেরোদের বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে অতি অল্প কথা লিখিত আছে। তাহাদের এক জন কৈসরের তুষ্টি জন্মাইবার জন্যে পানেয় নগরের নামান্তর করিয়া কৈসরিয়া এই নাম স্থির করিল, কিন্তু কৈসরিয়া নামে যে আর এক প্রসিদ্ধ নগর ছিল, তাহাহইতে এই নগরের প্রভেদ দেখাওনার্থে ফিলিপের জীবদ্দশাতে কৈসরিয়া ফিলিপী, এই নাম হইল, পরে ফিলিপের মৃত্যু হইলে লোকেরা পুরাতন ও নূতন দুই নাম একত্র করিয়া তাহাকে কৈসরিয়া পানেয় বলিতে লাগিল। ধর্ম্মপুস্তকে কৈসরিয়া ফিলিপী সেই নগরের এই নাম আছে। হেরোদিয়ার প্রথম স্বামী যে দ্বিতীয় ফিলিপ, তাহার নামমাত্র ধর্ম্মপুস্তকে আছে। (মথি ১৪; ৩। ১৭; ১৩।)

৫। হেরোদ আগ্রিপ্প নামক রাজকুমার আরিষ্টবূলের পুত্র ছিল। সেই আরিষ্টবূল আপন পিতা বৃদ্ধ হেরোদ কর্ত্তৃক হত হওয়াতে তাহার পুত্র দূরদেশে অর্থাৎ রোমাতে বাল্যকাল যাপন করিল, পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অপব্যয়দোষে দীনহীন হইয়া আপন সহোদরা হেরোদিয়া ও তাহার স্বামি হেরোদ আন্তিপার নিকটে গমন করিয়া তাহাদের হাস্যাস্পদ হইল, অতএব কোন২ মহাজনের নিকটে ধার লইয়া পুনরায় রোমা নগরেতে গেল। সেই স্থানে কোন কারণে কিছু দিন পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ হইলে মুক্তি পাইয়া নানা ছলেতে হেরোদ আন্তিপাকে পদচ্যুত করাইয়া অবশেষে ক্লৌদিয় কৈসরের অনুগ্রহদ্বারা আপন পিতামহের সমস্ত রাজ্য পাইল। সেই হেরোদ আগ্রিপ্প যাকূব প্রেরিতকে বধ করিয়া পিতরকেও বধ করিতে চেষ্টা করিল। এই রাজা লোকদের প্রশংসার পাত্র হইতে অতি ইচ্ছুক ছিল, ইহা যোষীফস বলেন, এবং লূকও কহেন, লোকেরা যাকূবের হত্যাতে সন্তুষ্ট হইয়াছিল, এ জন্যে সে পিতরকেও নষ্ট করিতে চাহিল। (প্রের ১২; ৩।) তাহার মৃত্যুর যে বিবরণ লূক লিখিয়াছেন, তাহা প্রেরিতদের ক্রিয়ার বারো অধ্যায়ের শেষভাগ দেখিয়া সকলে পাঠ করিতে পারে। তদ্বিষয়ে যোষীফস এই২ কথা লিখিয়াছেন, আপন অধিকারের তৃতীয় বৎসরে সে কৈসরিয়া নগরে গিয়া ক্লৌদিয় কৈসরের নাম সম্ভ্রান্ত করণার্থে অনেক সমারোহ ও ধনব্যয় পূর্ব্বক রঙ্গভূমিতে মল্লযুদ্ধাদি নানা প্রকার খেলা করাইল, এবং আপনি রৌপ্যসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

তাহাতে সূর্য্যের তেজেতে তাহার বস্ত্র জাজ্বল্যমান হইলে স্তাবক লোকেরা তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া কহিতে লাগিল, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, অদ্য পর্য্যন্ত আমরা আপনাকে মানুষ করিয়া মানিয়াছি, ইহার পরে কোন দেবতার ন্যায় আপনকার স্তবস্তোত্র করিব। রাজা এই অনুচিত প্রশংসা করিতে নিষেধ না করাতে তৎক্ষণাৎ আত্যন্তিক উদরবেদনাগ্রস্ত হইল। তাহাতে সে বলিল, আমি অমর ইহা তোমরা কহিলা, কিন্তু দেখ, তোমাদের ঈশ্বর যে আমি, আমাকে এখন মরিতে হয়। পরে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত আত্যন্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। যোষীফসের এই বিবরণ যে লূকের লিখিত বিবরণের সহিত মিলে, ইহা অনায়াসে বুঝা যায়।

৬,৭,৮। এই হেরোদের পুত্র যে আগ্রিপ্প তাহার বয়স পিতার মৃত্যুর সময়ে কেবল ১৭ সতেরো বৎসর ছিল, তৎকালে লোকেরা বার২ উপপ্লব করিত, এই জন্যে এমত অল্পবয়স্ক লোককে রাজত্বপদ দেওয়া অবিহিত বুঝিয়া রোমীয় লোকেরা তাহাকে পিতার ধনমাত্র ও রাজা এই উপাধি দিয়া আপনারা পুনরায় দেশাধ্যক্ষকর্ত্তৃক দেশের শাসন করাইতে লাগিল। সেই দেশাধ্যক্ষদের এক জন অর্থাৎ ফীলিক্স্ ঐ যুবলোকের ভগিনী দ্রুষিল্লাকে বিবাহ করিল, এবং তাহার অন্য ভগিনী বর্ণীকী কএক বৎসর পর্য্যন্ত স্বদেশে থাকিলে পর তীত নামক কৈসরের উপপত্নী হইল। এই যুবা আগ্রিপ্পের ও বর্ণীকীর সাক্ষাতে পৌল আপন কথা কহিতে অনুমতি পাইলেন, ইহা প্রেরিতদের ক্রিয়ার ২৫ ও ২৬ অধ্যায়ে দেখা যায়, এবং ফীলিকসের ভার্য্যা দ্রুষিল্লার কথা ২৪ অধ্যায়ের ২৪ পদে লিখিত আছে।

হেরোদ বংশীয় এই সকল লোকের সম্পূর্ণ বিবরণ যোষীফসের গ্রন্থে দেখা যায়, এবং মথি ও মার্ক ও লূক তদ্বিষয়ে যে কোন২ কথা লিখিয়াছেন তাহা ঐ বিবরণের সহিত মিলে। এই রূপে আমরা পীলাত ও গমিলীয়েল ও থূদা ও গাল্লিয়ো ও ফিলিক্স্ ও ফীষ্ট এই সকলের বিষয়ে যে২ কথা ধর্ম্মপুস্তকে আছে, তাহার পরীক্ষা লইয়া ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের সত্যতার প্রমাণ দিতে পারি, কেবল সময়ের অকুলান প্রযুক্ত তাহা করিব না। বোধ হয় সেই সত্যতার ও বিশ্বস্ততার যে২ প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট।

ধৰ্ম্মোপদেশ।

৺ডাক্তর মার্শমন সাহেবের মেমের মৃত্যু প্রযুক্ত শ্রীরামপুরস্থ মণ্ডলীর এদেশীয় ভাই ভগিনীর প্রতি যে উপদেশ বাক্য প্রচারিত হয় তাহার সারসংগ্রহ।

ইব্রীং ৬; ১২। যাহারা প্রত্যয় ও চিরসহিষ্ণুতাদ্বারা প্রতিজ্ঞার ফলাধিকারী হয় তাহাদের অনুকারী হও।

ঈশ্বরের যে২ সেবকেরা জীবনাবস্থায় তাঁহার শিক্ষাযতে আচরণ করিয়া সদ্গুণ প্রকাশ করিয়াছে, তাহাদের অনুকারী হওয়া আমাদের উচিত, এই বিষয়ের অনেক প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায়। যথা করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি লিখিয়া পৌল কহেন, "আমি যেমন খ্রীষ্টের অনুকারী হই, তেমনি তোমরাও আমার অনুকারী হও।" ১ কর ১০; ৩৪। তদ্রূপ যাকূবও কহেন যথা, "হে আমার ভ্রাতৃগণ, যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ পরমেশ্বরের নামেতে কহিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে দুঃখভোগ ও দীর্ঘসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তস্বরূপ করিয়া জ্ঞান কর। দেখ, যাহারা দীর্ঘসহিষ্ণু, আমরা তাহাদের ধন্যবাদ করি। তোমরা আয়ূবের দীর্ঘসহিষ্ণুতার কথা শুনিয়াছ, এবং পরমেশ্বরের বহুদয়া ও স্নেহ দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়াছ"। যাকুব ৫; ১০, ১১। এই স্থলেও পৌল ইব্রীয়দিগকে বলেন যে যাহারা প্রত্যয় ও চিরসহিষ্ণুতাদ্বারা প্রতিজ্ঞার ফলাধিকারী হয়, তাহাদের অনুকারী হও।

এই পদ ধরিয়া তোমাদিগকে উপদেশ করিবার আমার অভিপ্রায় এই যে আমাদের মাতাস্বরূপ যিনি অনেক বৎসরাবধি ছিলেন, তিনি অর্থাৎ ডাক্তর মার্শমন সাহেবের মেম গিয়াছেন; অতএব এই পদ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার আয়ুর সংক্ষেপ বিবরণ তোমাদিগকে জানাইতে চাহি, ও ভরসা করি যে সকল ভাই ও ভগিনী তাঁহার বিবরণ জানিয়া তাঁহার অনুকারী হইতে যত্ন করিবেন। অতএব আমরা প্রথমে বিবেচনা করি যে প্রত্যয় ও চিরসহিষ্ণুতা, এই দুই কথার অর্থ কি? আর দ্বিতীয়, প্রত্যয় ও চিরসহিষ্ণুতার ফল কি? অর্থাৎ যাহাদের সেই গুণ থাকে তাহারা প্রতিজ্ঞার ফলাধিকারী হয়। আর উক্ত মেমের সেই গুণ আর সেই ফল যে হইয়াছে, ইহাও প্রকাশ করিব।

প্রথমে। প্রত্যয় কি? পরমেশ্বরের বাক্যেতে অন্তঃকরণের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করাই প্রত্যয়। যথা, পরমেশ্বর বলেন, সকল মনুষ্য পাপী, এক জনও ধার্ম্মিক নয়; এই কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া আমি আপনাকে পাপী জানি। তিনি বলেন যে পাপের দণ্ড নরকযন্ত্রণা, তাহাতে আমি আপনাকে পাপী জানিয়া আমারও পাপের উপযুক্ত দণ্ড নরকযন্ত্রণা, ও সে দণ্ডহইতে উপযুক্তমতে উদ্ধার না পাইলে আমার সে দণ্ড ভোগ করিতেই হইবে, ইহা নিশ্চয় করি। পরমেশ্বর বলেন যে তোমার নিজ কার্য্যদ্বারা কিম্বা শক্তিদ্বারা তোমার ত্রাণ সিদ্ধ হইতে পারে না; ইহা নিশ্চয় জানিয়া আমি আপনার অতি দুর্দ্দশাও নিশ্চয়রূপে জানিলাম। পরমেশ্বর কহেন যে আমি জগৎকে এমত প্রেম করিলাম যে আমার অদ্বিতীয়জাত পুত্রকে দিলাম, যে তাঁহাতে যে কেহ বিশ্বাস করে সে জনের বিনাশ না হইয়া অনন্ত পরমায়ু হয়। আর সেই পুত্র যীশু খ্রীষ্ট তোমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, সেই প্রায়শ্চিত্তের গুণেতে ভরসা রাখিলে পাপের ক্ষমা হয়, ও তোমার আত্মা আমার সাক্ষাতে সুগ্রাহ্য হয়; অতএব এই কথায় স্থির বিশ্বাস করিয়া আমি আপনার প্রাণ

খ্রীষ্টের চরণে অর্পণ করি, আমার অন্য ভরসা নাই, অন্য উপায় নাই। পরমেশ্বর কহেন যে সাধুতা ভিন্ন কেহ আমাকে দর্শন করিতে পারে না, অতএব ইহাতেও বিশ্বাস করিয়া আমি প্রার্থনা করি যে তিনি ধর্ম্মাত্মা দিয়া আমার মন পরিষ্কার করেন, এবং সর্ব্বপ্রকার পাপহইতে অতি দূরে থাকিতে আমাকে নিত্য উদ্যোগী করান। ইত্যাদি প্রকারে পরমেশ্বর যাহা কিছু বলেন, তাহা বিনাসন্দেহে সত্য জ্ঞান করি, ও তাঁহার মতে চলিতে নিত্য যত্ন করি। এই প্রত্যয়।

আরো প্রত্যয়ের ফল চিরসহিষ্ণুতা; এই ফল কি অবস্থায় প্রকাশ পায়, তাহাও জানাই। যখন আমি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞামতে কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করি, কিন্তু আমার অপেক্ষামতে তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল না হইলেও আমি তাহা অপেক্ষা করিতেই থাকি, ও তাহার জন্যে উদ্যোগ ত্যাগ করি না, এমন স্থলে এই সহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়। তাহার দৃষ্টান্ত কহি। কোন লোক পাপের বিষয়ে অতিশয় দুঃখিত হইয়া যাহাতে মনের মধ্যে পাপ দমন হয় এমত চেষ্টা করে; তাহাতে কিছু দিন পর্য্যন্ত পাপ দমন হয়, কিন্তু পরে শয়তানের কৌশলে কিম্বা আপনার উপযুক্ত মতে চৌকি না দেওন প্রযুক্ত সে পাপ আরবার বল পাইয়া তাহার মনে জোর করে, তাহাতে সে জন আর উদ্যোগ না করিয়া পাপের অধীন হয়। সুতরাং ইহাতে জানা যায় তাহার সহিষ্ণুতা নাই।

অথবা কোন লোক মঙ্গলসমাচার প্রকাশ করে, বা অন্য কোন প্রকারে প্রভুর রাজ্যবৃদ্ধির জন্যে উদ্যোগ করে, কিন্তু আপনার অপেক্ষামতে সে কার্য্য সফল না হইলে সে যদি উদ্যোগ ত্যাগ করে, ইহাতে জানা যায় তাহার চিরসহিষ্ণুতা নাই। কিন্তু যদি ত্যাগ না করিয়া বলে যে পরমেশ্বরের স্থির প্রতিজ্ঞাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, অতএব আমার সাধ্যপর্য্যন্ত আমি প্রাণপণ করিয়া উদ্যোগ করিব, তবে ইহাতে দীর্ঘসহিষ্ণুতা দেখা যায়।

ডাক্তর মার্শমন সাহেবের মেয়ের আচরণেতে উক্ত দুই গুণ যে রূপে প্রকাশিত ছিল তাহা জানাই। মেয়ের পিতামাতা ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের স্থানে তিনি অনেক দিন শিক্ষা পাইতে পারিলেন না, কেননা তাঁহার আট বৎসর বয়স হইলে মাতা মরিলেন, এবং তিন বৎসর পরে পিতাও মরিলেন, আর সে কালাবধি তিনি মাতামহের বাটীতে থাকিতেন। কিন্তু পিতামাতা ও ধার্ম্মিক মাতামহের স্থানে যে সকল সুশিক্ষা পাইলেন, তাহার উত্তম ফল অতি শীঘ্র প্রকাশ হইল। তাঁহার ১১ বৎসর বয়স হইলে তিনি ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনাকে পাপী জানিলেন ও পাপ বিষয়ে অতিশয় দুঃখিতা হইয়া প্রার্থনা করিতেন। অন্য সুযোগ না পাওয়া প্রযুক্ত তিনি অতি প্রভাতে অর্থাৎ চারি ঘণ্টা সময়ে উঠিয়া প্রার্থনা করিতেন, আর তিনি বলেন যে সে সময়ে দায়ূদের ১৮ গীতের ১৩ পদে লিখিত ঈশ্বরের বাক্যেতে সান্ত্বনা পাইতাম, যথা "তিনি ঊর্দ্ধহইতে হস্ত বিস্তার করিয়া অনেক জলহইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করিলেন।" বোধ হয় তাঁহার ১৭ বৎসর বয়স হইলে

তিনি প্রভু যীশুর নামেতে ডুবিত হইলেন। পরে মার্শমন সাহেবের সহিত বিবাহ হইলে তাঁহারা এই দেশীয় লোকদের পারমার্থিক মঙ্গল চেষ্টা করিবার জন্যে আপনাদের দেশ ও বন্ধু কুটুম্ব সকলকে ত্যাগ করিতে স্থির করিলেন। ইহাতে তাঁহাদের অতিশয় প্রত্যয়ের প্রমাণ আছে। তোমাদের যদি নিজ জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে হয়, তবে কত দুঃখ লাগে; কিন্তু স্বদেশের কোন এক স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে গেলেও তোমরা জান যে স্বজাতীয় কতক লোককে দেখিব, তাহাদের ভাষা ব্যবহার আমি জানি, তাহারাও আমার জানে। কিন্তু মার্শমন সাহেবের ও তাঁহার মেমের এই দেশে আগমন করা এমন সহজ বিষয় ছিল না। তাঁহারা নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে আইলেন, সেই বিদেশে কাহাকেও জানিলেন না, ভাষাও জানিলেন না, লোকদের ব্যবহারও জানিলেন না; তদ্ভিন্ন ধর্ম্মরূপ আলোতে দীপ্তিমান নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া পাপ ও দেবপূজারূপ অন্ধকারাবৃত দেশে আসিতে লাগিলেন। তাঁহারাই দীপ্তি আনিতেছিলেন, ও ঈশ্বরের বাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া দেবপূজকেরা ঈশ্বরের প্রতি ফিরিবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তাঁহারা সেই ঈশ্বরের দাস হইয়া এই দেশে প্রভুর রাজ্যের ভিত্তিমূল স্থাপনের কার্য্যে সাহায্য করিতে আইলেন। তাঁহারা অন্য তিন জন ধর্ম্মোপদেশক সাহেবের সঙ্গে ১৭৯৯ সালের ১৩ আক্টোবর তারিখে শ্রীরামপুরে পঁহুছিলেন। শ্রীরামপুরেই তাঁহাদের আসিতে হইল, যেহেতুক স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহাদের এই কার্য্য করিবার বিষয়ে এমন অনিচ্ছুক ছিল, যে ইংরাজদের অধিকারে তাঁহাদের আশ্রয় পাইবার ভরসামাত্র ছিল না, তাহাতে ডেনমার্কীয়দের অধিকারে আশ্রয় পাইলেন। দেখ, খ্রীষ্টের জন্যে স্বদেশ ছাড়িলেন কেবল তাহা নয়, কিন্তু বিদেশে পঁহুছিয়াও তথায় স্বদেশীয় লোক কর্তৃক নিগৃহীত ও তাড়িত ছিলেন। তাঁহাদের দৃঢ় প্রত্যয় ও চিরসহিষ্ণুতা না থাকিলে তাঁহারা কি এমন দুঃখ স্বীকার করিতে পারিতেন?

এই দেশে পঁহুছিলে পরে ডাক্তর মার্শমন সাহেব ও তাঁহার সঙ্গী ওয়ার্ড সাহেব তাঁহাদের পূর্ব্বে এই দেশে আগত ডাক্তর কেরি সাহেব ও তামস সাহেবের ন্যায় স্থির করিলেন যে ইংলণ্ড দেশস্থ সোসাইটির দ্বারা প্রতিপালিত না হইয়া আমরা আপনাদের প্রতিপালনের উপায় স্থির করিব। তদনুসারে ডাক্তর মার্শমন সাহেব ও তাঁহার মেম পাঠশালা স্থাপন করিলেন, এবং সে পাঠশালাতে যাহা উৎপন্ন হইত তাহার প্রায় সমুদয় লভ্য খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধিজন্য কার্য্যেতে ব্যয় করিতেন। তদ্ভিন্ন এই দেশীয় লোকদের মধ্যে পাঠশালা স্থাপনের ও চালাওনের জন্যে মেমের অত্যন্ত উদ্যোগ প্রকাশ হইল। দরিদ্র লোকদের বন্ধু তিনি। অনেক বৎসরাবধি দীন দুঃখী সকলে তাঁহার নিকটে আপনাদের দুঃখ জানাইলেই উপকার পাইতেন। এই রূপে তাঁহার প্রত্যয়ের প্রেমরূপ ফল প্রকাশ হইল। তাঁহার যাবজ্জীবন এই প্রকারেতে তাঁহার প্রত্যয় ও প্রেম সকল বিষয়েতে প্রকাশ হইল।

তাঁহার শেষপীড়া ও মৃত্যুর সময়ে সেই প্রত্যয় কি প্রকারে প্রকাশ হইল তাহা সংক্ষেপে জানাই। কতক সপ্তাহ হইল আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি আমাকে কহিলেন, কোন২ সময়ে আমার মনে অন্ধকার হয়; আর কোন২ সময়ে অতিশয় আনন্দ পাইয়া এমন বোধ করি, যে খ্রীষ্ট যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে লইয়া যাইতে আইসেন, তবে আমার প্রাণ মহাআনন্দে তাঁহার কাছে উড়িয়া যাইবে। একবার তিনি কহিলেন, আমি আপনার গত আয়ুর বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখি যে সকলই পাপ, আমার মধ্যে ভাল কিছু নাই, তাহাতে কেবল খ্রীষ্ট আমার ভরসা। আমি বলিলাম যে খ্রীষ্টের উপর ভরসা থাকিলে তাহাই উত্তম, এবং বুঝি তদপেক্ষা অধিক চাহও না। তিনি বলিলেন, খ্রীষ্ট সকল; তাঁহাকে আমি শক্ত করিয়া ধরিয়াছি, কখনো ত্যাগ করিব না। তাঁহার পীড়ার সময়ে তিনি দায়ূদের ২৭ গীতের এই কথা অনেক বার উচ্চারণ করিতেন, যথা, হে আমার ত্রাণের ঈশ্বর, তুমি আমার উপকারী, আমাকে ছাড়িও না ও ত্যাগ করিও না। তাঁহার মরণের পূর্ব্বে তিন দিন তাঁহার পীড়ার অতিশয় বৃদ্ধি হইল। মার্চ মাসের ৩ তারিখে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি কহিলেন, আমি আর অনেক কাল তোমাদের সঙ্গে থাকিব না। পরে কথোপকথন করত তিনি অনেক উত্তম গীত উচ্চারণ করিতেন, আর আমাকে যোহনের ১৪ পর্ব্ব পাঠ করিতে কহিলেন। তাহার পরদিনে তিনি ডেনহাম সাহেবের সঙ্গে কথা কহিয়া আপনার বিষয়ে অনেক মনোরঞ্জক কথা কহিলেন। তাঁহার কন্যা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তোমার কোন ভয় কি সন্দেহ আছে মনে? তিনি কহিলেন, না। ডেনহাম সাহেব বলিলেন, তোমার পূর্ব্বে ভয় ও সন্দেহ ছিল? তিনি বলিলেন, হাঁ, বটে, ছিল, কিন্তু তিনি ঊর্দ্ধহইতে হস্ত বিস্তার করিয়া অনেক জলহইতে আমাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক আমাকেই গ্রহণ করিলেন। যে কেহ তাঁহার কাছে আইসে, তিনি তাহাকে কোন মতে দূর করিবেন না। সেই সময়ে মেম দেবপূজকদের জন্যে ও এই দেশে ঈশ্বরের কার্য্যের বিষয়ে ও শ্রীরামপুরনিবাসি সকল লোকের জন্যে ও মণ্ডলীর ভাই ভগিনীর ও অধ্যক্ষদের জন্যে কিছু কাল প্রার্থনা করিলেন। সে রাত্রে তিনি এই কথা কহিলেন, আমি যখন আপন বাটীতে অর্থাৎ স্বর্গে যাইব, তখন স্বর্গস্থ সকলে আমার জন্যে ঈশ্বরের প্রশংসা ও জয়ধ্বনি করিবে। যে দিনে তিনি মরিলেন, সেই দিনে আমি তাঁহাকে দেখিলাম, সেই সময়ে তাঁহার মন অতি স্থির। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যে তুমি কি কোন বিষয়ের ইচ্ছা কর? তিনি কহিলেন, প্রভু প্রকাশিত হন, এই আমার ইচ্ছা। আমি বলিলাম যে কখন২ প্রভাতের পূর্ব্বে অতি অন্ধকার হয়। তিনি কহিলেন, ভরসা করি আমারও তাহাই হইবে। কিন্তু তিনি অনেক কথা কহিতে পারিলেন না। সেই দিনে বেলা সাড়ে তিন ঘণ্টা সময়ে তাঁহার আত্মা প্রভুর নিকটে গেল ও তিনি প্রতিজ্ঞার ফলাধিকারিণী হইলেন।

মেমের বিশ্বাসেতে ও সমুদয় আচরণেতে ও বাক্যেতে তাঁহার প্রত্যয় দেখা গেল। তাঁহার চিরসহিষ্ণুতার বিষয় অতি সংক্ষেপরূপে বিচার করি। আমি বলিলাম যে তিনি প্রায় শিশুকালে আপনাকে পাপী জানিয়া ত্রাণের নিমিত্তে খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিলেন। সেই কাল অবধি মরণ দিনপর্য্যন্ত তিনি পাপকে শত্রুজ্ঞান করিয়া আপন মনে হউক কিম্বা কোন বাক্যে হউক কি আচরণেতে হউক, পাপ দমন করিতে নিত্য যত্নবান্ ছিলেন। ইহাতে তিনি আমাদের অনেক ভাই ভগিনী লোকের মত ছিলেন না। এদেশীয় অনেক লোক কএক মাস কিম্বা কএক বৎসর তিষ্ঠিয়া আপনাদের চৌকী দেওয়া ও উদ্যোগ ত্যাগ করিয়া বিষম পাপে পড়িয়া খ্রীষ্টের নামের অতিশয় নিন্দা জন্মায়; কিন্তু উক্ত মেম ১৭ বৎসর বয়স্কা হইয়া মণ্ডলীভুক্তা হইলেন, আর সেই দিন অবধি মরণ দিন পর্য্যন্ত ক্লেশ ও দুঃখ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া তেষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত নিষ্কলঙ্কা হইয়া প্রভুর পথে চলিলেন। যাহারা প্রত্যয় ও চিরসহিষ্ণুতা পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞার অধিকার পাইয়াছে, তাহাদের অনুকারী হও।

আরও দেখ। তিনি খ্রীষ্টের রাজ্যের বৃদ্ধি বিষয়ে অত্যন্ত উদ্যোগ করিতেন, আর সেই কার্য্যেতেও তাঁহার চিরসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়। তিনি ও তাঁহার সঙ্গি সাহেব ও মেমেরা যখন এতদ্দেশে আইলেন, তখন এ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান এক জনও ছিল না, জাতিবন্ধন উচ্ছিন্ন করিয়া কেহই খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাতে স্থির বিশ্বাস রাখিয়া পরিশ্রম করিলেন। তাঁহাদের কার্য্যও সফল হইল, কিন্তু অতি ক্রমে২। আর যাহারা খ্রীষ্টের ধর্ম্ম স্বীকার করিল, এমত অনেক লোক স্বীকারমাত্র করিল, কিন্তু মনে ছলনাকারী হইয়া ধন পাইবার ভরসাতে কিম্বা অন্য কুকল্পনা করিয়া আপনাদের পিতৃধর্ম্ম ত্যাগ করিল। এমন দুঃখজনক বিষয় দেখিয়াও তাঁহারা কার্য্য ত্যাগ করিলেন না, এক বার লাঙ্গলে হাত দিলে পরে তাঁহারা আর ফিরিয়া দেখিলেন না। তাঁহারা চিরসহিষ্ণু ছিলেন। ফল কি?

প্রভু বলেন, যাহারা শেষপর্য্যন্ত স্থির হইয়া থাকে তাহারা ত্রাণ পাইবে। যাহারা আমার জন্যে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী বন্ধু বাটী ইত্যাদি ত্যাগ করে, তাহারা পরলোকে অনন্ত পরমায়ু পাইবে। স্বর্গহইতে আমার সঙ্গে বাক্যবাদি এক ধ্বনি শুনিলাম, যাহারা প্রভুতে মরে তাহারা ধন্য, তাহারা আপনাদের পরিশ্রমহইতে বিশ্রাম পায়, ও তাহাদের কার্য্য তাহাদের অনুগামী হয়।

প্রিয় ভাই ও ভগিনীরা, যাঁহারা তোমাদের সেবাতে ও তোমাদের পরিত্রাণের জন্যে আপনাদের প্রাণ দিয়াছেন ও তোমাদেরই মঙ্গলের জন্যে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ স্বীকার করিয়া প্রত্যয় ও চিরসহিষ্ণুতাদ্বারা প্রতিজ্ঞার অধিকারী হইয়াছেন, তোমরা তাহাদের অনুগামী হও।

ত্রাণকর্ত্তার খেদোক্তি।

[৬৬ পৃষ্ঠা অবধি চলিতেছে।]

৯। তৎপরে আমি নবম ব্যক্তির গৃহদ্বারে ঘা মারিবাতে গৃহাধ্যক্ষ দ্বার মুক্ত করিয়া আমাকে দেখিয়া শিষ্টাচার পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কহিল, "আমি তোমার সাক্ষাৎ পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। দেখ, আমি রাজপুত্রের বিবাহে যাইবার নিমিত্তে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছি, অতএব বোধ হয় অন্য বস্ত্র পরিধান করিবার প্রয়োজন নাই। আমার এই বস্ত্র প্রস্তুত করাতে তুমি কি তুষ্ট আছ?" তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, "অনুগ্রহ করিয়া তোমার গৃহে আমাকে প্রবেশ করিতে দেও, আমি অন্য এক বস্ত্র প্রস্তুত করিব, তাহা পরিধান করিলে তোমাকে রাজপুত্রের বিবাহের ভোজে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বলিয়া ভোজাধ্যক্ষ স্বীকার করিবেন।" কিন্তু সে প্রত্যুত্তর করিল, আমি এই বস্ত্র পরিধান করিয়াছি, অতএব আমার অন্য কোন ভূষণের প্রয়োজন নাই। এই কথা কহিবামাত্র রাজার দাস আসিয়া সেই বস্ত্রেই তাহাকে ডাকিল, তাহাতে সে জন ভোজশালার নিকট পর্য্যন্ত গেলে প্রবেশ করিবার অনুমতি না পাওয়াতে অপমানগ্রস্ত হইয়া গৃহের বাহিরেই প্রাণত্যাগ করিল।

ইহার ভাব এই। খ্রীষ্ট অনেক লোককে স্বর্গযোগ্য করিবার নিমিত্তে আপন পুণ্য ও পবিত্রতারূপ বস্ত্র পরিধান করাইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাহারা কেবল বাহ্যে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসকারী হইয়া কিছুমাত্র তাঁহাকে প্রেম না করিয়া আপন২ পুণ্য ও পবিত্রতাতেই প্রত্যয় করে; পরে মৃত্যু নামক রাজদূত আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া যায়, তাহাতে মথিলিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ে লিখিত ব্যক্তির ভাগ্যের ন্যায় তাহাদের দশা ভোগ হয়। যথা, "তিনি অভ্যাগত লোকদের মধ্যে বসিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহাকে বস্ত্রহীন দেখিয়া যে স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হয়, সেই বহির্ভূত অন্ধকারে নিক্ষেপ করিলেন।"

১০। অপর আমি দশম ব্যক্তির গৃহদ্বারে ঘা মারাতে গৃহস্বামী আসিয়া আমাকে প্রেম পূর্ব্বক ডাকিয়া আমার সহিত উত্তম রূপে আলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে তাহার আর এক জন বন্ধু আইলে সে ঐ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ছল করিয়া কহিল, কিঞ্চিৎকাল থাক; এই বন্ধুর সঙ্গে আমার কিছু আলাপ করিতে হইবে। পরে যে কুঠরীতে আমি বসিয়া ছিলাম, তথাহইতে সেই বন্ধুর সহিত বাহিরে গেল। অল্পকালের মধ্যে সেই প্রতারক বন্ধু তাহাকে এক অন্ধকারাবৃত কুঠরীতে বদ্ধ করিল, তাহাতে সে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আমার সহিত আলাপ করা হেয় জ্ঞান করাতে সেই স্থানেই দুঃখগ্রস্ত হইয়া মরিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই। খ্রীষ্ট অনন্ত পরমায়ু প্রদানার্থে অনেকের অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে তাহারাও তাঁহার বাক্যেতে

সম্মত হইয়া তাঁহার প্রত্যয়কারি লোকদের মধ্যে গণ্য হয়। পরে ধন ও সাংসারিক প্রেম তাহাদের মনেতে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা সংসার ও খ্রীষ্ট উভয়কেই সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। দেখ, এই গৃহের কর্ত্তা খ্রীষ্টকে চলিয়া যাইতে কহে নাই, কেবল অল্পকাল থাকিতে কহিয়াছিল। শেষে তাহাদের মনঃ ধনেতে ও সাংসারিক প্রেমেতে পরিপূর্ণ হইয়া তাহাদিগকে মোহময় ও বিঘ্নস্বরূপ অন্ধকারাবৃত কারাগারে বন্ধ করিয়া রাখাতে তাহারা সেই অবস্থাতে পরিত্রাণাভাবে মরে। ইহার প্রমাণার্থে মথিলিখিত সুসমাচারের ২ অধ্যায়ের ২৪ পদ ও যাকুবের ৪; ৪ পাঠ করিবা।

১১। তৎপরেও দেখ, আমি একাদশ ব্যক্তির দ্বারে ঘা মারিলে ঘরের কর্ত্তা, আমার দ্বারে কে ঘা মারিতেছে? ইহা জিজ্ঞাসিলে বলিলাম, আমি ক্রুশে হত খ্রীষ্ট, তুমি আমাকে গ্রহণ করিবা, এই অপেক্ষাতে দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি। সে কহিল, আমি পিতৃলোকদের মুখে আপনকার বিষয় শুনিয়াছি। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাকে প্রেম করাতে আমিও আপনাকে মিত্রভাবে জ্ঞান করি। তথাপি আপনি কিঞ্চিৎকাল আমাকে ক্ষমা করুন,যেহেতুক এই ক্ষণে আমার ঘরে অনেক মিত্র উপস্থিত, ও আপনকার থাকিবার স্থানও নাই, আপনি আমার এই নিবেদনে অসন্তুষ্ট হইবেন না, কারণ আপনি আমার পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষদের মিত্র ছিলেন, এবং আমিও আপনাকে স্বীকার করিতে উদ্যত আছি। ইহা কহিয়া সে আমাকে বিদায় করিল, তথাপি আমি দ্বারে ঘা মারিতে থাকিলাম। শেষে সেই গৃহের লোকদিগকে রোদন ও বিলাপ পূর্ব্বক ইহা কহিতে শুনিলাম, যে ঘরের কর্ত্তা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা অনেক ২ লোকের এই রূপ আচরণ দেখিতে পাই, ফলতঃ খ্রীষ্ট আপনি উপস্থিত হইয়া তাহাদের মনঃ পবিত্র ও স্বর্গার্থে উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহারা বলে, "আমাদের পিতা মাতা ও পূর্ব্বপুরুষেরা খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন, তবে তাহাদের সন্তান সন্ততি আমাদের খ্রীষ্টীয়ান হইবার বাকী কি? আমরা তো খ্রীষ্টীয়ান আছি।" এই রূপে তাহারা খ্রীষ্টকে অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে অনুমতি না দিয়া বরং সাংসারিক সুখ ও উন্নতিকে পরম বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাহাতে অন্তঃকরণে পুলকিত হইয়া অপ্রাপ্তক্ষমা হইয়া মরে। এবং মথিলিখিত সুসমাচারের ৩ অধ্যায়ের ৯ পদের লিখিত বিষয় বিস্মরণ হওয়াতে অনুযুক্ত হয়। লূক ৩; ৮। যোহন ৮; ৩৩, ৩৯।

১২। তদনন্তর আমি দ্বাদশ দ্বারে গিয়া আঘাত করিলে সেই গৃহস্থ দ্বার খুলিয়া আমার নিকটে আসিয়া ঘরের ভিতরে ডাকিয়া লইয়া আমার সহিত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আলাপ করিল। কিছুকাল পরে কতক লোক নানা বিভব সম্বলিত আড়ম্বর পূর্ব্বক ঐ দ্বারে আসিয়া ডাকিলে সেই গৃহস্থ কহিল, আমাকে কে ডাকিতেছে? এখন আমার অবকাশ নাই' যেহেতুক আমার সহিত এক মিত্র বসিয়া আছেন, এবং তাঁহার মিত্রতা

আমি বহুমূল্য জ্ঞান করি। তখন সেই কুলীন ব্যক্তি উত্তর করিল, আমি অতি মান্য লোক, এবং তোমার নিমিত্তে উত্তম সম্বাদ আনিয়াছি; আমি ইহলোকে ও পরলোকে সৌভাগ্য ও সুখ দিব। তখন ঘরের কর্ত্তা আমাকে কহিল, তবে তোমার সহিত আর আলাপ করিবার প্রয়োজন নাই, কেননা তুমি কেবল পরকালের সুখের বিষয় অঙ্গীকার করিয়া কহিতেছ, ইহকালে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু দ্বারে দণ্ডায়মান এই ব্যক্তি ইহকালে ও পরকালে সুখ প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিতেছেন, অতএব আমি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। ইহা কহিয়া সে আমাকে বিদায় করিয়া ঐ কুলীন ব্যক্তির অর্থাৎ এই সংসারের রাজার সহিত বন্ধুতা করিতে চেষ্টা করিল। এবং আমি দেখিলাম ঐ কুলীন ব্যক্তি তাহাকে দাসত্বে রাখিল, এবং যখন সে ব্যামোহেতে মৃতকল্প হইল, তখন ঐ কুলীন তাহাকে পথে ফেলিয়া দেওয়াতে সে অতিশয় দুঃখগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

আহা পিতরের ২ পত্রের ২; ২০, ২১ পদে লিখিত কথা কেমন সত্য। দেখ, খ্রীষ্ট এই জগতের অনর্থক সুখ ও সম্ভ্রমহইতে রক্ষা করিয়া স্বর্গীয় সুখ ও আনন্দ ও মহিমা দিবার অভিপ্রায়ে যাহাদের আত্মাতে আপন কার্য্য সম্পন্ন করিতে চাহেন, তাহারা কিছু কাল খ্রীষ্টেতে অতিশয় আনন্দ করে, কিন্তু এ জগতের মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাকারী শিক্ষক শয়তান যৎকালে আপন প্রবঞ্চনাদ্বারা লোকদিগকে ইহকালে শারীরিক আনন্দ ভোগ করিতে ও পরকালে সেইরূপ আনন্দ অপেক্ষা করিতে শিক্ষা দেয়, তখন তাহারা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত সেই ফাঁদে ধরা পড়িয়া সর্ব্বনাশ পায়। কেননা "মরণ পর্য্যন্ত বিশ্বাস্য থাক, তাহাতে আমি তোমাকে অনন্ত জীবনরূপ মুকুট প্রদান করিব," এই কথা তাহারা বিস্মৃত হয়। প্রকাশিত ২; ১০।

১৩। তাহার পর আমি ত্রয়োদশ দ্বারে গিয়া ঘা মারিলে ঘরের কর্ত্তা জিজ্ঞাসিল, দ্বারে কে আছে? আমি বলিলাম, আমি যীশু, তোমার গৃহে প্রবেশ করিতে চাহি। তাহাতে সে বলিল, তুমি বুঝি আমাকে চিন না? আমি স্বয়ং এক জন প্রধান গুরু, এবং আমার অনেক শিষ্য আছে, তাহাদিগকে আমি এইক্ষণে শিক্ষা দিতেছি, অতএব আমি গুরু হইয়া শিষ্য হই ইহা উপযুক্ত নয়; তোমার শিক্ষাতে আমার প্রয়োজন নাই। এই কথা কহিয়া ঐ পণ্ডিত ব্যক্তি আমাকে বিদায় করিলেও আমি ঘা মারিতে থাকিলাম, কিঞ্চিৎকাল পরেই ঐ ঘর ভাঙ্গিয়া পড়াতে তাহার ও তাহার শিষ্যগণের প্রাণবিয়োগ হইল।

এই স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে খ্রীষ্ট এইরূপ অবস্থান্বিত অনেকের অন্তঃকরণে ত্রাণবাক্যদ্বারা দীপ্তি প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাহারা অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া আপনাদিগকে বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ও গুরু জ্ঞান করাতে আপনারা ও তাহাদিগের অনুকারিরা উভয়ে অধর্ম্মের বাসস্থানে বিনষ্ট হইয়া শেষে বিয়োরের পুত্র বিলিয়ামের

ভাগ্যের ভাগী হয়। যথা যিহূদা ১০, ১১। ২ পিতর ২; ১৪-১৬। গণনাপুস্তক ২২; ৫ পদ অবধি।

১৪। আরও শুন। আমি চতুর্দ্দশ দ্বারে যাইয়া ঘা মারিলে গৃহপতি আমাকে গ্রহণ করিল, কিন্তু আমার ও তাহার অভিপ্রায় ও কল্পনার অনৈক্য আছে, ইহা বুঝিয়া সে আমাহইতে বিদায় লইয়া সংসাররূপ প্রান্তরে যাইয়া আমাব্যতিরেকে মরিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই, খ্রীষ্ট আপন অনুগ্রহরূপ কার্য্যদ্বারা অনেকের মনকে সাংসারিক অনিশ্চিত আনন্দহইতে ফিরাইয়া স্বর্গীয় অনন্ত সুখ-ভোগ করাইবার উপযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু খ্রীষ্টকে অথবা সংসারকে ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা বুঝিলে যাহাতে তাহাদের অনন্ত বিনাশ হয়, এমত সংসারেতে আসক্ত হইয়া তাহারা খ্রীষ্টকেই ত্যাগ করে। এই প্রকার লোকদের বিষয় যোহনের ৬; ৫-৬৬ এবং ৮; ৩০-৫৯ পাঠ করিলে জানিতে পারিবা।

১৫। হে মনুষ্যসন্তানগণ, তোমরা যে আমাকে মান্য কর আমার এমন রূপ বা সৌন্দর্য্য নাই, কারণ আমি এ জগতে অপমানিত ও মনুষ্যের মধ্যে অগণ্য, এবং দুঃখার্ত্ত ও শোকপরিচিত লোক, কিন্তু যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার ৫৩ অধ্যায়ে আমার বিষয়ে যে২ কথা লিখিত আছে, তাহা সকল পাঠ করিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে জানিবা যে আমি তোমাদের শত্রু নহি, বরং তোমাদের বন্ধু। এবং যাহারা আমার সহিত পরিচয় করিয়াছে, তন্মধ্যেও কতক লোকের বিষয় আমি তোমাদিগকে কহিব। দেখ, আমি পঞ্চদশ দ্বারে আঘাত করিলে কর্ত্তা ব্যক্তি দ্বার বন্ধ রাখিল, তথাপি আমি ঘা মারিতে থাকিলাম। শেষে গৃহস্থ ব্যক্তি আসিয়া আমার সম্মুখে ভূমিপতিত হইয়া রহিল, তৎপরে আমার আজ্ঞা ব্যতিরেকে আপন বুদ্ধি পূর্ব্বক আর কিছুই করিল না, সর্ব্বশেষে সে স্বর্গে নীত হইল।

খ্রীষ্ট আপনার বিশ্বস্ত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী করিতে যাহাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করণার্থে চেষ্টা করেন, তাহারা কেহ২ প্রথমে আপন২ অন্তঃকরণে তদনুগ্রহকার্য্যের প্রতিকূলাচরণ করে, পরে খ্রীষ্টের অনেক চেতনা ও প্রার্থনা প্রযুক্ত তাহারা আপনাদের অন্ধতা দেখিয়া, "হে প্রভো, আমি কি করিব?" বলিয়া অতি আনন্দ পুরঃসর খ্রীষ্টকে অন্তঃকরণে গ্রাহ্য করে, তদবধি তাহারা আপন২ ইচ্ছানুসারে জগতের সম্মতিক্রমে না চলিয়া প্রভুর আজ্ঞানুসারে চলিতে প্রস্তুত হয়। এইরূপ লোকদের তুল্য পৌল এক জন ছিলেন। তাহা প্রেরিতদের ক্রিয়ার ৯ অধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিত আছে।

১৬। পুনর্ব্বার শ্রবণ কর। আমি ষোড়শ গৃহের দ্বারে গিয়া আঘাত করিলাম। সেই গৃহে আমাতে বিশ্বাসকারি মিত্রদের কতকগুলি বালক থাকিত, কিন্তু তাহারা নৃত্য গীত বাদ্যেতে আনন্দিত থাকাপ্রযুক্ত আমার রব শুনিল না, তথাপি আমি প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রাপণার্থে দাঁড়াইয়া

ডাকিতেই থাকিলাম। কিছুকাল পরে তাহাদের পিতামাতা অর্থাৎ আমার মিত্রগণ আমার রব শুনিয়া তাহাদিগকে আমার বিষয় কহাতে তাহারা আমাকে চিনিল। তাহাতে ঘরের কর্ত্তা অতি ত্বরায় সেই সকল অযোগ্য বন্ধু ও বাদকগণকে বিদায় করিয়া দিয়া আমাকে আপন গৃহে গ্রহণ করিল। শেষে সময় উপস্থিত হইলে আমি পিতার অনন্ত সুখময় গৃহে তাহাদিগকে লইয়া গেলাম।

অনেকের পিতামাতা প্রত্যয়কারি প্রযুক্ত আপন সন্তানগণকে খ্রীষ্টের বিষয় অনেক বার কহিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা মন্দ লোকের সংসর্গ করাতে সাংসারিক সুখ ও আনন্দ মনোনীত করে। এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাহাদিগকে এই সংসারের অন্ধকারহইতে ফিরাইয়া স্বর্গীয় সুখ ও আনন্দের ভাগী করণার্থে তাহাদের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইতে চাহিলে এই প্রকার লোকেরা ঐহিকের মিথ্যা আনন্দেতে মগ্ন হওয়াতে প্রথমে যীশুর রব শুনে না, পরে তিনি তাহাদের মনোরূপ দ্বারে নিয়ত ঘা মারিলে স্ব২ পিতামাতার উপদেশে মনোযোগ করে এবং মন্দ আচার ব্যবহার দেখিয়া লজ্জাতে আপন দুষ্ট সঙ্গিগণকে ও অপমানজনক সুখ ও ক্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করে, ও মরণ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাতে আনন্দ রাখিয়া স্বর্গেতে আপন পিতামাতার সহিত পুনর্ম্মিলিত হয়।

১৭। পনরায় আমি সপ্তদশ দ্বারে গিয়া ঘা মারিলে গৃহাধ্যক্ষ আমার রব শুনিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইয়া আমার নিন্দা করিয়া ও আমার নিবেদনে ব্যঙ্গ করিয়া আমার সকল কথা মিথ্যা জ্ঞান করিল, কিন্তু আমি তাহাকে রোগগ্রস্ত দেখিয়া অনেক সহিষ্ণুতা ও অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই রোগ তাহাকে দর্শাইলাম। শেষে সে আপন কুষ্ঠরোগ বুঝিয়া আমার সম্মুখে পড়িয়া বলিল, "হে প্রভো, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে পরিষ্কৃত করিতে পারেন।" তাহাতে আমি দয়াপূর্ব্বক আপন হস্ত বিস্তার ও স্পর্শ করিয়া কহিলাম, আমার ইচ্ছা আছে, তুমি পরিষ্কৃত হও, তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠরোগহইতে পরিষ্কৃত হইল।

দেখ, অনেকেই এই প্রকার লোক, যেহেতুক খ্রীষ্ট আপন অনুগ্রহদ্বারা যাহাদিগকে অবিশ্বাস ও ভ্রান্তিহইতে বিশ্বাস ও ধর্ম্মের প্রতি ফিরাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা তাঁহার বাক্য শুনিলে রাগান্বিত এবং অবিশ্বাস ও দুষ্টতাতে রত হইয়া ত্রাণকর্ত্তার নিন্দা করিয়া তাঁহার কথা মিথ্যা বোধ করে, কিন্তু প্রভু অনুগ্রহ ও সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক তাহাদিগকে অনেক শিক্ষা ও প্ররোচনা দিলে তাহারা শেষে পাপ ও মূর্খতারূপ অন্ধকারহইতে ফিরিয়া খ্রীষ্টের প্রতি প্রত্যয় রাখিয়া অন্তঃকরণে সুখ প্রাপ্ত হইয়া শেষদিন পর্য্যন্ত বিশ্বস্তরূপে তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হয়।

১৮। শেষে আমি অষ্টাদশ জনের দ্বারে ঘা মারিবামাত্র গৃহাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসিল, আমি অযোগ্য পাত্র, আমার দ্বারে কে দাঁড়াইয়া আছে? আমি বলিলাম, আমি যীশু, আমার রক্তের দ্বারা কুম্ভকারের ক্ষেত্র ক্রয়

করা গিয়াছে। তাহাতে সে, আইসুন প্রভু, বলিয়া দ্বার খুলিয়া আমার চরণে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে ঈশ্বর, আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে দয়া করুন। পরে সে আনন্দ পূর্ব্বক আমাকে ঘরের মধ্যে লইলে আমি তাহার সহিত আহার করিলাম; তাহাতে সে সুস্থির হইল, এবং পূর্ব্বে অতি দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত থাকিলেও তৎকালাবধি বলবান্ ও সতর্ক হইয়া যাবৎ ইব্রাহীমের ক্রোড়স্থিত না হইল,তাবৎ আমাকে ত্যাগ করিল না।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই। কোন ব্যক্তি আপনাকে পাপিষ্ঠ ও তুচ্ছনীয় বোধ করিয়া ও ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মপুস্তক বহুমূল্য জ্ঞান করিয়া তাহা পাঠ করে ও মনোযোগ পূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশকদের প্রমুখাৎ তাহার ব্যাখ্যা শুনে, এবং ধর্ম্মাত্মার সহায়তাতে আপন প্রভুর আজ্ঞানুসারে চলে। এই রূপে পূর্ব্বে প্রত্যয়েতে দুর্ব্বল হইলেও ক্রমে ২ পারমার্থিক বিষয়ে বলবান হয়, আর যদিস্যাৎ অভিমানশূন্য হইয়া আপনাকে অকর্ম্মণ্য ও অযোগ্য বোধ করে, তথাপি ইলিয়াসরের ন্যায় যাবৎ দূতগণদ্বারা ইব্রাহীমের ক্রোড়ে উপনীত না হয়, তাবৎ আপন তারক প্রভুকে ত্যাগ করে না

হে প্রিয় পাঠকগণ, যে প্রভু তোমাদের মনোরূপ দ্বারে আঘাত করিতেছেন, তোমরা কি তাঁহার প্রতি দ্বার খুলিবা না? কোন ব্যক্তি আপন মিত্রকে বৃষ্টিতে ও ঝড়েতে কিম্বা শিশিরে ও শীতে কিম্বা সূর্য্যোত্তাপে দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে কি তাহার বিষয়ে অমনোযোগ কিম্বা তাহাকে অগ্রাহ্য করে? হে প্রিয় বন্ধুগণ, তোমাদের জন্যে যিনি স্বর্গহইতে নামিয়া ক্রুশে হত হইয়া কবরে নিক্ষিপ্ত হইলেন, এমন যীশু অপেক্ষা তোমাদিগকে অধিক প্রেম করে এরূপ মিত্র কে? অতএব তোমরা অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘারূপ চাতালহইতে নামিয়া, কিম্বা শারীরিক আনন্দ ও সাংসারিক সুখরূপ শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া এমন পরম বন্ধুর অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্যে কি দ্বার মুক্ত করিবা না? তোমরা কি তাঁহাকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখিবা? দেখ, খ্রীষ্ট কোন কিছু লইতে আইসেন নাই, বরং দান করিতে আইলেন, তবে তোমরা তাঁহার দান গ্রহণ করিতে কি দ্বার মুক্ত করিবা না? খ্রীষ্ট পারমার্থিক সম্পত্তিতে ধনবান হইয়াও যদি তোমাদের দ্বারে দাঁড়াইয়া ঘা মারিতে লজ্জিত না হন, তবে তোমরা এমন দরিদ্র ও দুঃখী হইয়াও আপনাদিগের দ্বার খুলিয়া তাঁহার হস্তহইতে দান গ্রহণ করিতে লজ্জিত হইবা? অতএব আমি বিনয় পূর্ব্বক বলি, যে তোমরা ধর্ম্মপুস্তকের পশ্চাল্লিখিত কথা সকল পাঠ কর। গীত ২০; ৭-১০। ও ১১৮ ও ১১৯। যিশয়িয় ২৬; ২। সর্ব্বশেষে আমি আরও বিনয় করি, এই আঠার প্রকার অন্তঃকরণরূপ দ্বারের মধ্যে তোমাদের অন্তঃকরণ কোন্ দ্বারের ন্যায়? তাহা জ্ঞাত হওনার্থে বিলক্ষণ মনোযোগ পূর্ব্বক বিচার কর। যদি তোমাদের মন শেষস্থ চারি দ্বারের মধ্যে কোন এক দ্বারের তুল্য হয়, কিম্বা সর্ব্বশেষ দ্বারের ন্যায় হয়, তবে তোমরা ধন্য।

তোমাদের প্রকৃত বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরামপুর কালেজ।] [শ্রীসুজাত আলী।

জ্ঞানাদেশ প্রার্থনা।

প্রভু যীশু তোমার মরণ।
পাপি লোকদের আশ্রয়॥
যে জন লইবে তোমার শরণ।
তাহাকে তারিবা নিশ্চয়॥

মহা অপরাধী হইয়া।
তোমার লইয়াছি আশ্রয়॥
প্রভু যীশু কর দয়া।
তুমি ওহে করুণাময়॥

প্রেমের সিন্ধু তুমি আছ।
করি তোমার গুণ গান॥
পাপির কারণ করিয়াছ।
মহাশ্চর্য্য পরিত্রাণ॥

আমাদিগকে কৃপা কর।
ওহে যীশু গুণবান॥
দয়াল প্রভু রক্ষা কর।
তোমা বিনা নাহি আন॥

পাপি নিস্তার করিবারে।
কেমন প্রেম প্রকাশিলে॥
মানুষ রূপে অবতারে।
পাপের শাস্তি ভুগিলে॥

আপনি দিলেন আপন রক্ত।
পাপি লোকের প্রাণের মূল॥
দয়াল প্রভু কর মুক্ত।
ও দেখাও প্রেমের ফল॥

প্রভু বাড়াও রাজ্য আপন।
করাও দেবের অপমান॥
নিজ আদর কর স্থাপন।
জয় না করুক শয়তান॥

করুক সভে তোমার স্তুতি।
তুমি সর্ব্বশক্তিমান॥
ফিরাও ওহে সভার মতি।
প্রভু কর সভার ত্রাণ॥

পাঠাইয়া মঙ্গলাখ্যান।
ঘোষাও সর্ব্ব লোকের ত্রাণ॥
সর্ব্ব লোকে হউক কল্যাণ।
ফুটুক সভার দিব্য জ্ঞান॥

ফলুক সভার প্রেম ভক্তি।
আমোদ রহুক মনোহর॥
দয়াল যীশু নরের মুক্তি।
তবে তোমার তুষ্টিকর্॥

আমরা যেমন যাবজ্জীবন।
হর্ষে গাই তোমার নাম॥
সচেতনে থাকি এখন।
শেষে পাইব স্বর্গধাম॥

স্বর্গে থাকি কাল অনন্ত।
খ্রীষ্টের সুখে সুখিময়॥
ওহে প্রভু কৃপাবন্ত।
তোমায় হব মৃত্যুঞ্জয়।

সাং শ্রীরামপুর] [শ্রীবিশ্বম্ভর দত্ত।

মনের চেতনা।

যীশু কখন আসিবেন বিচার করিতে কে বা তা জানে।
আসি করিবেন মহাবিচার স্বর্গ পৃথ্বী আছে প্রচার ॥
মধ্যাহ্নে কি সায়ংকালে, কি নিশি অবসানে ॥

প্রভু যীশু গ্যাছেন আপন দেশ, অবশেষ তো আসিবেন আরবার,
জগত নর, তিনি সভাকার, আসি করিবেন বিচার।
আজ্ঞা দিয়া গ্যাছেন তোমরা সভাই দেও চৌকি, ।
তবে আইস মোরা সকল ভাইয়ে, মোহ নিদ্রা না যাইয়ে ॥
এক মনে, প্রভু পানে, চাহিয়া থাকি,
এই যে প্রভু এসে ঘা দিলে, সত্ত্বরে দ্বার দিব খুলে,
অন্তরেতে প্রবেশিলে, তুষিবেন ভোজনে ॥

প্রভুর প্রতি, ভক্তি রতি, রাখা অতি দায়,
অসাধ্য সে সাধ্য মোদের নয়, কেবল প্রভু যীশুর সাধ্য হয়।
বিচার করি আপনার মনে, ক্ষণে ক্ষণ ব্যাপে অন্ধকার,
আলো দান, যদি নাহি দেন, তবে প্রাণে বাঁচা ভার ॥
নিকট এসে, পাপপুরুষে, সদাই দেয় ফাঁকি,
মোরা তাহে যেন না হই ভ্রান্ত, প্রভু দিয়াছেন যে তালান্ত,
কোন মতে, মৃত্তিকাতে, পুঁতে না রাখি,
প্রভু দিয়াছেন যেই ধন, নিত্য করি তাই যতন,
অন্তিমে অনন্ত গুণ, পাইব মোরা তখনে।

জ্যেষ্ঠকে কনিষ্ঠ হইতে, বলেছেন যীশু, বুদ্ধে তোমরা বুদ্ধিমন্ত
হও কেবল স্বভাব যেন হয় শিশু, প্রভু যীশু বলেন বারে বার।
অহঙ্কার, সে কেবল মহাপাপ, ফারিশি, তাহে সব দোষী।
তাদের ঘটেছে সন্তাপ, খাটো দ্বারে প্রবেশিতে।
যারা যত্নবান, আপন দোষ করিয়া ত্যজ্য,
বিচারেতে হইবে গ্রাহ্য, হইয়া ধৈর্য্য, প্রভুর রাজ্য,
তারা পাইবে দান।
নম্রশীল লোকেরা ধন্য, স্বর্গের রাজ্যে মহামান্য,
প্রভু তাদের কভু অন্য, না ভাবেন আপন মনে।

মনকে বেন্ধে, ক্রুশ কাঁন্দে, লইয়া চলা ভার।
শ্রান্ত হইয়া ক্লান্ত যে না হয়, প্রভু করেন তাহার উপকার।
যথার্থের নিমিত্তে ক্ষুধিত জন, তৃপ্ত মন, সে গায় দিনে ২।
অবিশ্বাস, মনের হইয়ে নাশ, বাড়ে যীশুর প্রেমগুণে।
বারম্বারে প্রভুর দ্বারে, যে করে ঘাতন,

প্রভু সকরুণ হয়ে তারে, আপনি এসে সত্বরে।
দয়া করে, আপন ঘরে, লইবেন তখন।
এই যে সে পাবে অনন্ত দান, তার সমান. কে ভাগ্যবান,
প্রভু যাহার প্রভু হন, আপনি বিচার দিনে।

পাপিদের প্রতি ত্রাণকর্ত্তার উদয়।

দেখ তারক যিনি দিনমণি এসেছেন নিশ্চয়।
বৈৎলেহম নগরে তিনি হয়েছেন উদয়।।

১ ছিল যাহা ভবিষ্যৎবাণী, নরাকার হইবেন তিনি।
জন্ম লইবেন মর্ত্ত্যভূমি, করিতে পাপের ক্ষয়।।

২ যীশু খ্রীষ্ট নাম তাঁহার, হইলেন আসি অবতার।
সর্ব্বদেশে হবে প্রচার, ধর্ম্মশাস্ত্রেতে জানায়।।

৩ জগতের অনেক লোকেরা, পরিত্রাণ হয়েছে হারা।
ভ্রম কেন ও ভায়েরা, দেখ এই রত্নময়।

৪ যত পাপিরা বিশ্বাসিবে, সমূহপাপ মাফ পাবে।
নূতন মন প্রাপ্ত হবে, পাবে তাঁহার কৃপায়।।

৫ বাজিতেছে ত্রাণের ডঙ্কা, করিও নাহিক শঙ্কা।
তিনি নাহি চাহেন তঙ্কা, কেবল চান হৃদয়।।

৬ তাঁরে অবহেলা যে করিবে, গুণনিধি সেই হারাবে।
কভু ত্রাণ নাহি পাবে, শাস্ত্রেতে ইহা কয়।।

[শ্রীজয়নারায়ণের কৃত।

বচনমালা।

যাহা অদ্য করিতে পার, তাহা করণার্থে কল্যের অপেক্ষা করিও না।
যাহা আপনি করিতে পার, তাহা সম্পন্ন করণার্থে অন্য লোককে ব্যামোহ দিও না।
যে কড়ি কল্য পাইবা, তাহার ব্যয় অদ্য করিও না।

যে অল্পমূল্য দ্রব্যেতে তোমার প্রয়োজন নাই. তাহা কিনিও না।

ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ও শীতজন্য খরচহইতে অহঙ্কারজন্য খরচ অধিক।

পরিমিতরূপে আহার করণপ্রযুক্ত কাহারো অনুতাপ হয় না।

যাহা প্রবৃত্ত মনে করি, তাহা ক্লেশের কর্ম্ম বোধ হয় না।

যে২ দুর্ঘটনা কখনো হয় নাই, সেই সকল দ্বারা আমাদের কত দুঃখ না হইয়াছে।

ক্ষুদ্র প্রদীপের নিকটে বড় গাছ রাখিলে অগ্নি লাগে না, কিন্তু শুষ্ক তৃণ দিলে লাগে, তাহাতে প্রথম ছোট, পরে কিঞ্চিৎ বড় কাষ্ঠ আনিলে শেষে বড় গাছও দগ্ধ হইবে. ইহা বুঝিয়া শয়তান বিশ্বাসি লোককে হঠাৎ কোন ভারি পাপেতে লওয়ায় না।

ছেদকেরা যে সময়ে আপন২ কাস্ত্যাতে শাণ দেয়, সেই সময়ে নিষ্কর্ম্মে থাকে না। তদ্রূপ ঈশ্বরের দাস যে সময়ে প্রার্থনা করে, সেই সময়ে নিষ্ক-র্ম্মে থাকে এমন নহে।

এই সংসারের মধ্যে বিশ্বাসি লোক বৃষ্টিসময়ে কার্য্যকারি লোকের তুল্য হয়। যত কাল পর্য্যন্ত বৃষ্টিতে থাকা আবশ্যক হয়, তত কাল পর্য্যন্ত সে বৃষ্টিতে থাকে, কিন্তু কর্ম্ম সমাপ্তি হইবামাত্র সে কোন গৃহে আশ্রয় লয়। সেই রূপে আবশ্যক না হইলে বিশ্বাসি লোক সাংসারিক লোকদের সভাতে থাকে না।

বিশ্বাস।

এক দিনে ফুল্লর সাহেবের কোন দূরবর্ত্তি গ্রামে উপদেশ করণার্থে গমন করিতে হইল। তাহাতে অল্প দিন পূর্ব্বে অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে তাঁহার গন্তব্য পথ কোন২ স্থানে জলেতে মগ্ন ছিল, এই জন্যে তিনি এক জন পথদর্শককে সঙ্গে করিয়া অশ্বারোহণে গেলেন। কিঞ্চিৎ কাল পর্য্যন্ত জলের মধ্য দিয়া গেলে পরে জল ঘোড়ার সজ্জা পর্য্যন্ত উঠিতে লাগিল, তাহাতে ফুল্লর সাহেব ভীত হইয়া অগ্রসর হইতে সন্দেহ করিলেন। কিন্তু 'আপনি অগ্রে গমন করুন, ভয় নাই,' পথদর্শক ইহা কহিলে তিনি তাহার কথাতে বিশ্বাস করিয়া অগ্রসর হইলেন, তাহাতে শেষে নির্ব্বিঘ্নে পার হইলেন। এই ঘটনা বিবেচনা করিতে২ তিনি বুঝিলেন যে স্বর্গেতে যাত্রা করণের সময়েও আমাদের এক জন পথদর্শকের প্রয়োজন আছে, এবং সেই যাত্রাতেও দৃষ্টিপূর্ব্বক গমন না করিয়া বিশ্বাসপূর্ব্বক গমন করিতে হয়। অতএব এই উপলক্ষ্যে তিনি বিশ্বাস বিষয়ে অতি সুন্দর উপদেশ করিলেন।

উপদেশক।

মে ১৮৪৭ (৫) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

৩। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যে বিবরণ ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে লিখিত আছে, তাহার সত্যতার প্রমাণ।

পূর্ব্বলিখিত সকল প্রমাণদ্বারা মথি প্রভৃতির ইতিহাসকথার বিশ্বসনীয়তা স্থিরীকৃত হইল, তাহাতে যদ্যপি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক যে২ ইতিহাস তাহাও সত্য বোধ হইল, তথাপি ঐ ইতিহাস খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের ভিত্তিমূল হওয়াতে তাহা যে সত্য ও বিশ্বসনীয় ইহার বিশেষ প্রমাণ দেওয়া ভাল। আমরা এতৎ প্রকরণকে তিন ভাগ করিয়া প্রথম ভাগে খ্রীষ্টের জন্ম ও মৃত্যু ও পুনরুত্থান, দ্বিতীয় ভাগে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া, ও তৃতীয় ভাগে তাঁহার উপদেশকথা বিবেচনা করিব।

খ্রীষ্ট নামক এক ব্যক্তি তিবিরিয় কৈসরের সময়ে যিহূদা দেশের অধ্যক্ষ পন্তীয় পীলাত কর্তৃক প্রাণদণ্ড ভোগ করিল, এবং সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ান লোকদের গুরু হইল, তাসিতস নামে অতি প্রসিদ্ধ এক জন রোমীয় ইতিহাসলেখক এমন সাক্ষ্য দিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। অতএব তৎকালে ঐ নাম বিশিষ্ট এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিল, ইহার কোন সন্দেহ নাই। সেই ব্যক্তির চরিত্র ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে লিখিত আছে, এবং সেই ব্যক্তিকে খ্রীষ্টীয়ান লোক সকল আপন গুরুরূপে মানে।

তাঁহার প্রেরিতেরা তাঁহার বিষয়ে যে সকল লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক কথা অতি অসম্ভব, এ জন্যে সেই কথা যে সত্য ইহার স্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া অতি আবশ্যক।

এ বিষয়ের বিবেচনা করিতে গেলে প্রথমে যীশু খ্রীষ্টের স্বভাবের ও আচরণের যে বর্ণনা ঐ প্রেরিতেরা করেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য বোধ হয়। রুসো নামক অতি দুষ্ট যে এক ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের শত্রু ছিল, সেও তাঁহার চরিত্রের বিষয়ে ইহা লিখিয়াছে, যথা, "যীশু খ্রীষ্টের "কথা কি অনুপযুক্ত উদ্‌যোগের কিম্বা অহঙ্কারের বা বৈধর্ম্মের কথা? "তিনি কেমন মৃদুতা, কেমন সাধুতা দেখাইয়াছেন; তাঁহার উপদেশ সকল "কেমন মনোহর ও মিষ্ট, তাঁহার আজ্ঞা সকল কেমন মাহাত্ম্যের প্রমাণ; "তাঁহার কথোপকথনে কেমন পরিণামদর্শিতা প্রকাশ পায়; তিনি কি "পর্য্যন্ত সপ্রতিভ ছিলেন; তাঁহার উত্তর সকল কেমন যথার্থ ও সূক্ষ্ম-

"বুদ্ধির কথা; তিনি কত পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ের দমন করিতেন; তাঁহার "ন্যায় ক্লেশ ও মৃত্যু ভোগ করিতে হইলে তাঁহার ন্যায় স্থিরমনা ও "নম্র থাকিতে পারেন, এমন জ্ঞানবান লোক কোথায়?" এই২ প্রকার আরও অনেক কথা ঐ রুসো লিখিয়াছে, এবং তাহার বিচার যথার্থ ইহা সকলকে অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। কল্পিত উত্তম লোকের কল্পিত চরিত্র নানা দেশের নানা জ্ঞানি লোক লিখিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কল্পিত উত্তম লোকদের মধ্যে এক জনও যীশু খ্রীষ্টের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ ও উত্তম পুরুষ নহে। তবে নিবেদন করি, করসঞ্চয়ী যে মথি, ও মৎস্যধারী যে যোহন, ও সামান্য লোক যে মার্ক ও লূক ইহাঁরা কেমন করিয়া এমন উত্তম পুরুষের বর্ণনা করিয়াছেন? বিশেষতঃ একপরামর্শ ব্যতিরিক্ত তাহাদের লিখিত চারি বর্ণনাতে কেমন করিয়া এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য জন্মিয়াছে? অতি জ্ঞানবান লোকেরা যাঁহার তুল্য কোন সাধু পুরুষের কল্পিত বিবরণ লিখিতে সমর্থ হয় নাই, এমত পরম-সাধু যীশু খ্রীষ্টের কথার কল্পনা করা তাঁহাদেরই সাধ্য হইল, ইহা কি সম্ভব বোধ হয়? তাহা নহে। তাঁহারা যে ব্যক্তির বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি কোন কল্পিত পুরুষ নহেন, তিনি এই পৃথিবীতে ছিলেন, এবং যে সময়ে প্রায় তাবৎ জগতের লোক অত্যন্ত দুষ্ট ছিল, এমত সময়ে দুষ্ট সকলের মধ্যে অতি দুষ্ট যে যিহূদী লোক তাহাদের দেশে তিনি আপন সাধুতারূপ তেজ প্রকাশ করিলেন। এবং তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গী হইয়া কিম্বা সাক্ষিদের প্রমুখাৎ তাঁ-হার বিষয়ক সমাচার শুনিয়া মথি প্রভৃতি তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন।

যাঁহার স্বভাব ও আচরণ এমন আশ্চর্য্য তাঁহার ইতিহাস ও ক্রিয়া ও উপদেশকথাও আশ্চর্য্য হওয়া কি অসম্ভব বোধ হইবে?

(১) প্রথম ভাগ। খ্রীষ্টের জন্মের ও মৃত্যুর ও পুনরুত্থানের কথা।

যীশু খ্রীষ্টের জন্ম আশ্চর্য্যরূপে হইয়াছিল, অর্থাৎ মনুষ্যদের মধ্যে কেহ তাঁহার পিতা হয় নাই, তিনি ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশে মরিয়ম নাম্নী কন্যার গর্ব্ভে জাত হইলেন, এই কথা ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে লিখিত আছে। এবং তাহা যে সত্য ইহার প্রমাণ দিতেছি।

মথি ও লূক নামে দুই জন সেই কথা বলেন। এবং তাঁহার মাতার নাম মরিয়ম ও তাঁহার পোষক পিতার নাম যূষফ ছিল, এই কথাও দুই জন বলেন। এবং যীশুর জন্ম বৈৎলেহম নগরে হইল, তাহার দুই প্রমাণ দেন, ফলতঃ যূষফ ও মরিয়ম নাম লিখিয়া দিবার জন্যে তথায় গিয়াছিল, এই এক প্রমাণ; এবং তথাকার শিশু সকল বৃদ্ধ হেরোদ কর্ত্তৃক হত হইল, এই দ্বিতীয় প্রমাণ। ঐ নাম লেখা রাজকর স্থির করণার্থে হইল, সুতরাং যত লোকের নাম লেখা গেল, সেই সকলের নাম লিখিত হইয়া রক্ষিত হইল, তাহাতে যূষফের ও মরিয়মের নাম লিখিত আছে কি না, ইহার অনুসন্ধান করা দুষ্কর ছিল না। এবং হেরোদের পৌত্র প্রপৌত্রের জীবদ্দশাতে ঐ সকল শিশুদের বধ

বিষয়ে তাহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ অর্পণ করিতে কাহার সাহস হইতে পারিল? আর তথাকার মেষপালকেরা রাত্রিযোগে ক্ষেত্রেতে আশ্চর্য্য দর্শন পাইয়া গ্রামেতে প্রবেশ করিয়া শিশুকে দেখিয়াছিল, ইহার সত্য মিথ্যা অবশ্য জানা যাইতে পারিল, যেহেতুক বৈৎলেহম গ্রাম যিরূশালম নগরহইতে কেবল চারি পাঁচ ক্রোশ দূর ছিল। তদ্ভিন্ন সিখরিয় ও ইলীশেবা ও শিমিয়োন ও হন্না, এই যে চারি জনের কথা যীশুর জন্মবিবরণের সহিত সংলগ্ন আছে, তাহাদের সেই কথার সত্য মিথ্যাও অতি অনায়াসে জানা যাইতে পারিল; তাহাদের নামের উল্লেখ না হইলে সন্দেহ জন্মিতে পারিত, কিন্তু যাহার নাম ও কর্ম্ম ও লোকদের সাক্ষাতে উক্ত কথা প্রকাশ করা যায়, এমত লোক হইয়াছে কি না, তাহা পঞ্চাশ কি ষাইট বৎসর পর্য্যন্ত সাক্ষিদের কিম্বা তাহাদের সন্তানদের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলে জ্ঞাত হওয়া কঠিন নহে। এবং যীশুর বাল্যকালাবধি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত যূষফ ও মরিয়ম ও যীশু আপনি ও তাঁহাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব যে নাসরৎ নগরে বাস করিলেন, সেই নাসরৎ নগরে জিজ্ঞাসা করা দুষ্কর ছিল না। তাহাতে যদ্যপি এমত জিজ্ঞাসাদ্বারা যীশুর জন্মের গুপ্ত কথা সকল জানা যাইতে পারিল না, তথাপি যে সকল উপায়দ্বারা তাহা জানা যাইতে পারে, এমত উপায় পাওয়া যাইতে পারিল। মথি ও লূক যদি কল্পিত বিবরণ লিখিতেন, তবে আপনাদের কথার মিথ্যা দেখাইবার এত উপায় আপনারা প্রকাশ করিতেন না, বরঞ্চ বৈৎলেহম ও নাসরৎ ও হেরোদ ও সিখরিয় ও ইলীশেবা ও শিমিয়োন ও হন্না, এই সকলের নামান্তর করিতেন। ইহা বিবেচনা করিলে বোধ হয় ঐ সকল বিবরণ সত্য।

আরও প্রমাণ এই। অবিবাহিতা কন্যার গর্ভ্ভ হওয়া অতি লজ্জার বিষয়, এবং যিহূদী লোকদের মধ্যে সেই দোষে দোষিণী কন্যা বধযোগ্যারূপে গণিতা হইত, তাহা কেবল নহে, বরং এমত পাপেতে জাত ব্যক্তির পুত্র পৌত্রাদি বংশও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত অপমানগ্রস্ত থাকিত। অতএব বিবাহ হওনের পূর্ব্বে মরিয়মের গর্ভ্ভ হইয়াছিল, এইরূপে যীশুর জন্ম হইল, এমন কথা কহিতে যীশুর মতাবলম্বি লোক সকল অবশ্য সাবধান হইয়া থাকিবে। তথাপি অতি আশ্চর্য্যরূপে ঈশ্বরের শক্তিতে মরিয়মের গর্ভ্ভ হইয়াছিল, ইহা তাঁহারা লিখিয়াছেন। এমত কথা শুনিয়া অনেকে মরিয়মকে ও যীশুকে পরিহাস করিবে, ইহা যেমন আমরা বুঝিতে পারি, মথি ও লূক তাহা কি তদ্রূপ বুঝিতে পারিলেন না? আর এই কথার সত্য মিথ্যা অনেকে অনুসন্ধান করিবে, মিথ্যা হইলে আর কেহ খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিবে না, ইহাই কি তাহাদের বোধগম্য হইল না? বিবাহের পূর্ব্বে যূষফের ও মরিয়মের সংসর্গ হইলে যদি যীশুর জন্ম হইত, তবে তাহা গুপ্ত করিলে গুপ্ত থাকিত, এবং প্রকাশ করিলে অল্প ক্ষতি হইত, কিন্তু অন্য কোন পুরুষ যদি যীশুর পিতা হইত, তবে যূষফ তাঁহার মাতাকে বিবাহ না করিয়া ত্যাগ করিতেন। যাহা হউক, যে প্রকার

কথা মথি ও লূক লিখিয়াছেন, সে প্রকার কথা কল্পনা করিয়া লিখিতে কোন মতে তাঁহাদের সাহস হইত না। কারণ সেই কথা সত্য হইলেও অনেকে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তৎপ্রযুক্ত যীশুর ও মরিয়মের অপমান করিবে, মিথ্যা হইলে সকলে অপমান করিবে, এমন বিবেচনা তাঁহারা করিতে পারিলেন। এবং অনর্থক রূপে যীশুর ও তাঁহার মাতার ও তাঁহার স্থাপিত ধর্ম্মের নিন্দা জন্মাইতে তাঁহারা অবশ্য অসম্মত ছিলেন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর বিষয়ে বিবেচনা করা যাইতেছে। তাঁহার মৃত্যুর যে বিবরণ, সেই বিবরণের ক্ষুদ্র২ কথা সকলের পরীক্ষা লইব না, কেবল দুই কথার অনুসন্ধান করিব। প্রথম, যীশু নামক যে ব্যক্তি তিন বৎসর পর্য্যন্ত নানা স্থানে শিক্ষা দিয়াছিলেন ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি কি ক্রুশে বদ্ধ হইলেন? দ্বিতীয়, তিনি কেবল মৃতবৎ না হইয়া কি নিতান্ত প্রাণত্যাগ করিলেন?

প্রথম কথার উত্তর অতি স্পষ্ট। যীশুর যে শত্রুরা তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছুক ছিল, তাহারা তাঁহাকে অবশ্য চিনিতে পারিল, এবং তিনি যেন কোন মতে রক্ষা পান ও অন্য কেহ তাঁহার পরিবর্ত্তে ক্রুশে বদ্ধ হয়, ইহাতে তাহারা কখনো সম্মত হইত না। যখন তিনি ক্রুশে টাঙ্গান ছিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে চিনিয়া বিদ্রূপ ও পরিহাস করিল। যাহারা ক্রুশেতে বদ্ধ হইত, তাহারা ভূমিহইতে দুই তিন হাত ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইত, অতএব যীশু যখন ক্রুশেতে বদ্ধ ছিলেন, তখন ভূমিহইতে কিছু উচ্চ প্রযুক্ত যে সহস্র২ লোক নিকটে দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা সকলে একেবারে তাঁহাকে দেখিতে পাইল, তাহাতে যিনি গত তিন বৎসর আমাদের নগর ও গ্রাম সকল ভ্রমণ করিতে২ অসংখ্য লোকদের সাক্ষাতে উপদেশ দিয়াছিলেন ও নানা অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তিনিই এখন ক্রুশে টাঙ্গান আছেন, ইহা তাহারা স্ব২ চক্ষুর প্রমাণে জানিতে পারিল, বিশেষতঃ তিনি সম্পূর্ণ তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত দিনের আলোতে ক্রুশে টাঙ্গান হইয়া রহিলেন, এই জন্যে আরও উত্তমরূপে নিশ্চয় করিতে পারিল। আর অনেক রোমীয় সিপাহি লোক সেই স্থান রক্ষা করিতেছিল, তাহাতে যদিও কিছুকাল পর্য্যন্ত সূর্য্য অন্ধকারময় হইল, তথাপি যীশুকে ক্রুশহইতে নামাইতে কাহারো সাহস জন্মিতে পারিল না। অতএব মুসলমান লোক যাহা বলুক, যিনি ক্রুশেতে বদ্ধ হইলেন তিনি যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন, ইহার কোন সন্দেহ নাই।

আর তিনি ক্রুশেতে কেবল মৃতবৎ না হইয়া মরিলেন, ইহারও স্পষ্ট প্রমাণ আছে। যে কোন লোক বৃক্ষেতে কিম্বা কোন কাষ্ঠে উদ্বদ্ধ হইয়া মরে, সেই ব্যক্তির মৃত দেহ সূর্য্যের অস্তগত হওনের পূর্ব্বে নামাইতে যিহূদীয়দের রীতি ছিল, যেহেতুক তাহা না করিলে ভূমি অপবিত্র হইবে, ইহা ঈশ্বর কহিয়াছিলেন। তাহাতে যোহন কহেন, যে দিনে যীশু ক্রুশে বদ্ধ হইলেন, "সেই দিন আয়োজন দিন, এই প্রযুক্ত পরদিন

"বিশ্রামবারে দেহ যেন ক্রুশের উপরে না থাকে, কেননা ঐ বিশ্রাম "দিন বড় দিন ছিল, এই নিমিত্তে যিহূদীয়েরা পীলাতের নিকটে গিয়া "তাহাদের পা ভাঙ্গিবার ও স্থানান্তরে লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা "করিল। অতএব সেনাগণ আসিয়া যীশুর সঙ্গে ক্রুশে হত প্রথম ও "দ্বিতীয় চোরের পা ভাঙ্গিল; কিন্তু যীশুর নিকটে গিয়া তিনি "মৃত বটেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার পা ভাঙ্গিল না। পরে এক জন "সেনা বড়শাঘাতে তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাহইতে "রক্ত এবং জল নির্গত হইল। যে ব্যক্তি ইহার সাক্ষ্য দিতেছে, সে "আপনি দেখিয়াছে ও তাহার এই সাক্ষ্য সত্য; আর তাহার কথা "সত্য ও তোমাদের বিশ্বাস জন্মাইতে যোগ্য, তাহা সে জ্ঞাত আছে। এবং মার্ক কহেন, "অনন্তর সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, আয়োজন "দিবস অর্থাৎ বিশ্রামবারের পূর্ব্বদিবস হওয়াতে অরিমথিয় যূষফ "নামক সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী আসিয়া পীলাতের নিকটে নির্ভয়ে গিয়া যীশুর "দেহ যাচ্ঞা করিল। কিন্তু তিনি এত শীঘ্র মরিয়াছেন, পীলাত এ "কথা অসম্ভব বোধ করিয়া শতসেনাপতিকে ডাকিয়া, তিনি কত ক্ষণ "মরিয়াছেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিল। তাহা শতসেনাপতির প্রমুখাৎ "অবগত হইয়া যূষফকে যীশুর দেহ দিল।" ইহার পরে তাঁহার মৃত্যুর বিষয়ে আর কে সন্দেহ করিতে পারে? তৎকালে রাত্রি হয় নাই, যেহেতুক যিহূদীয়দের যে বিশ্রামবারে কোন কর্ম্ম করা অনুচিত ছিল, সেই বিশ্রামবারের আরম্ভ সূর্য্যের অস্তগমন সময়াবধি হইল, তাহাতে সূর্য্যের অস্তগমনের পূর্ব্বে যীশুর দেহ কবরে রাখিতে হইল।

প্রভু যীশু যে নিতান্ত হত হইয়া মরিয়াছিলেন, ইহার আর এক দৃঢ় প্রমাণ হইয়াছে প্রভুর ভোজন। এই নামে যে রীতি খ্রীষ্টীয়ান লোক-দের মধ্যে তৎকালাবধি চলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদ্বারা তাহারা তাঁহার মৃত্যু প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। তিনি যদি না মরিলেন, তবে সেই রীতি নিতান্ত নিরর্থক হইল, কিন্তু তৎকালাবধি খ্রীষ্টীয়ান লোক সকল এমন নিরর্থক রীতি মানে, এ অত্যন্ত অসম্ভব।

তৃতীয় দিনে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পুনরায় সজীব হইয়া কবর ত্যাগ করিয়া বার২ শিষ্যদের নিকটে দর্শন দিলেন, ইহারও প্রমাণ দেওয়া কর্ত্তব্য। মথি ও মার্ক ও লূক ও যোহন এই চারি জন ঐ ঘটনার যে চারি বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা সকলই এই স্থানে পুনরায় লিখিব না, কেবল ইহা বলিব, সেই চারি বিবরণের যে ঐক্য আছে তাহা বিবেচনা করিলে বোধগম্য হয়। তবে যে২ প্রমাণ দিলে যথেষ্ট বোধ হয়, তাহা এই২। যীশু পুনরায় উঠিয়াছেন, ইহা তাঁহার শিষ্যেরা এমত অসম্ভব জ্ঞান করিলেন, যে তাহা বিশ্বাস করিতে প্রায় পারিলেন না, এবং অতি স্পষ্ট প্রমাণ না পাইলে তাঁহারা কোন মতে বিশ্বাস করিতেন না। ইহার উদাহরণ থোমা নামক শিষ্য। তাহার বিষয়ে যোহন লিখেন, যথা, যে সময়ে যীশু প্রথম বার আপন একত্রীভূত শিষ্যদিগকে দর্শন

দিলেন, "সেই সময়ে থোমা তাহাদের সঙ্গে ছিল না, অতএব আমরা "প্রভুকে দেখিলাম, এ কথা অন্য শিষ্যেরা তাহাকে কহিলে পর সে "বলিল, তাঁহার হস্তে প্রেকের চিহ্ন দেখিয়া প্রেকের সেই চিহ্ন অঙ্গুলী- "দ্বারা স্পর্শ না করিলে এবং তাঁহার কুক্ষিদেশে হস্ত না দিলে আমি "বিশ্বাস করিব না। অপর অষ্টম দিবস গত হইলে শিষ্যগণ ঐ থোমার "সহিত একত্র হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভিতরে ছিল, এমন সময়ে যীশু "উপস্থিত হইয়া তাহাদের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া কহিলেন, তোমাদের "কল্যাণ হউক। পরে থোমাকে কহিলেন, এ দিগে অঙ্গুলী দিয়া আমার "হস্ত দেখ, এবং হস্ত বাড়াইয়া আমার কুক্ষিদেশে দেও, এবং অবিশ্বাসী "না হইয়া বিশ্বাসী হও। তখন থোমা কহিল, হে আমার প্রভো, হে "আমার ঈশ্বর।" থোমা যে প্রকার দৃঢ় প্রমাণ চাহিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহার পরে আর দৃঢ় প্রমাণ হইতে পারে না।

আর পৌল প্রেরিত ইহা লিখিয়াছেন, যথা, "কবরস্থ হইলে পর "যীশু তৃতীয় দিবসে উত্থান করিলেন, এবং প্রথমে কৈফার অর্থাৎ "পিতরের কাছে, তাহার পর দ্বাদশ শিষ্যের কাছে দর্শন দিলেন, "তাহার পর কোন সময়ে একত্রীকৃত পাঁচশত ভ্রাতার অধিক লোকের "নিকটেও দর্শন দিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ২ মহানিদ্রিত আছে, "কিন্তু তাহার অধিকাংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।" পৌলের এই সাক্ষ্য কোন মতে মিথ্যা হইতে পারে না।

আর এক প্রমাণ হইয়াছে প্রভুর দিন। যে দিনে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কবরহইতে উঠিলেন, সেই দিনাবধি খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে সপ্তাহের প্রথম দিন প্রভুর দিনরূপে পালিত হইয়া আসিতেছে, যেহেতুক সপ্তাহের প্রথম দিনে তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন।

উক্ত সকল প্রমাণদ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম ও মৃত্যু ও পুনরুত্থান, এই তিন ঘটনার বৃত্তান্ত যে সত্য ইহা স্থির হয়।

(২) দ্বিতীয় ভাগ। খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কথা।

যে আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কথা হইতেছে, তাহা কেবল অজ্ঞান লোকদের আশ্চর্য্য বোধ হয়, এমন নহে, বরং এমত ক্রিয়া করা মনুষ্যের নিতান্ত অসাধ্য, এই জন্যে সর্ব্বদা সকলের আশ্চর্য্য বোধ হয়। মৃত লোককে পুনরায় প্রাণদান করা মনুষ্যের নিতান্ত অসাধ্য, এবং যদ্যপি ঔষধাদি উপায়দ্বারা রোগগ্রস্ত লোককে সুস্থ করা কিম্বা অন্ধ লোককে দর্শনশক্তি দেওয়া মনুষ্যের অসাধ্য নহে, তথাপি ঐ ঔষধাদি উপায় ব্যতিরেকে কেবল আজ্ঞাদ্বারা তাহা করা মনুষ্যের অসাধ্য বটে। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যের অসাধ্য অনেক২ ক্রিয়া আজ্ঞামাত্রদ্বারাতেই নিষ্পন্ন করিয়াছেন, এবং সেই সকল ক্রিয়াকে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া কহা যায়।

তিনি এমত ক্রিয়া করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ এই২।

১। তিনি ঐ সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করিতে তাঁহার শত্রুরাও সাহস করিল না, এবং সেই শত্রুদের সাক্ষাতে যীশুর

শিষ্যেরা ঐ আশ্চর্য্য ক্রিয়ার প্রমাণ দিলে তাহাদের রাগ জন্মিল বটে, কিন্তু ঐ কর্ম্ম ও তদ্বিষয়ক প্রমাণ মিথ্যা, ইহা কহিতে পারিল না।

২। তিনি যদি কোন প্রবঞ্চনাদ্বারা ঐ সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতেন, তবে তাঁহার অন্য শত্রুরা যদ্যপি তাহা জানিতে পারিত না, তথাপি ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা অবশ্য তাহা জানিত, যেহেতুক সে তিন বৎসর পর্য্যন্ত যীশুর সঙ্গী ছিল, এবং টাকার থলী তাহার হস্তে ছিল। টাকা ব্যয় না করিলে যীশু প্রবঞ্চনা করিতে পারিতেন না, এবং টাকা ব্যয় করিলে যিহূদা তাহা জ্ঞাত হইত, এবং যে সময়ে আপন গুরু যীশুকে বিক্রয় করিল, সেই সময়ে তাঁহার শত্রুদের নিকটে তাহা প্রকাশ করিত। কিন্তু যীশু নিতান্ত নির্দ্দোষ ইহা যিহূদা স্বীকার করিল, এবং এমন নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের কারণ আমিই হইলাম, ইহা বলিয়া নৈরাশ প্রযুক্ত আত্মঘাতক হইল।

৩। যে সময়ে চারি সুসমাচার লিখিত হইল, সেই সময়ে ঐ আশ্চর্য্য ক্রিয়ার সত্য মিথ্যা জানিতে দুষ্কর ছিল না, ইহার প্রমাণ।

সেই ক্রিয়া অল্প ছিল না, অসংখ্য ছিল, ইহা সুসমাচারলেখকেরা বলেন। এমত অদ্ভুত ক্রিয়া যদি অসংখ্য হয়, তবে যে দেশে হয় সেই দেশ তাহার জনরবে ব্যাপ্ত হয় ও সেই জনরব অনেক বৎসর পর্য্যন্ত থাকে।

সেই সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া গুপ্ত স্থানে করা যায় নাই, বরং শত ২ এবং সহস্র২ লোকের সাক্ষাতে করা গিয়াছিল, এবং এক স্থানেও নয়, অনেক২ স্থানে করা গিয়াছিল। ইহা যদি মিথ্যা হইত, তবে প্রেরিতেরা তাহা প্রকাশ করিতেন না।

যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়ার ফল অনেক বৎসর পর্য্যন্ত থাকিল। তিনি যে কএক মৃত লোককে জীবনদান করিলেন, তাহাদের মধ্যে যায়ীরের কন্যা কেবল বারো বৎসর বয়স্কা ছিল, এবং নায়িন নগর নিবাসিনী বিধবার অদ্বিতীয় পুত্রও যুবলোক ছিল। তাহাতে তাহারা পুনর্জীবিত হওনের পরে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত জীবৎ থাকাতে যে সময়ে সুসমাচার লিখিত হইল, সেই সময়েও বিদ্যমান ছিল এমন বোধ হয়। তদ্রূপ যে সকল রোগগ্রস্ত লোক যীশু কর্তৃক সুস্থ হইল, তাহারা কেবল এক কি দুই দিন পর্য্যন্ত সুস্থ থাকিল, এমত নহে, যাবজ্জীবন ঐ উপকারের ফল ভোগ করিতে পাইল। অতএব ঐ সকল লোকের কিম্বা তাহাদের সন্তানাদি জ্ঞাতি কুটুম্ব লোকদের জীবদ্দশাতে তাহাদের বিষয়ে মিথ্যাকথা কহিতে প্রেরিতদের সাহস হইত না।

যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়া যে২ স্থানে করা গিয়াছিল, এবং তদ্দ্বারা যে২ লোকেরা উপকৃত হইয়াছিল, এমত অনেক স্থানের ও লোকের নাম ধর্ম্ম-পুস্তকে লিখিত আছে। সেই সকল নাম প্রকাশ করিতে কেবল সত্যবাদি সাক্ষির সাহস হইতে পারিল, যেহেতুক মিথ্যা কহিলে ঐ নামদ্বারা মিথ্যা প্রকাশ হইত।

৪। যীশু খ্রীষ্ট যে২ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিলেন, তাহা কোন প্রবঞ্চনার ফল নহে, ইহার অন্য২ নানা প্রমাণ আছে, তাহা এই ২।

প্রবঞ্চক লোক ধনাদি সাংসারিক লাভের চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা যীশুর এমন লাভ হয় নাই।

যে প্রবঞ্চক লোক লাভের চেষ্টা না করে, সেও পরের উপকার চেষ্টা করে না, বরঞ্চ আপন অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাকে কিম্বা প্রশংসা পাইতে চাহে, কিন্তু যীশু তাহাও করেন নাই।

প্রবঞ্চক লোক গুপ্ত রূপে কিম্বা অন্ধকারে অল্প লোকের সাক্ষাতে আপন নৈপুণ্য দেখায়, কিন্তু যীশুর সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ রূপে শত২ লোকের দৃষ্টিতে করা গেল।

প্রবঞ্চক লোক উপায়ের অভাবে অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে পারে না, এবং বিলম্ব না করিলে সেই উপায় প্রস্তুত হয় না, কিন্তু যীশু আজ্ঞামাত্র করিয়া অবিলম্বে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতেন।

শেষ প্রমাণ এই। যীশুর আজ্ঞাতে যে স্থানে আশ্চর্য্য ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল, সেই স্থানে তিনি আপনি তৎকালে উপস্থিত না হইয়া বরং দূরস্থিত কোন স্থানে ছিলেন, বার২ এমন ঘটিল। তিনি যদি প্রবঞ্চক হইতেন, তবে তাঁহার আজ্ঞার গুণ দূরস্থ স্থানে প্রকাশ পাইত না। উক্ত সকল প্রমাণ নানা উদাহরণদ্বারা অতি স্পষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়াছে, তাহারা উপযুক্ত উদাহরণ আপনারা মনে করিবে, এবং যাহারা পাঠ করে নাই, তাহাদের জ্ঞানার্থে উদাহরণ দেওয়া অনেক বিলম্বের কর্ম্ম, এই জন্যে উদাহরণ প্রকাশ করা যায় নাই।

লেখালেখি।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিজনানাং বিবিধ বিনয় পুরঃসর নিবেদনমিদং। মহাশয়ের বহু অনুগ্রহের দ্বারা সম্প্রতি যে নূতন উপদেশক নামক পত্রিকা প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা অতি উত্তম, অর্থাৎ তাহার মধ্যে আপনি যাহা লিখিতেছেন তাহাতে ধর্ম্মপুস্তক বিষয়ক জ্ঞান, আর ঐ ধর্ম্মপুস্তক যে মনুষ্যের কল্পিত নয়, কিন্তু নিতান্ত ঈশ্বরের দত্ত গ্রন্থ, তাহা নানাবিধ প্রমাণের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবাতে আমাদের অজ্ঞানতার মোচন হইতেছে। পরে মহাশয়কে অতি সংক্ষেপে জ্ঞাত করাই, ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরদত্ত গ্রন্থ তাহা কেবল খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা বিশ্বাস করে, কিন্তু হিন্দু লোকেরা তাহা কল্পিত জ্ঞান করিয়া নানা প্রকারে বাদানুবাদ করিয়া হেয়জ্ঞান করিয়া থাকে। যদি তাহার উপযুক্ত উত্তর প্রাপ্ত হয়, তবে কল্পিত জ্ঞান করিয়া বাদানুবাদ করিতে সক্ষম হয় না। অতএব এই বর্ত্তমান সময়েতে যাঁহারা খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহারা অনে-

কে ইংরাজী ভাষা না জানন প্রযুক্ত ধর্ম্মপুস্তকের সহকারি যে সকল ইতিহাস তাহাও জানেন না, কিন্তু কেবল ধর্ম্মপুস্তক জানেন। তবে ঐ ধর্ম্মপুস্তকের প্রমাণ লইয়া ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরদত্ত ইহা প্রমাণ করিলে হিন্দুরা তাহা অগ্রাহ্য করে। অতএব মহাশয় ইহার নিমিত্তে আমার বিশেষ প্রার্থনা এই, যে যদি অনুগ্রহ করিয়া যোষীফসের ইতিহাসহইতে কোন২ চুম্বক বিষয় লইয়া আপনকার উপদেশক পত্রিকাতে লিখিয়া প্রকাশ করেন, তবে আমাদের নিমিত্তে তাহা অতিশয় ফলদায়ক হয়। কেননা যোষীফস যদিও খ্রীষ্টীয়ান নহেন, তত্রাপি যিহূদী হইয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মপুস্তকের সপক্ষেই লিখিয়াছেন; তবে তাহার লেখানুসারে ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের দত্ত গ্রন্থ ইহা প্রমাণ করিলে হিন্দু লোকেরা কোন প্রকারে কল্পিত বলিয়া বাগ্‌যুদ্ধ করিতে পারিবে না। অতএব মহাশয় আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেই যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হই। ইতি। [কস্যচিৎ গ্রাহকস্য।

[উপদেশকের সম্পাদক এই পত্রেতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তথাপি তিনি পত্রলেখকের ইচ্ছানুসারে যোষীফসের পুস্তকোদ্ধৃত কোন বিবরণ সম্প্রতি লিখিতে পারেন না, কিন্তু সময়ক্রমে বিবেচনা করিবেন। বোধ হয় ধর্ম্মপুস্তকের বিষয়ে যে২ প্রমাণ ইহার পরে দেওয়া যাইবে, তাহাদ্বারা অনেকের সন্দেহ আপনাহইতে ঘুচিবে।]

খ্রীষ্টীয়ানেরা দীপ্তিস্বরূপ।

পয়ার।

আনন্দিত হইয়া আমি সংক্ষেপে জানাই।
দীপ্তিস্বরূপ খ্রীষ্টীয়ানেরা সকল ভাই॥
খ্রীষ্টীয়ানেরা দীপ্তিময় কি প্রকারে হন।
মনোযোগে পাঠ করিলেই জানিবেন॥
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন।
এই পৃথিবীতে করিলেন আগমন॥
দেখিলেন সকলি শয়তানের ফেরে।
আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে অন্ধকারে॥
এইরূপে সকলেই ভ্রমেতে ভুলিয়া।
ঈশ্বরবিস্মৃত হয়ে আছয়ে রহিয়া॥
দয়া করে তিমির নাশক প্রভু যীশু।
দীপ্তিতে আসিলেন কএক জন শিষ্য॥
এই শিষ্য বুঝিতে হইবে শিষ্যগণে।
তারা যে বয়সে শিশু বুঝিও না মনে॥
ঐ দীপ্তিতে তাহারা দীপ্তিমান হইয়া।
প্রজ্বলিত করে তাহা তাঁর কৃপা পাইয়া॥

জগতের সাদৃশ্যে হয় অতিশয় শোভা।
পৃথিবীতে ব্যাপিতেছে উজ্জ্বলিত প্রভা॥
মহৎ দুই বস্তু তাদের দিয়াছেন।
তাহাতে তাহারা উজ্জ্বলিত হয়েছেন॥
মনোরূপ প্রদীপেতে ভক্তিরূপ তৈল।
দ্বিতীয়ত প্রেমরূপ অগ্নি দিয়া জ্বাল॥
এই শ্রেষ্ঠ দুই বস্তু পাইয়া তাহারা।
আন্ধারস্থিতের কাছে উজ্জ্বলিত তারা॥
ঐ দুই বস্তু তারা প্রাপ্ত হইয়াছেন।
তাহাতে দীপ্তির আলো হয়ে প্রকাশন॥
এই আলো সর্ব্বজগৎ ব্যাপিত হইবে।
কোন স্থানে অন্ধকার কভু না রহিবে॥
প্রভু যীশু বলেছেন শাস্ত্রে আছে উক্ত।
তাঁর মনোনীতেরাই জগতের দীপ্ত॥
প্রভুর বাক্য অটল আছে জান সত্যতা।
এক বিন্দু এক বিসর্গ নহে অন্যথা॥
এই কথা ধর্ম্মপুস্তকেতে আছে ব্যক্ত।
আমাদের প্রভুর নিজ মুখের উক্ত॥
অতএব দুই বস্তু প্রাপ্ত হওয়াতে।
মহা২ উপকার দর্শিছে জগতে॥
তিমির স্থিত লোকেরা প্রজ্বলিত দেখে।
মনেতে হয়েছে ঘৃণা পাপে নাহি থাকে॥
দেখিয়া তাবৎ অন্ধকারের কার্য্য।
ঘৃণার্হ জানিয়া পাপ করিতেছে ত্যজ্য॥
আপন মনের পাপ জানিতে পাইয়া।
প্রত্যেকে যাইতেছে প্রভুর কাছে ধাইয়া॥
কেননা প্রভু যীশু পাপিদের কারণ।
দিয়াছেন অকাতরে বহুমুল্য প্রাণ॥
এমন আশ্চর্য্য কর্ম্ম কে করিতে পারে।
বৃহ্মাণ্ডেতে কেহই নাহি তরাইবারে॥
ইহাতে বিখ্যাত আছে তিনি পাপির পথ।
যাহারা আসিবে সিদ্ধ হবে মনোরথ॥
তবে এ আলো কতো ভাল মঙ্গল হয়েছে।
মৃত্যুযুক্ত লোকেরা পুনঃ প্রাণ পাইয়াছে॥
যেমন আন্ধার ঘরে দীপ্তি জ্বালাইলে।
তাবৎ বস্তু ভাল রূপে দেখে সকলে॥
তদ্রূপ মোদের প্রভু জ্যোতির্ম্ময় হন।
অন্ধকারযুক্ত পাপ করে প্রকাশন॥

তাহাতে মনের পাপ তাবৎ দেখায়।
পাপে যুক্ত মন ভুক্ত আছয়ে নিশ্চয় ॥
ইহাতে ভয়ঙ্কর ত্রাসযুক্ত হইয়া।
থর ২ কম্পনেতে ব্যগ্রচিত্তে আসিয়া ॥
জগৎ তারক প্রভু যীশুর চরণ।
অটল চিত্তেতে এসে বিশ্বাস করেন্ ॥
অনেকে আসিয়া তাঁকে করিবে বিশ্বাস।
কাহাকেও তিনি করিবেন না নৈরাশ ॥
যারা যত তাঁহাতে নিশ্চয়ে আসিবেন।
তাদের ভক্তি নিত্য বৃদ্ধি করাইবেন ॥
লিখিত আছে চেপ্‌টানল নাহি ভাঙ্গিবে।
ধূমযুক্ত কোষ্ঠা নাহি নির্ব্বাণ করিবে ॥
তাহাদের মনোরূপ দীপেতে তিনি।
ভক্তিরূপ তৈল প্রদান করেন আপনি ॥
অনাবৃত প্রদান তিনি করিতেছেন।
ইহাতে আমি অতি করি নিবেদন ॥
ঐ উক্ত ভক্তিরূপ তৈল দিয়া আপন।
মনোরূপ দীপকে উজ্জ্বলিত করুন ॥
আরো জ্বালিতে হবে প্রতিবাসির কাছে।
কেননা নিশ্চয় শাস্ত্রেতে লিখিত আছে ॥
তোমাদের দীপ্তি মানুষের সম্মুখে।
এমত প্রকাশ হউক সুক্রিয়া দেখে ॥
আর যেন তোমাদের স্বর্গীয় পিতারে।
অতিশয় ভক্তিভাবে স্তব যেন করে ॥
তবে তাহা হৈলে সমস্ত প্রতিবাসিরা।
তদ্ আলোর প্রতি দৃষ্টি করিবে তারা ॥
স্ব ২ অন্তঃকরণের ঘৃণার্হ যে পাপ।
জ্ঞানচক্ষুতে দেখিয়া হবে মনস্তাপ ॥
ইহাতে স্বর্গস্থ পিতার সনে আসিবে।
অতি খেদ করি তারা প্রার্থনা করিবে ॥
যদ্যপিস্যাৎ প্রিয় সকল ভ্রাতা আমার।
ভক্তিরূপ তৈল যদি না সংগ্রহ কর ॥
তবে অজ্ঞানা পাঁচ কন্যাদের প্রতি।
দৃষ্টি করিয়া দেখ তাদের মহা ক্ষতি ॥
তারা প্রভুকে দর্শন করিতে এসেছিল।
ভক্তিরূপ তৈল সঙ্গে নাহি লয়েছিল ॥
অপ্রস্তুত হয়ে তারা নিদ্রাতেই ছিল।
এমত সময়ে বর আসে ধ্বনি হইল ॥

বর আসিতেছে মিলন কর না সকল।
বুদ্ধিমতী কন্যারা দীপ প্রস্তুত করিল ॥
বুদ্ধিমতী কন্যাদিগকে কহিল তারা।
আমাদিগকে কিছু তৈল দেহ তোমরা ॥
বুদ্ধিমতী কন্যারা উঠি কহিল সবে।
তোমাদের তৈল দিলে অকুলান হবে ॥
বরং তৈল বিক্রেতাদের নিকটে যাও।
তাদের কাছে তৈল ক্রয় করিয়া লও ॥
তারা ক্রয় করিতে গেলে বর আইল।
প্রস্তুত ছিল যারা তাঁহার সঙ্গে গেল ॥
বিবাহবাটীতে সবে প্রবেশ করিল।
তার পরে ঘরের দ্বার রুদ্ধ হইল ॥
পরে ঐ কন্যারা এসে কহিতে লাগিল।
হে প্রভো আমাদের কারণ দ্বার খুল ॥
কিন্তু প্রত্যুত্তর করে কহিলেন তিনি।
সারোদ্ধার তোমাদের আমি নাহি জানি ॥
যদি তারা সকলে প্রস্তুত থাকিত।
অনায়াসে বিবাহবাটীতে প্রবেশিত ॥
অভাগ্য দশা তাদের হইল না মিলন।
সময়ে প্রস্তুত হও শুনিয়া ভ্রাতৃগণ ॥
মনোরূপ প্রদীপেতে ভক্তিরূপ তৈল।
তাহা হইলে প্রভু করিবেন মঙ্গল ॥
পুনঃ২ আমি নিবেদি প্রিয় ভ্রাতারা।
ভক্তিকে পরিত্যাগ করিও না তোমরা ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র শুন এই উপদেশ পাই।
পালন করিতে সদা ধাবমান হই ॥
অল্প পূর্ব্বেতে তোমরা যে কিছু কালে।
মহা অন্ধকারস্বরূপ ছিলা সকলে ॥
এখন প্রভুতে আলোস্বরূপ আছও।
প্রভুর গ্রাহ্য ক্রিয়ার প্রমাণদায়ী হও ॥
আলোরূপ শিশুদের মতন চল।
কেবল আত্মার সকল ভদ্রতা ফল ॥
ধর্ম্ম ও সত্যতাতে সংস্থিত আছেত।
আন্ধারে অফল ক্রিয়ার না সহিত ॥
কিছুই সঙ্গ করিও না সকল নর।
কিন্তু বরঞ্চ তাহার অনুযোগ কর ॥
কেননা গুপ্ত স্থানে তাহাদের দ্বারা।
কহা মাত্র যায় তাহার যাহা২ করা ॥

লজ্জার বিষয় অতি কিন্তু দূষণীয়।
সব বিষয় আলোতে প্রকাশিত হয়।।
কেননা তাহাতেই প্রকাশকারী আলো।
এই হেতুক তিনি কহেন হে নিদ্রালো।।
জাগৃত হও শীঘ্র মৃত্যুইহতে উঠ।
খ্রীষ্ট যীশু তোমাকে আলো দিবেন ঝাঁট।।
আর দ্বিতীয় প্রেমরূপ অগ্নি বৃদ্ধি।
সকলকে করিতে হবে মনোযোগে সিদ্ধি।।
কেননা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট।
বারম্বার কহিয়াছেন শাস্ত্রে আছে দৃষ্ট।।
পরস্পর তোমরা সকলে প্রেম কর।
প্রেমেতে অহিত নাহি হইবে কাহার।
এই প্রেম বিরোধ মাৎসর্য্য করে না।
এই প্রেম অহঙ্কার ঠৈঠামী চলে না।।
এই প্রেম যাঁহারা ধারণ করিয়াছেন।
বস্তুরূপে তাদের মন কৃপা করেন।।
জানিয়া সকল কটু কথা ক্রোধ রাগ।
ইহাতেই পাপ হয় করিতেছে ত্যাগ।।
কুন্দল সমস্ত আপনাদের হইতে।
দূরীকৃত করিতেছেন মন হইতে।।
পরস্পর প্রীতিযুক্ত দয়ালু হইয়া।
প্রেমেতে উত্তপ্ত হয়ে চলিতেছে ধাইয়া।।
তাহাতে শয়তানের আশ্রিতের কাছে।
প্রভুর লোকেরা দীপ্তিস্বরূপ হয়েছে।।
যাহারা উত্তম আচরণেতে চলেন।
তাহারাই তাঁর মনোনীত পাত্র হয়েন।।
পাপেতে সর্ব্বদা মগ্ন আছে যাহারা।
অন্ধকার স্বরূপ গণিত হন তারা।।
অতএব অন্ধকারে গমন করিয়া।
কিছুই জানিতে পারেন নাহি তাহারা।।
যাঁহারা উপরের উক্ত দুই বিষয়।
অন্তঃকরণের সহিত প্রাপ্ত হয়।।
তাহাদিগকে প্রভু যীশু কহিতেছেন।
তোমরাই জগতের দীপ্তি সপ্রমাণ।।
তাহারাই পর্ব্বতে স্থাপিত নগর।
কোনহ মতে গুপ্ত নাহি হবে আর।।
প্রভুর পথে সত্য মতে চল ভ্রাতৃগণ।
কহে জয়নারাণ ঢাকা নিবাসিন্।।

সমাচার।

১। ইউরপ দেশে দুর্ভিক্ষ।—এই বর্ত্তমান সময়ে ইউরপ দেশের নানা স্থানে লোকেরা দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত অতিশয় দুঃখ পাইতেছে। আইরলণ্ড দেশে আলু দীর্ঘকালাবধি সামান্য লোকদের প্রধান খাদ্যদ্রব্য ছিল। এই দেশের লোক যেমন প্রতিদিন ভাত খায়, তদ্রূপ সেই দেশের লোক প্রতিদিন আলু পাক করিয়া খাইত। কিন্তু গত বৎসরে ঐ দেশে এবং অন্যান্য নানা দেশে আলু হয় নাই, এবং যে কিছু হইয়াছিল তাহাও কোন কারণে পচিয়া গেল, তাহাতে সামান্য লোকদের আহারার্থে খাদ্যদ্রব্য নাই। এবং আকাল প্রযুক্ত জ্বরাদি নানা পীড়াও অতি প্রবল হইয়াছে, তাহাতে ক্ষুধাতে হউক কিম্বা জ্বরেতে হউক, প্রতিদিন অনেক২ লোক মরিতেছে। এই সকল দুঃখ নিবারণার্থে ইংলণ্ড দেশহইতে গোমাদি শস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য পাঠান যাইতেছে, এবং নানা দেশহইতে টাকাও প্রেরিত হইতেছে। কিন্তু চল্লিশ লক্ষ মনুষ্যের প্রতিপালন করা দুষ্কর, অনেক চেষ্টা করিলেও খাদ্যদ্রব্যের অকুলান থাকে। এবং ইংলণ্ড দেশে খাদ্যদ্রব্য অতি বহুমূল্য হইয়াছে, তাহাতে সেই দেশের অনেক লোকও দুঃখ পাইতেছে। আমরা শুনিলাম ঐ দুঃখ নিবারণার্থে এই বঙ্গদেশহইতে আশি সহস্র টাকা প্রেরিত হইয়াছে, এবং এই দেশে উৎপন্ন যে চাউল বিক্রয় হওনার্থে মহাজনদের দ্বারা জলপথে ইংলণ্ড দেশে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা এখন তথাকার লোকদের অনেক উপকার হইতেছে। সেই চাউলের মূল্য সম্প্রতি নয় কি দশ টাকা মোন, তথাপি এত মূল্যেতেও তাহা কিনিলে লোকদের বড় উপকার বোধ হয়। স্কট্‌লণ্ড দেশের উত্তর অঞ্চলের লোকেরাও আকাল প্রযুক্ত অতিশয় দুঃখ পাইতেছে। তদ্ভিন্ন ফ্রান্স ও জর্ম্মানি ও বেল্‌জিয়ুম ও হোলণ্ড এই সকল দেশেও গোমাদি শস্যের অকুলান প্রযুক্ত এবং জলপ্লাবন প্রযুক্ত আকাল হইয়াছে, তাহাতে তথাকার লোকদেরও অতিশয় ক্লেশ হইতেছে।

২। ফ্রান্স দেশে ধর্ম্মবৃদ্ধি।—ফ্রান্স দেশের লোক প্রায় সকলে রোমান কাথলিক হওয়াতে পূর্ব্বে ধর্ম্মপুস্তক বড় জানিত না, কিন্তু কুড়ি বৎসরাবধি সেই দেশে অনেক ধর্ম্মপুস্তক বিতরণ করা যাইতেছে। তাহা বিতরণ করণের ধারা এই। প্রথমে কএক ধার্ম্মিক যুবা লোক পরের পরিত্রাণের চেষ্টাতে রবিবারে গ্রামে২ ভ্রমণ করিয়া আপন২ জ্ঞানানুসারে লোকদের সহিত ধর্ম্মকথা কহিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহাদের কথা কখনো২ শ্রোতাদের অগ্রাহ্য হইত, এবং কখনো২ গ্রাহ্যও হইত। যাহাদের নিকটে গ্রাহ্য হইত, তাহাদের কাছে বার২ যাইয়া প্রার্থনা করিতেন এবং কিঞ্চিৎ উপদেশও করিতেন। এই প্রকারে তাঁহারা বুঝিলেন নানা নগর ও গ্রামনিবাসি সামান্য লোকদের মধ্যে অনেকে

ধর্ম্মকথা শুনিতে ভাল বাসে এবং ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে ইচ্ছুক আছে। পরে ঐ যুবা লোকদের মধ্যে কেহ২ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হওয়াতে অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে আপন২ সিন্দুকে কতকগুলি ধর্ম্মপুস্তক রাখিয়া অল্প-মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিলেন, এবং বিক্রয় করণের সময়ে লোকদের সহিত পারমার্থিক কথোপকথন করিতেন। এই রূপে অনেক ধর্ম্মপুস্তক বিক্রয় হয় এবং অনেক অজ্ঞান লোকের ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে, ইহা দেখিয়া নানা নগরের ধার্ম্মিক লোকেরা সভা স্থাপন করিয়া ধার্ম্মিক যুবা লোক-দিগকে ঐ প্রকার কর্ম্মেতে নিযুক্ত করিয়া বিক্রয় করণার্থে তাহাদিগের হস্তে ধর্ম্মপুস্তক সমর্পণ করিলেন, এবং তোমাদের যাত্রার ব্যয় আমরা করিব, ইহা বলিয়া তাহাদিগকে ক্ষুদ্র বণিকের ন্যায় দেশভ্রমণ করিতে পাঠাইলেন। তদবধি অনেক ধার্ম্মিক যুবলোক ক্ষুদ্র বণিকের ন্যায় পঁচিশ কি ত্রিশ খান ধর্ম্মপুস্তক মস্তকে কিম্বা স্কন্ধে করিয়া গ্রাম ও নগরাদি ভ্রমণ করিতে২ বিক্রয় করিতেছেন, এবং সুযোগ পাইলে ধর্ম্মবিষয়ের কথাও কহিতেছেন। তাঁহারা অল্প বেতন লন, এবং কেহ২ প্রকৃত ব্যবসায়ী হওয়াতে কিছুই বেতন লন না, যেহেতুক ধর্ম্মের বৃদ্ধি তাঁহাদের বেতন হইল, এবং বাণিজ্যদ্বারা যে লাভ হয়, তাহাদ্বারা তাঁহা-দের প্রতিপালন হয়, তথাপি অনেকে অন্য কোন ব্যাপার না করাতে বেতন লইয়া থাকেন। ঐ লোকদের নাম কল্‌পর্ত্তর অর্থাৎ পাইকেড়, যেহেতুক ধর্ম্মপুস্তক তাঁহাদের পাইকেড়ী দ্রব্য। এই উপায়দ্বারা ফ্রান্স দেশের অনেক২ লোক ধর্ম্মপুস্তক পাইয়াছে এবং পাইয়া পাঠ করিতেছে, কেবল তাহা নয়, অনেকে তাহা পাঠ করিয়া পাপ ত্যাগ করণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাইয়াছে, এবং ঐ কল্পর্ত্তর লোকদের পরিশ্রমদ্বারা নানা নগরে ও গ্রামে মণ্ডলীও স্থাপিত হইয়াছে। রোমান কাথলিকদের পাদ্রিরা তাঁহাদিগের প্রতি অতি বিরক্ত আছে, এবং বার২ তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিয়াছে। ইহা আশ্চর্য্য নহে, কারণ চোর যেমন আলো ঘৃণা করে, তদ্রূপ রোমান কাথলিক পাদ্রিরা ধর্ম্মপুস্তক ঘৃণা করে। উক্ত কল্পর্ত্তর লোকদের মধ্যে এক জন গত নবেম্বর মাসে নিম্নস্থিত পত্র লিখিয়া-ছিলেন। "কোন গ্রামের রোমান কাথলিক পাদ্রি সাহেব গত রবিবারে উপদেশ করণের সময়ে সভাস্থ লোকদের সাক্ষাতে আমাকে ভ্রামক বলিয়া আমার নিন্দা করিয়া কহিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি বিষাক্ত ধর্ম্মপুস্তক বিক্রয় করিতে ঘরে২ ভ্রমণ করে। ইহার জনরব শুনিয়া আমি সেই পাদ্রি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্থির করিলাম। তাঁহার গৃহের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি আপনি দ্বার খুলিয়া দিলেন, পরে আমার হাতে এক খান ধর্ম্মপুস্তক দেখিয়া কুদৃষ্টি পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি কি চাহ? আমি বলিলাম, ঈশ্বরদত্ত এক খান ধর্ম্মপুস্তক আপনাকে দিতে আইলাম, আপনি যদি তাহা গ্রাহ্য করেন, তবে আমি আনন্দিত হইব। এই কথাতে তাঁহার রাগ হওয়াতে তিনি কহিলেন, তোমার বিষাক্ত ধর্ম্মপুস্তক আমি চাহি না, এবং মণ্ডলীর লোকদিগেরও তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই,

তুমি চলিয়া যাও। আমি বলিলাম, আমাকে বিদায় করণের অগ্রে যদি আপনি এই ধর্ম্মপুস্তক দেখিয়া পরীক্ষা করেন, তবে ভাল হইবে, যেহেতুক কেবল তাহার বহির্ভাগ দেখিলে তাহার গুণাগুণ নিশ্চয় হয় না। উত্তর। আমি এক অঙ্গুলিদ্বারাও তাহা স্পর্শ করিব না, বরং পুনরায় বলি স্থানান্তর যাও, নতুবা তোমাকে কারাগারে পাঠাইব। প্রত্যুত্তর। কারাগারে পাঠাইবেন? আপনি তাহা করিতে পারেন না, যেহেতুক আমি শাসনকর্ত্তার অনুমতি বিনা আসি নাই; আপনি তো চৌকিদার নহেন। আঃ আপনকার মণ্ডলীভুক্ত লোকদের কাছে আমি কল্য যে প্রকার ঘৃণার্হ ক্রিয়াসূচক ছবি ও পুস্তক বিক্রয় হইতে দেখিয়াছিলাম, তাহা না কিনিয়া যদি তাহারা আমার নিকটে ধর্ম্মপুস্তক কিনে, তবে তাহাদের ও আপনকার উভয়ের লাভ হইবে। তিনি উত্তর করিলেন, তোমার এই ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণদ্বারা ধর্ম্ম নষ্ট হয়; ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিলে যত মন্দ ফল জন্মে, ঐ দুষ্ট লোকদের পুস্তক পাঠ করিলে তত মন্দ ফল জন্মে না। আমি বলিলাম, ঈশ্বর দয়া করিয়া আপনার এই নিন্দা-কথা ক্ষমা করুন। ইহাতে তিনি অতিশয় রাগান্বিত হইয়া হাতদ্বারা ঠেলা দিয়া আমাকে দ্বারহইতে ফেলিয়া দিলেন, এবং কহিলেন, তুই যদি এখনই না যাইস, তো আমি তোকে চোর২ বলিয়া ধরাইয়া দিব। অতএব আর কোন কথা কহিবার সুযোগ না দেখিয়া আমি দুঃখেতে স্থানান্তরে গমন করিলাম।"

৩। কারেন লোকদের বিষয়ক সুসম্বাদ। —পাঠক মহাশয়েরা ইহার অতি পূর্ব্বে বর্ম্মা দেশস্থ কারেনদের বিষয়ে অনেক অতি মনোরঞ্জক সম্বাদ শুনিয়া থাকিবেন। এইক্ষণে তাঁহাদের এক জন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মেসন সাহেব কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি লালবাজারের ভজনালয়ে কারেন্ লোকদের বিষয়ে যে সম্বাদ উল্লেখ করিলেন, তাহার সারসংগ্রহ করিয়া পাঠক মহাশয়দের গোচর করি।

উক্ত সাহেব ১৭ বৎসর অবধি তাহাদের মধ্যে আছেন। তিনি যখন বর্ম্মা দেশে যান, তৎপূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে ২০ জনমাত্র খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ডুবিত হন, তাহার পর অনেক২ লোক মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছেন। তিনি যে মণ্ডলীর অধ্যক্ষ আছেন, তাহাতে ৮০০ জন আছেন, এবং অন্যান্য মণ্ডলীতেও ৭০০ কিম্বা ৮০০ জন আছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০০ লোক খ্রীষ্টীয়ান নাম ধারণ করিয়াছেন। কারেনদের ভাষার কোন অক্ষর ছিল না, অতএব তাঁহাদের লেখন পঠন ব্যবহার হইতে পারিত না। ধর্ম্মোপদেশ-কেরা তাঁহাদিগকে বর্ম্মীয় ভাষার অক্ষরেতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সম্প্রতি অনেকে লেখা পড়া জানেন, এবং পাঠশালাতে বিদ্যা পাইয়া অনেক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবং ধর্ম্মপুস্তকের অনেকভাগও তাহাদের ভাষাতে ছাপান হইয়াছে।

কারেনদের মধ্যে যাঁহারা ডুবিত হইয়াছেন, তাঁহারা খ্রীষ্টের সত্য

শিষ্যমতে আচরণ করিতেছেন ও সর্ব্ব প্রকার উত্তম কার্য্যেতে অতি ব্যগ্র-শীল আছেন, এই বিষয়ের প্রমাণ এই। তাঁহাদের এক জন গবর্ণমেণ্টের কোন শিরিস্তায় মাসিক ১২ টাকার কর্ম্ম পাইয়া কোন কারণে আপন বেতনের ৪০ টাকা একেবারে পাইয়াছিলেন; তাহার ২০ টাকা তিনি আনিয়া প্রভুর কার্য্যের জন্যে দিলেন।

আর এক জন যখন পাঠশালায় শিক্ষা করিতে গেলেন তখন আপন সুপারির বাগান অন্য লোকের নিকটে গচ্ছিত রাখিয়া যান্; কিন্তু সেই লোক ঐ বাগান আপনার বলিয়া তাহার উপস্বত্ত্ব ভোগ করিতে লাগিলেন, তাহাতে যিনি স্বামী তিনি তাঁহার নামে নালিশ না করিয়া কহিলেন, যে যাউক লউক। ইহাতে জানিবা তিনি আপন মনের ধৈর্য্য রক্ষা করিবার নিমিত্তে নিজ বস্তু অন্যের পরিহরণেও স্বীকৃত হইলেন।

আর এক উদাহরণ এই কহিলেন। দুই জন কারেনের মধ্যে কোন বি-ষয়ে বিরোধ হইয়াছিল, তাঁহারা আসিয়া ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে ধর্ম্মোপদেশক সাহেবদের নিকটে প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে সাহেবেরা কহিলেন, তোমাদের পরস্পর এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে হইবে, আমরা তাহাতে হাত দিব না। পরে ঐ দুই জন গিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করিলেন।

কারেন খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে যাহারা মঙ্গলসমাচার প্রচারকের কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের অল্প বেতন স্থির হয়। বিশেষতঃ যাহারা অতি সামান্য কর্ম্ম করে, তাহারা মাসে প্রায় সাত টাকা পর্য্যন্ত পাইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারকদের কেবল চারি টাকা বেতন। তাঁহাদের এই অল্প বেতন স্থির করণের দুই অভিপ্রায়; প্রথম, যেন কোন লোক লোভপ্রযুক্ত ঐ কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা না করে; দ্বিতীয়, যেন কালক্রমে প্রত্যেক মণ্ডলী আপন অধ্যক্ষের প্রতিপালন আপনি করিতে পারে।

সেই কারেন লোকেরা প্রত্যয়েতে বলবান ও প্রার্থনাতে অতি ব্যগ্র। তাঁহারা প্রভুর কার্য্য যখন করেন, তখন অবশ্যই সফল হইবে ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া করেন, সুতরাং তাহা সফল হয়।

এই বিবরণ পাঠ করিয়া আমাদের এতদ্দেশীয় ভ্রাতারা অনেক উত্তম শিক্ষা পাইতে পারেন। তাঁহারা এই বিষয় বিচার করুন্, এবং কারেন লোকেরা যে প্রকারে খ্রীষ্টের অনুকারী সে প্রকারে এদেশীয় ভ্রাতারা কারেনদের অনুকারী হউন।

৪। প্রভুর কার্য্যের নিমিত্তে কি প্রকারে মুদ্রা দান করিতে হয়।—আ-মেরিকা দেশের নিকটস্থ উপদ্বীপে যে ভ্রাতারা আছেন, তাহাদের মধ্যে সম্প্রতি এক সভা হইয়াছিল; সেই সভার অভিপ্রায় এই যে প্রভুর রাজ্য বৃদ্ধির জন্যে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে বিবেচনা করা যায়। সেই সময়ে মুদ্রাদানের বিষয়ে তাঁহারা এই তিন নিয়ম করেন।

প্রথম। আমরা প্রত্যেকে কিছু২ করিয়া দিব।

দ্বিতীয়। ঈশ্বর আমাদিগকে যেমন শক্তি দিয়াছেন, তদনুসারে আমরা সকলই দিব।

তৃতীয়। আমরা কেহ অনিচ্ছাপূর্ব্বক দিব না।

পরে সেই সভার ভঞ্জন হইবার কালে তাঁহারা যে মুদ্রা দান করিবেন, তাহা গ্রহণ করিতে এক জন ভ্রাতা মেজে বসিয়া যে যত দিলেন তাঁহার নাম ও সেই মুদ্রার সংখ্যা কাগজে লিখিয়া রাখিলেন। অনেক জন আসিয়া কেহ অল্প কেহ বা অধিক, যাঁহার যেমন সাধ্য তাহা দিতে লাগিলেন। পরে এক জন বৃদ্ধ ধনবান আসিয়া এক সিকিমাত্র মেজে ফেলিলেন। তাহাতে গ্রাহক কহিলেন, এই সিকি ফিরিয়া লও, আমি তাহা গ্রহণ করিব না; তুমি প্রথম নিয়মমতে দিতেছ বটে, কিন্তু দ্বিতীয় নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতেছ। তাহাতে ঐ ধনবান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ সিকি তুলিয়া লইয়া আসনে বসিলেন। কিন্তু অন্য সকল লোক তাঁহাহইতে অধিক দিতেছেন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত লজ্জিত অথচ ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া এক থান সোণার মোহর অর্পণ করিলেন। গ্রাহক তাঁহাকে কহিলেন, তোমার মোহর লও, আমি তাহা গ্রহণ করিব না; এই মোহর তুমি প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মমতে দান করিতেছ বটে, কিন্তু তৃতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছ। তাহাতে সেই জন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় আপন আসনে গিয়া বসিলেন। শেষে প্রায় সকল লোক কিছু দিয়া গেলে তিনি উঠিয়া হাস্যবদনে মেজের নিকটে আসিয়া আনন্দ পূর্ব্বক অনেক টাকা দান করিলেন। তাহা দেখিয়া গ্রাহক ঐ টাকা লইয়া কহিলেন, এই বার লইব, কেননা সকল নিয়ম পালন হইয়াছে।

এই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া এদেশীয় ভ্রাতারা বিচার করুন যে আমরা প্রভুর কার্য্যের জন্যে কি মানসে মুদ্রা দিতেছি? আর আমাদের কি প্রকারে বা দিতে হয়? আমরা কখন ২ দেখিয়াছি দেবপূজকদের পর্ব্বের সময়ে ভ্রাতারা এই সংসারের অলীক বস্তু ক্রয় করিতে অনেক মুদ্রা ব্যয় করে, কিন্তু প্রভুর কার্য্যের নিমিত্তে দুই তিনটি পয়সা দিবারও প্রায় মানস নাই। ইহা উচিত নয়।

৪। মাদাগাস্কর।—মাদাগাস্কর উপদ্বীপহইতে গত অক্টোবর মাসের নীচের লিখিত মনোরঞ্জক সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

তথাকার খ্রীষ্টীয় লোকেরা যদ্যপি এখনও তাড়না ভোগ করিতেছেন তথাপি দিনে ২ তাঁহাদের সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। সম্প্রতি তদ্দেশে এক শতেরও অধিক জন খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, ইহাঁদের মধ্যে এক জন তদ্দেশের রাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অথচ রাজ্যের উত্তরাধিকারী। তিনি এখনও নিকদীমসের তুল্য ভয়ার্ত্ত, কিন্তু ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিবার ও প্রার্থনা করিবার জন্যে ভ্রাতাদের নিকটে গিয়া থাকেন। সম্প্রতি রাণী সকল খ্রীষ্টীয় লোককে ধরিবার আজ্ঞা দিলেন। তদনুসারে ২১ জনকে ধরা গেলে তাঁহাদিগকে বধ করিবার আজ্ঞা দিলেন। এমন সময়ে উক্ত রাজপুত্র তাঁ-

হাদের জন্যে প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের দ্বাদশ জন সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু অন্য ৯ জন কোন মতেই উদ্ধার পাইলেন না; তাঁহাদিগকে টাঙ্গেনা নামক অত্যন্ত পীড়াজনক এক বিষময় দ্রব্য খাওয়ান গেলে এক জন তাহাতে মরিলেন, অন্য ৮ জন বাঁচিলেও রক্ষা পাইলেন না, যেহেতুক রাণীর আজ্ঞামতে তাহাদিগকে দাসত্বাবস্থায় ফেলা গেল। সেই অবস্থাহইতে তাঁহাদের বন্ধুগণ মুদ্রা দান পূর্ব্বক তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। কথিত আছে যে সে মুদ্রার অধিকাংশ ঐ রাজপুত্রই দিলেন।

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

রোম ১২; ১। "হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের দয়া প্রযুক্ত তোমাদের নি-
"কটে এই বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন২ শরীরকে সজীব ও পবিত্র
"ও গ্রাহ্য বলিরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ কর, এই তোমাদের উপ-
"যুক্ত সেবা।"

যে২ ধর্ম্মকথা সত্যজ্ঞান করা আমাদের উচিত, সেই সকল কথা পৌল প্রেরিত এই পত্রের প্রথম ভাগে লিখিয়া বারো অধ্যায়ের প্রথম পদ অবধি আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা প্রকাশ করেন। সেই কথার মধ্যে যে প্রথম কথা এখন তোমাদের কর্ণগোচর হইল, তাহা সকলের সার, অতএব তাহাতে বিশেষরূপে মনোযোগ করা আমাদের উচিত।

প্রথম ভাগ। আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? না, আপন২ শরীরকে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করা।

১। পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তাহা করিতে হইবে এমন নহে। বলির মৃত্যু না হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। প্রভু যীশুর মৃত্যুদ্বারা সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। অতএব আমাদের নিজ২ শরীরকে উৎসর্গ করা প্রায়শ্চিত্তার্থক নহে, কিন্তু ঈশ্বরহইতে যে২ অনুগ্রহ পাইয়াছি তাহার নিমিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশক বলিদান হয়। আমাদের দিবসিক আচরণদ্বারা ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমাদের কর্ত্তব্য, এই সার।

২। আমাদের শরীরকে বলিরূপে উৎসর্গ করিতে হয়। কেবল মুখের কথা দিলে হয় না। কেবল ধন দিলে হয় না। মনকে দিতে হয়, এবং শরীরকেও দিতে হয়। যে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়া আমরা পূর্ব্বে পাপের সেবা করিয়াছিলাম, তাহাদিয়া এখন ঈশ্বরের সেবা করিতে হয়। এবং তদ্রূপ মন দিয়াও তাঁহার সেবা করিতে হয়।

৩। আমরা আর আপনাদের নহি, ঈশ্বরের হইয়াছি, ইহা মনে স্থির করিতে হয়।

৪। আপন২ শরীরকে দিতে হয়। পরের ধর্ম্মাচরণে কিম্বা পরের প্রার্থনাদি ধর্ম্মকর্ম্মেতে আমাদের কি লাভ হইবে? ঈশ্বর আমার কিম্বা

তোমার নিজ মন ও শরীরকে চাহেন, তাহা না দিয়া পরের উপরে ভার রাখিলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না।

দ্বিতীয় ভাগ। কেমন করিয়া সেই শরীররূপ বলি দান করিতে হয়?

১। মূসার আজ্ঞানুসারে যেমন পশুরূপ বলি সকল প্রথমে ঈশ্বরের মন্দিরে আনীত হইত, তদ্রূপ এখন আমাদের উচিত যেন মণ্ডলীভুক্ত হইয়া প্রকাশরূপে ঈশ্বরের সেবা করি, যেহেতুক ঐ মন্দির খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর দৃষ্টান্ত ছিল।

২। শরীরকে সজীব বলিরূপে উৎসর্গ করিতে হয়। ঈশ্বর আমাদের নিকটে তপস্যা চাহেন না। শরীরের ও মনের যত শক্তি আছে, সেই সকলদ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিতে হয়। তাঁহার সেবাতে আলস্য করা কি শিথিল হওয়া আমাদের অনুচিত। এবং যাবৎ আমরা জরাগ্রস্ত না হই, তাবৎ পাপের সেবা করিয়া কেবল বৃদ্ধাবস্থাতে ঈশ্বরের সেবা করা ভাল নয়।

৩। শরীরকে পবিত্র বলিরূপে উৎসর্গ করিতে হয়। অতএব আমাদের মন যেন পবিত্র হয়, এবং আমাদের চক্ষু ও হস্ত ও পাদাদি শরীরের অঙ্গ সকল যেন আর পাপের অস্ত্র না হইয়া ধর্ম্মের অস্ত্রস্বরূপ হয়, এমন চেষ্টা ও প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

৪। শরীরকে গ্রাহ্য বলিরূপে দান করিতে হয়। যীশুর মরণে বিশ্বাস না হইলে আমরা ঈশ্বরের নিকটে কখনো গ্রাহ্য হইতে পারি না, অতএব সর্ব্বদা এমন বিশ্বাস পূর্ব্বক ঈশ্বরের সেবা করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন নম্র হওয়াও আবশ্যক, যেহেতুক অহঙ্কারি মানুষ ঈশ্বরের ঘৃণাস্পদ।

তৃতীয় ভাগ। আমরা নিজ২ শরীরকে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিব কেন? তাহার দুই কারণ আছে।

প্রথম কারণ। এ আমাদের উপযুক্ত সেবা, যেহেতুক তাহা মনুষ্যেরও যোগ্য এবং ঈশ্বরেরও যোগ্য হয়।

দ্বিতীয় কারণ। ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ ও দয়া আমাদের প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে, তন্নিমিত্তেও এই রূপ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হয়।

১। আমাদের যে শরীর ও মন আছে, তাহা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রমাণ।

২। সকলের শাসনকর্ত্তা ঈশ্বর অদ্য পর্য্যন্ত আমাদের প্রতি মনোযোগ করিয়া আসিতেছেন, ইহাও তাঁহার অনুগ্রহের ও দয়ার প্রমাণ।

৩। বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর আমাদের পাপের প্রতিফল অদ্য পর্য্যন্ত না দিয়া যে চিরসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন, সেও তাঁহার দয়ার প্রমাণ।

৪। ঈশ্বর আপন প্রিয় পুত্রের মস্তকে আমাদের পাপের ভার রাখিয়া তাঁহার মৃত্যুর গুণে আমাদিগকে নরকহইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গের অধিকারী করিয়াছেন, ইত্যাদি আমাদের পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় উপায় সকল ঈশ্বরের দয়ার প্রমাণ। তবে সেই দয়ালু ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণার্থে আমরা কি না করিব?

শ্রীযুক্ত শামূয়েল পিয়ার্স সাহেবের চরিত্র।

১৭৯১ শালের ২ ফিব্রুয়ারি পিয়ার্স সাহেবের বিবাহ হইল, এবং তাহার পরে তিনি মধ্যে২ ইংলণ্ড দেশের নানা নগরে ভ্রমণ করিলেন, সুখভোগার্থে করিলেন, তাহা নহে, কিন্তু ঈশ্বররাজ্যের বৃদ্ধির চেষ্টাতে করিলেন। ইহার প্রমাণ নীচে লিখিত পত্র।

"যে সময়ে যিহূদী ও অন্যজাতীয়েরা এবং দেবপূজক ও মুসলমান লোকেরা, এবং আফ্রিকা ও হিন্দুস্থান নিবাসিরা ত্রাণকর্ত্তার ধ্বজা উত্থাপিত দেখিয়া তাঁহার নিকটে একত্রীভূত হইবে, সেই আকাঙ্ক্ষিত সময় কখন্ উপস্থিত হইবে? আমি ইহার মধ্যে নর্থেম্টন নগরে গিয়াছিলাম, তাহার অভিপ্রায় এই ছিল, যেন ত্রাণহীন দেবপূজকদের নিকটে সুসমাচার পাঠাওনের কোন উপায় স্থির করা যায়। এই ইংলণ্ড রাজ্যের মধ্যদেশে আমাদের মতাবলম্বি নানা মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ অনেক দিনাবধি এই বিষয়ের চিন্তা করিতেছেন, বিশেষতঃ লেস্তর নামক স্থান নিবাসি কেরি সাহেব এই বিষয়ে একটি পুস্তক ছাপাইয়াছেন। অতএব গত বুধবারে আমরা এমত মহৎকর্ম্ম সাধনের চেষ্টাতে একটি সভা স্থাপনের নিয়ম স্থির করিয়াছি। ইহাতে আমরা যাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতে বাঞ্ছা করিতেছি, তিনি যদি সাহায্য করেন, তবে সেই ক্ষুদ্র বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মহাবৃক্ষ হইয়া উঠিবে, তাহাতে ১৭৯০ শালের ৩ অক্টোবর তারিখে কেটুরিং স্থানে যে পরামর্শ হইয়াছিল তাহাদ্বারা শেষে কি জানি কূশ (অর্থাৎ আফ্রিকা) জাতীয় সকলের পরিত্রাণ হইতে পারে, যেমন লিখিত আছে, "কূশদেশস্থ লোকেরা ঈশ্বরের প্রতি হস্ত প্রসারণ করিবে।" আমরা যদি ক্লান্ত ও নিরাশ না হইয়া প্রভুর ন্যায় ধৈর্য্য করি, তবে খ্রীষ্টধর্ম্ম তাবৎ পৃথিবী ব্যাপিবে, এবং যিনি সকল জাতীয়দের অভিলষিত পাত্র, তাঁহার আগমনের আকাঙ্ক্ষি দূরদেশীয়েরা তাঁহার ব্যবস্থা গ্রাহ্য করিবে।"

যে বাপ্তিষ্ট মিশনরি সোসাইটিদ্বারা কেরি সাহেব এবং তাঁহার পরে অনেক২ ধর্ম্মপ্রচারকেরা এই বঙ্গদেশে প্রেরিত হইলেন, সেই সোসাইটি যাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পিয়ার্স সাহেব এক জন ছিলেন, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বলিখিত পত্রহইতে প্রকাশ পায়। আর এ দেশীয় লোকদের প্রতি তাঁহার মন উত্তরোত্তর দয়ার্দ্র হইল ইহার নানা প্রমাণ পরে দেওয়া যাইবে।

কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি আপন মণ্ডলীর বিষয়ে কোন বন্ধুর নিকটে এইরূপ পত্র লিখিলেন।

"আমাদের এখানকার মণ্ডলীর মধ্যে কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আপনি শুনিয়া থাকিবেন, মণ্ডলীভুক্ত দুই জনকে বাহির করিতে আবশ্যক হইয়াছিল। আমরা তাহা ভারি কর্ম্ম জানিয়া প্রভুর দিনে সকলের সাক্ষাতে করিয়াছিলাম, তাহাতে মণ্ডলীভুক্ত সকলের মন শোকান্বিত হইল। পরদিনে আমরা উপবাস ও প্রার্থনা করণার্থে এক প্রহর বেলাতে

একত্র হইয়া আড়াই প্রহর বেলা পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নিকটে পাপস্বীকার ও প্রার্থনা করিতে সভাস্থ হইয়া রহিলাম। বোধ হয় প্রভু তাহাতে মনোযোগ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তৃতীয় দিনে আমরা প্রাতঃকালের পাঁচ ঘণ্টা বেলাতে প্রার্থনা করণার্থে সভাস্থ হইলাম, এবং তদবধি প্রতিদিন তাহাই করিতেছি, কেবল রবিবারে প্রার্থনার্থ সভা পূর্ব্বের মত সাত ঘণ্টা বেলাতে হইতেছে। তাহাতে প্রতিদিন কমবেশ চল্লিশ জন আসিয়া থাকে, এবং আমিও প্রতিদিন যাইতেছি। এত লোক আসিবে, এমত প্রত্যাশা করিতে আমার সাহস ছিল না। আর এই সকল চেষ্টার সুফল দেখা যাইতেছে। যুব লোক সকল অতিশয় যত্নবান হইয়া প্রভুর দিনে উপদেশার্থ সভা বিনা আর চারি কি পাঁচ বার প্রার্থনা করণার্থে সভাস্থ হন। এবং আমার উপদেশ করণে প্রভু অনুগ্রহ করিয়া আমারও সাহায্য করিয়াছেন। যাহাদের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, এমন কএক জনের প্রতি ঈশ্বরদত্ত সান্ত্বনারূপ আলো উদয় পাইয়াছে, শ্রোতাসকলের মনোযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, দশ দিনের মধ্যে দশ জন আমার নিকটে অবগাহিত হওনের বাঞ্ছা জানাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কএক জন অল্প দিনের পরে অবগাহিত হইবেন, অন্য সকলের কথা শ্রবণ করিতে আমাদের সময়ের অকুলান হওয়াতে তাঁহাদের অবগাহনে এক মাস বিলম্ব হইবে। কি জানি ইহার মধ্যে অন্য কতক লোক ঈশ্বরকর্তৃক আকর্ষিত হইয়া তাঁহাদের সহিত প্রভুকে স্বীকার করিবেন, কারণ যাঁহারা সিয়োনের প্রতি অভিমুখ হইয়া তাহার পথ জিজ্ঞাসা করিতেছেন এমন কএক লোক আছে, ইহা আমার বোধ হয়।"

আর এক পত্রের মধ্যে তিনি এই কথা লিখিয়াছিলেন।

"কল্য সন্ধ্যাকালে আমি প্রকাশিত বাক্যের ২১ অধ্যায়ের ৬ পদ ধরিয়া উপদেশ করিয়াছিলাম। সেই বচন এই, "যে জন পিপাসিত আছে, তাহাকে আমি বিনামূল্যে জীবনরূপ উনুয়ের জল পান করিতে দিব।" উপদেশ করণের সময়ে আমি সেই অধ্যায়ের পূর্ব্বভাগের অর্থও করিয়াছিলাম, তাহাতে আমারই মন আপ্যায়িত হইল। বিশেষতঃ "সমুদ্র আর হইল না," এই কথা আমার অতি মিষ্ট বোধ হইল। যেহেতুক তদ্দ্বারা আমি বুঝিলাম যে স্বর্গে আমাদের পরস্পর আলাপ করণের আর কোন বাধা হইবে না। সেই বচনের এই অর্থ আছে কি না তাহার বিবেচনা আপনি করিবেন, কিন্তু এই অর্থ করণে আমার মন হর্ষেতে প্রফুল্ল হইল। সম্প্রতি পৃথিবীর দেশ ও জাতি সকল কি সমুদ্রদ্বারা পৃথক ২ হয় না? এবং খ্রীষ্টীয়ান লোক সকল এক পিতা ঈশ্বরের পরিবার হইয়াও কি সমুদ্রদ্বারা বা নদী প্রভৃতি জলাশয়দ্বারা পৃথক ২ থাকে না? তথাপি তাহারা একই পরিবার, এবং স্বর্গেতে তাহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ করণের ও আলাপ করণের আর কোন বাধা হইবে না, তাহারা সকলে একত্র হইয়া এক প্রেমেতে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও সেবা সর্ব্বদাই করিবে।"

আর এক পত্রেতে তিনি লেখেন যথা, "এই স্থানে এক প্রকার উদর-পীড়া অতি প্রবল হইয়াছে, এবং অনেক লোক সেই পীড়াগ্রস্ত হইয়া মরিয়াছে, তাহাতে অল্প দিন হইল আমিও রোগগ্রস্ত হইয়াছিলাম, বিশেষতঃ গত রবিবার রাত্রিতে প্রভাত পর্য্যন্ত বাঁচিব, এমন ভরসা ছিল না। অতএব মৃত্যুকে নিকট দেখিয়া আমি মুমূর্ষু মনুষ্যের অবস্থা বুঝিলাম। তাহাতে আমি প্রথমে আপন আচরণের প্রতি মনোযোগ করিয়া আমার অনিন্দিত চরিত্র ও প্রভুর কর্ম্মে বিশ্বস্ততা ও যত্ন, এই সকল-হইতে সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মৃত্যুর সময়ে এমন দুর্ব্বল নলে নির্ভর দেওয়া বৃথা। যেহেতুক আমার অন্তঃকরণের দুষ্ট ভাব ও কুইচ্ছা মনে পড়িলে আমার নিজের পুণ্য যে ঘৃণার্হ মলিন বস্ত্রস্বরূপ, ইহার অতি স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাইলাম। অতএব যে আশ্রয়ে পলাইয়া রক্ষা পাইব, এমত কোন্ আশ্রয় ছিল? না যাঁহার মহিমা ও দয়া আমি বার ২ হেয়জ্ঞান করিয়াছিলাম, সেই ত্রাণকর্ত্তা আমার আশ্রয়স্বরূপ হইলেন। সর্ব্বশক্তিমান ত্রাণকর্ত্তা ব্যতিরেকে অন্য কোন আশ্রয়ে গেলে পাপি মনুষ্য মনের শান্তি পায় না, ইহাই দেখিলাম। ধন্য প্রভু, আমি তাঁহার প্রতি ফিরিলে তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ দিলেন, এবং দয়া করিয়া অতি অযোগ্য যে আমি আমাকেও গ্রাহ্য করিলেন।"

তাঁহার আর এক পত্র এই। "আমরা উভয়ে যে অভিপ্রায়ে প্রতি বৎসরে যাত্রা করিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়া থাকি, সেই অভিপ্রায়ে আমি আপনকার নিকটে বার ২ পত্রও লিখিতেছি, ফলতঃ যেন ঈশ্বরের আরও নিকটবর্ত্তী হওনে পরস্পর সাহায্য করি। আমি অনেক বৎসরাবধি খ্রীষ্টের নাম স্বীকার করিতেছি, এবং সেই সকল বৎসরের মধ্যে ধর্ম্মে বৃদ্ধি পাইবার অনেক উপায় পাইয়াছি, তথাপি যে বৃদ্ধি হইয়াছে সে অতি অল্প, এই সকল যখন মনে পড়ে, তখন অতিশয় লজ্জিত হই। আমার জ্ঞান বাড়িয়াছে, ইহার সন্দেহ নাই, কিন্তু যে অগ্নি কেবল তেজোময় হইয়া তাপরহিত হয়, এমন অগ্নিতে কি লাভ হয়? তদ্রূপ জ্ঞানমাত্রের কি ফল?

"পরমেশ্বর কহেন, আমার নিকটে আসিতে আপন মন প্রস্তুত করে এমত লোক কে? যিরিমিয় গ্রন্থের (৩০; ২১) এই বচন ধরিয়া আমি কল্য ঈশ্বরের উদ্দেশে আত্মনিবেদন বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলাম। তাহাতে আন্তরিক ভক্তি আবশ্যক আছে, আর সেই আন্তরিক ভক্তির মধ্যে সরলতা ও উদ্যোগ আছে, এই প্রস্তাব হইলে আমাদের প্রিয় ত্রাণকর্ত্তা যে উদ্যোগ পূর্ব্বক পাপিদের মঙ্গলের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই উদ্যোগের বিবরণ করা আমার অতি ফলদায়ক হইল। প্রভুর সেবাতে আমাদের যে উদ্যোগ প্রকাশ পায়, কেবল তাহার পরিমাণানুসারে যদি তিনিও আমাদের সেবাতে উদ্যোগী হইতেন, তবে আমাদের কি হইত? হে প্রভো, তোমার প্রেমের উজ্জ্বলতা আমার শীতল প্রেমের ত্রুটি দেখায়।

"দুই বিষয় প্রতিদিন আমার অতি আশ্চর্য্য বোধ হয়, প্রথম আমার

মঙ্গলার্থে স্বর্গহইতে এই ভূতলে আইসনে খ্রীষ্টের সম্মতি, দ্বিতীয় তাঁহার সহবাসী হওনার্থে পৃথিবীহইতে স্বর্গে উঠনে আমার অনুমতি। কিন্তু যে সময়ে আমরা ঊর্দ্ধে উঠিয়া আর নীচে আকর্ষিত হইব না, এমন সময় আসিতেছে। তৎকালে আমরা সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকিব। এক সপ্তাহ বা এক দিন, বা এক দণ্ড পর্য্যন্ত প্রভুর সঙ্গে বাস করা কেমন সুখের বিষয়; তবে সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে বাস করণে যে ভাবিসুখ হইবে তাহাই আমাদের পরিত্রাণের সম্পূর্ণতা। সেই ভাবিসুখের প্রত্যাশাতে আমরা কার্য্যেতে যত্নবান ও আনন্দেতে সুস্থির হই, যেহেতুক তাহাদ্বারা আমাদের অনির্ব্বচনীয় ও স্বর্গীয় আনন্দ জন্মে।

"ইহার মধ্যে আমি কখনো২ বিশ্বাসরূপ চক্ষুদিয়া অপ্রত্যক্ষ বস্তু সকল প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় দেখিতে পাইয়াছি, এবং সেই দর্শনদ্বারা আমার অন্তঃকরণ চূর্ণ হইয়াছে। অন্তঃকরণ চূর্ণ হওয়া ভাল, যেহেতুক তাহা হইলে যীশুর নিকটে উপকার ও স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হওয়া অতি সুখদায়ক বোধ হয়। বিষময় পাপফল যদি আমাদের মনে অতি তিক্ত বোধ হয়, তবে আমাদের নম্রতা ও বিশ্বাস ও খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম সম্যক্রূপে বৃদ্ধি পায়। আমাদের ঘৃণার্হ স্বভাবের সহিত ত্রাণকর্ত্তার মনোরম্য স্বভাবের তুলনা দেওয়া আমাদিগের মনকে নম্র করে এবং উন্নতও করে। তাঁহার স্বভাব ও গুণ স্বর্গদূতগণের মনোরঞ্জক বটে, কিন্তু আমাদের স্বভাব কেবল শয়তানের মনোরঞ্জক। তথাপি পাপের ভাণ্ডারস্বরূপ আমাদের অন্তঃকরণ অল্পকাল পরে ঈশ্বরের মন্দিরস্বরূপ হইবে, তাহাতে আমরা আর শোক ও আর্ত্তনাদ না করিয়া হর্ষনাদ পূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রশংসা ও গুণগান করিব, এমত দৃঢ় প্রত্যাশা আমাদের আছে।"

বচনমালা।

শয়তান কখনো নিদ্রা যায় না, অতএব জাগ্রৎ না থাকিলে কেহ তাহাকে জয় করিতে পারে না।

মনুষ্যের সহিত কথা কহনের অগ্রে ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করিও।

যদি তুমি প্রভুর সঙ্গে২ কিম্বা পশ্চাতে২ চল, তবে তোমার পাথেয় তাঁহারই ব্যয়ে হইবে; কিন্তু তুমি যদি একাকী গমন কর কিম্বা তাঁহার অগ্রে দৌড়িয়া যাও, তবে কি জানি তোমারই ব্যয়ে হইবে।

ঈশ্বর যে পথ দেখান, সেই পথিমধ্যে তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন।

উপদেশক।

জুন ১৮৪৭ (৬) মূল্য ২ আনা।

ধর্ম্মজ্ঞানসংগ্রহ।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যে বিবরণ ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে লিখিত আছে, তাহার সত্যতার প্রমাণ।

(৩) তৃতীয় ভাগ। যীশু খ্রীষ্টের উপদেশ বিষয়ক কথা।

চারি সুসমাচারেতে যীশু খ্রীষ্টের অনেক উপদেশকথা লিখিত আছে, বিশেষতঃ সামান্য লোকসমূহের সাক্ষাতে তিনি যে২ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা মথির গ্রন্থে, এবং যিরূশালম নিবাসি লোকদের ও আপন শিষ্যগণের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা যোহনের গ্রন্থে লিখিত আছে। তদ্ভিন্ন মার্ক ও লূকও তাঁহার অনেক উপদেশকথা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সকল উপদেশাদি কথা যে প্রেরিতদের কল্পিত না হইয়া যীশুকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছিল, এ বিষয়ে কিছু ২ কহা যাইতেছে।

যীশু খ্রীষ্ট কি২ প্রকার কথাদ্বারা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ঐ প্রেরিতেরা অবশ্য জ্ঞাত ছিলেন, এবং তাঁহারাই অন্য২ লোক অপেক্ষা উত্তমরূপে তাহা প্রকাশ করিতে পারক হইলেন, যেহেতুক যাহারা চারি পাঁচ বার যীশুর উপদেশ শুনিয়াছিল, এমন সহস্র ২ লোক ছিল বটে, কিন্তু তিন বৎসর ক্রমে তিনি যত উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সমস্তের শ্রোতা কেবল বারো জন প্রেরিত ছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে মথি ও যোহন দুই জন। আর প্রেরিতদের প্রমুখাৎ মার্ক ও লূক সেই সকল উপদেশের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন, ইহাও সপ্রমাণ। অতএব খ্রীষ্টের উপদেশ জ্ঞাত হওনের যদি কোনই উপায় থাকে, তবে উক্ত চারি জন সেই উপায় প্রাপ্ত ছিলেন।

তাঁহারা যীশু খ্রীষ্টের নামে যে ২ উপদেশকথা প্রকাশ করেন, সেই সকলই এক ব্যক্তির কথা, ইহা স্পষ্ট, যেহেতুক সেই সকল কথার অভিপ্রায় এবং ধারা এক। মনুষ্যেরা যেন পাপ ত্যাগ করণ পূর্ব্বক ঈশ্বরকে প্রেম করে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, সেই সকল কথার এই অভিপ্রায়। এবং তাহার ধারা এই, তিনি প্রায় সকল লোকের প্রতি প্রেম দেখান, বিশেষতঃ নম্র পাপি লোককে আশ্বাস দেন, তথাপি যাহারা কপটী ও কঠিনমনা, তাহাদের দণ্ডনীয়তা অতি ভয়ানক কথাদ্বারা প্রকাশ করেন, এবং দৃশ্য ও চক্ষুর্গোচর বস্তু দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করিয়া সেই দৃষ্টান্তদ্বারা অদৃশ্য বস্তু বিষয়ক জ্ঞান জন্মান। এমন হইলে যদ্যপি

চারি সুসমাচারেতে বিশেষ২ কথা হইত, তথাপি সেই সকল একই প্রকার হওয়াতে, এবং তাহার অভিপ্রায়ও একই হওয়াতে সেই সকল কথা যে এক ব্যক্তির কথা, ইহা সপ্রমাণ হইত।

চারি সুসমাচারেতে যে২ উপদেশ কথা আছে, তাহার মধ্যে অনেক কথা দুই তিন বার এবং কোন২ কথা চারি বার লিখিত আছে, এবং ঐ তিন চারি বৃত্তান্তের পরস্পর আশ্চর্য্য ঐক্য হয়। ইহার উদাহরণ বীজবাপকাদির দৃষ্টান্তকথা, ও প্রভুর ভোজন নিরূপিত হওনের বৃত্তান্ত। আর মথি, মার্ক ও লূক এই তিন জন যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যোহন প্রায় লিখেন নাই, ইহা সত্য বটে, তথাপি তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত কোন২ উপদেশকথা যোহনও লিখিয়াছেন, তাহার উদাহরণ। "দরিদ্রেরা তোমাদের নিকটে সতত থাকে, কিন্তু আমি তোমাদের নিকটে "সতত থাকি না," যীশুর এই বচন মথি ও মার্ক লিখিয়াছিলেন, এবং যোহনও লিখিয়াছেন। অন্য উদাহরণ, "যে জন আপন প্রাণকে প্রিয় "জ্ঞান করে, সে তাহা হারাইবে, কিন্তু যে জন ইহলোকে আপন "প্রাণকে অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে অনন্ত পরমায়ু পাইতে তাহা রক্ষা "করিবে। কেহ যদি আমার সেবক হইতে চাহে, তবে সে আমার পশ্চাদ্- "গামী হউক," এই যে কথা যোহন লিখিয়াছেন, তাহার তুল্য কথা মথির ও মার্কের ও লূকের সুসমাচারেতেও পাওয়া যায়। অন্য উদাহরণ, "কর্ত্তাহইতে দাস বড় নয়, এবং প্রেরকহইতে প্রেরিত বড় নয়," এই প্রকার কথা চারি সুসমাচারেতেই পাওয়া যায়। আর যীশু যে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মেষপালকস্বরূপ, এবং এ জগৎ যে ঈশ্বরের শস্যক্ষেত্রস্বরূপ, ও ধর্ম্মোপদেশকেরা যে শস্যের ছেদকস্বরূপ, এই প্রকার কথাও চারি সুসমাচারেতে পাওয়া যায়। ইহাতে চারি জন যীশুর উপদেশকথা যথার্থরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, এমন প্রমাণ হয়।

আরও স্পষ্ট প্রমাণ এই, যীশুর উপদেশকথা অপূর্ব্ব ও অনুপম, ইহা যেমন তাঁহার বর্ত্তমান কালে লোকেরা স্বীকার করিয়াছিল, তদ্রূপ এখনও স্বীকার করিতে হয়। তবে তাঁহার উপদেশ যে মথি প্রভৃতি সামান্য ও অবিদ্বান লোকদের কল্পিত, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। সেই উপদেশকথা যদি তাঁহাদের আপনাদের কথা হইত, তবে সেই কথার ফলস্বরূপ প্রশংসা ও সমাদর আপনারা ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইতেন। কিন্তু যাহাদের গ্রন্থে এমন অনুপম ও অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা আছে, তাহারা সেই কথা যদি আপনাদের না বলিয়া যীশু কর্তৃক উক্ত কথারূপে প্রকাশ করে, তবে সেই সকল কথা যীশুর বটে ইহা অবশ্য সপ্রমাণ হয়।

এই স্থান পর্য্যন্ত যে সকল কথা লিখিয়াছি, তাহাদ্বারা চারি সুসমাচার ও প্রেরিতদের ক্রিয়া যে সত্য ও বিশ্বাসের যোগ্য পুস্তক, ইহা সপ্রমাণ হয়। এতদ্বিষয়ের আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া দুষ্কর নহে, কিন্তু এমন বিস্তারিত প্রমাণেতে কি প্রয়োজন? যাহা লিখিয়াছি, তাহাই আমাদের

ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তিমূলস্বরূপ, এবং এই ভিত্তিমূলের উপরে যে গাঁথনী নির্ম্মিত হয়, তাহাও তদ্রূপ দৃঢ় হইবে।

আমরা যে২ কথা প্রকাশ করিয়াছি, সেই সকল কথার ফল চারি সুসমাচার ও প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ পাঠ করিলে আপনি জন্মে। যে কেহ ঐ পাঁচ পুস্তক পাঠ করে, তাহার জ্ঞানচক্ষু যদি প্রসন্ন হয়, তবে ঐ পাঁচ পুস্তক যে সত্য, ইহা সে আপনি বুঝিয়া স্বীকার করিবে। এই নিমিত্তে বোধ হয় যে সকল লোক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের সত্য মিথ্যা বিষয়ে সন্দেহ করে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সরলমনা, তাহাদিগকে উক্ত পাঁচ পুস্তক পাঠ করিতে পরামর্শ দেওয়া অতি উত্তম।

৪। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের প্রেরিত এক উপদেশক, এবং তাঁহার উপদেশও ঈশ্বরীয়, ইহার প্রমাণ।

আমি কোন সামান্য মানুষ না হইয়া ঈশ্বরহইতে আগত ও তাঁহার প্রেরিত এক উপদেশক, কেবল তাহা নহে, বরং আমি ঈশ্বরের পুত্র, এবং আমার উপদেশ ঈশ্বরীয় উপদেশ, এমত কথা যীশু খ্রীষ্ট অনেক বার কহিয়াছেন। ইহার কএকটি উদাহরণ লিখিতেছি।

" এই উপদেশ আমার নিজের নহে, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার।" যোহন ৭; ১৬।

" আমি আপনাহইতে আসি নাই, কিন্তু যিনি সত্যবাদী তিনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাকে তোমরা জান না; আমি তাঁহাকে জানি; আমি তাঁহার নিকটহইতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছি।" যোহন ৭; ২৮,২৯।

" আমার প্রেরণকর্ত্তা তিনি সত্যবাদী, তাঁহার নিকটে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই জগজ্জনকে কহিতেছি।" যোহন ৮; ২৬।

" পিতা যেমন শিক্ষা দেন, তদনুসারে এই কথা কহি।" যোহন ৮; ২৮।

" আমি ঈশ্বরের প্রমুখাৎ সত্য কথা শ্রবণ করিয়া তোমাদিগকে জানাইতেছি।" যোহন ৮; ৪০।

" আমি ঈশ্বরহইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছি, আপনাহইতে আসি নাই, তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" যোহন ৮; ৪২।

" যে জন আমাতে বিশ্বাস করে সে কেবল আমাতেই বিশ্বাস করে তাহা নয়, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাতেও বিশ্বাস করে; এবং যে জন আমাকে দর্শন করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই দর্শন করে।" যোহন ১২: ৪৪, ৪৫।

" আমি আপনাহইতে কিছু কহি নাই; কি২ কহিতে হয় ও কি২ উপদেশ দিতে হয়, তাহা আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতা আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, আর তাঁহার সেই আজ্ঞা যে পরমায়ুর্জনক ইহা আমি

জানি; অতএব আমি যে কিছু কহি তাহা পিতা যেমন আজ্ঞা করিয়াছেন তেমনি কহি।" যোহন ১২; ৪৯, ৫০।

যীশুর এই প্রকার অন্য২ কথা যোহনের সুসমাচারে লিখিত আছে, এবং কেবল যোহনের এমন নহে, অন্য তিন সুসমাচারেতেও আছে, যথা,

"যে কেহ আমাকে অতিথি করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকে অতিথি করে।" মথি ১০, ৪০। মার্ক; ৯; ৩৭। লূ ৯; ৪৮। যোহন ১৩; ২০।

"যে ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই অবজ্ঞা করে।" লূক ১০; ১৬।

"পিতাকর্তৃক আমার নিকটে সকলই সমর্পিত আছে; আর পিতা ব্যতিরেকে কেহ পুত্রকে জানে না, এবং পুত্র ও যে জনের প্রতি পুত্র পিতাকে প্রকাশ করেন, তাহাদের ব্যতিরেকে কেহই পিতাকে জানে না।" মথি ১১; ২৭।

আর এক গৃহস্থ আপন ক্ষেত্রস্থ কৃষক লোকদের নিকটে বার২ বৃথা কোন দাসকে পাঠাইয়া শেষে আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে তাহাদের নিকটে পাঠাইলেন, এই যে দৃষ্টান্তকথা মথি ও মার্ক ও লূক এই তিন জন লিখিয়াছেন, সেই দৃষ্টান্তের অর্থ এই, ইস্রায়েল্ লোক ক্ষেত্রস্বরূপ, ও তাহাদের প্রধান লোক কৃষকস্বরূপ, ও ঈশ্বর গৃহস্থস্বরূপ, ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাঁহার প্রেরিত দাস, ও যীশু তাঁহার অদ্বিতীয় পুত্র। তাহাতে সেই দৃষ্টান্তদ্বারা যীশু আপনাকে পিতাকর্তৃক প্রেরিত ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র করিয়া প্রকাশ করেন।

আর যে সময়ে যিহূদীয়দের সভাস্থ মহাযাজকাদি প্রধান লোকেরা তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইল, সেই সময়ে মহাযাজক তাঁহাকে অমর ঈশ্বরের দিব্য দিয়া জিজ্ঞাসিল, "তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র? তাহাতে তিনি কহিলেন, যথার্থ কহিতেছ, আমি সেই বটি।" (লূক ২২; ৭০।) এবং তাঁহার সেই প্রকার কথা প্রযুক্ত যিহূদীয়েরা যেমন পূর্ব্বে বার২ তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তদ্রূপ অবশেষে ঐ কারণেতেই তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল।

অতএব আমি ঈশ্বরের প্রেরিত এক উপদেশক এবং ঈশ্বরের পুত্র, এবং আমার উপদেশ ঈশ্বরীয়, ইহা স্বীকার করণের ফল প্রাণদণ্ড হইবে, তাহা জানিয়াও যীশু তাহা স্বীকার করিলেন। ইহাতে তিনি যে সরলমনা হইয়া আপনি সেই কথা সত্য করিয়া জানিলেন, তাহা অতি স্পষ্ট। কিন্তু কেবল আমার সাক্ষ্যেতে সেই কথা সপ্রমাণ হয় না, ইহা যীশু উত্তমরূপে বুঝিলেন। এই জন্যে সেই কথার যে২ প্রমাণ, তাহা বিবেচনা করিতে ও তাহার পরীক্ষা লইতে যিহূদীয়দিগকে বার২ আজ্ঞা করিলেন, ইহার উদাহরণ।

"আপনার বিষয়ে যদি আপনি সাক্ষ্য দি, তবে সে সাক্ষ্য গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু আমার বিষয়ে অন্য এক জন সাক্ষ্য দিতেছেন, এবং আমার বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য যে সত্য, ইহাও আমি জানি। তোমরা যোহনের

নিকটে লোক প্রেরণ করিলে সে সত্য কথার বিষয়ে সাক্ষ্য দিল। কিন্তু যোহনের সাক্ষ্যহইতে আমার গুরুতর সাক্ষ্য আছে; পিতা যে আমাকে প্রেরণ করিলেন, ইহাতে তিনি যে২ কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে আমাকে ক্ষমতা দিয়াছেন, অর্থাৎ যে২ কর্ম্ম আমি করিতেছি, তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। আর যে পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি আপনিও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। ধর্ম্ম-পুস্তকের কথা আলোচনা কর, সেই ধর্ম্মপুস্তকও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। যদি তোমরা মূসাকে বিশ্বাস করিতা, তবে আমাকেও বিশ্বাস করিতা, যেহেতুক সে আমার বিষয়ে লিখিয়াছে।" যোহন ৫; ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪৬।

"দুই জন সাক্ষির কথা গ্রাহ্য হয়, ইহা তোমাদের ব্যবস্থাতে লিখিত আছে। আমি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিতেছি, আর আমার পিতা যিনি আমাকে প্রেরণ করিলেন, তিনিও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন।" যোহন ৮; ১৭, ১৮।

"যে জন আপনাহইতে কহে, সে আপনার সম্ভ্রম চেষ্টা করে, কিন্তু যিনি প্রেরণকর্ত্তার সম্ভ্রম চেষ্টা করেন, তিনি সত্যবাদী ও তাঁহাতে কোন অধর্ম্ম নাই।" যোহন ৭; ১৮।

"আমাতে পাপ আছে, তোমাদের মধ্যে কে এমন প্রমাণ দিতে পারে? আর যদি সত্য কথা কহি, তবে আমাকে কেন প্রত্যয় কর না? যে কেহ ঈশ্বরের লোক, সে ঈশ্বরের কথাতে মনোযোগ করে।" যোহন ৮; ৪৬, ৪৭।

"যে জন তাঁহার অভিমত কর্ম্ম করিবে, আমার উপদেশ আমাহইতে হয় কি ঈশ্বরহইতে হয়, সে জন তাহা জানিতে পারিবে।" যোহন ৭; ১৭।

"বৃক্ষকে যদি ভাল বল, তবে তাহার ফলকেও ভাল বলিতে হয়, আর বৃক্ষকে মন্দ বলিলে তাহার ফলকেও মন্দ বলিতে হয়, কেননা স্ব২ ফলদ্বারা বৃক্ষকে চেনা যায়।" মথি ১২; ৩৩।

"তোমার পাপক্ষমা হইল, কিম্বা তুমি উঠিয়া চল, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ কথা বলা সহজ? কিন্তু পৃথিবীতে পাপমার্জ্জনা করিতে মনুষ্য-পুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্যে (তিনি সেই পক্ষাঘাতিকে কহিলেন,) উঠ, আপনার শয্যা তুলিয়া গৃহে গমন কর।" মথি ৯; ৫, ৬। মার্ক ২; ৯, ১০। লূক ৫; ২৩, ২৪।

"আপন পিতার নামে যে২ ক্রিয়া করিতেছি, সেই ক্রিয়াই আমার সাক্ষ্যস্বরূপ।" যোহন ১০; ২৫।

"আপন পিতার কর্ম্ম যদি না করি, তবে আমাকে প্রত্যয় করিও না, কিন্তু যদি করি, তবে আমাতে প্রত্যয় না করিলেও কার্য্যেতে প্রত্যয় কর।" যোহন ১০; ৩৭, ৩৮।

"ঐ ঘটনের সময়ে তোমাদের বিশ্বাস যেন জন্মে, এই নিমিত্তে আমি ঐ ঘটনার পূর্ব্বে এখন তোমাদিগকে সম্বাদ দিলাম।" যোহন ১৪; ২৯।

"যেরূপ কর্ম্ম কেহ কখনো করে নাই, এমন কর্ম্ম যদি তাহাদের সাক্ষাতে না করিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না।" যোহন ১৫; ২৪।

"পিতাহইতে নির্গত যে সহায়কে অর্থাৎ সত্যময় আত্মাকে পিতার নিকটহইতে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিব, তিনি আসিয়া আমার বিষয়ে প্রমাণ দিবেন।" যোহন ১৫;২৬।

"যোহন কারাগারে থাকিয়া খ্রীষ্টের কর্ম্মের সংবাদ পাইয়া আপনার দুই শিষ্যকে তাঁহার নিকটে এমন কহিতে পাঠাইল, যাঁহার আগমনের অপেক্ষাতে আছি, তুমি কি সেই জন? কি আমরা অন্যের অপেক্ষাতে থাকিব? যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা যাও, এবং এই যে সকল শুনিতেছ ও দেখিতেছ, তাহার সংবাদ যোহনকে দেও। অন্ধেরা দেখিতেছে ও খঞ্জেরা চলিতেছে ও কুষ্ঠিরা পরিষ্কৃত হইতেছে ও বধিরেরা শ্রবণ করিতেছে, ও মৃতেরা উত্থাপিত হইতেছে, ও দরিদ্রদের নিকটে সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে।" মথি ১১; ২-৫।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এই২ বচন এবং ইহার তুল্য অন্য অন্য বচনদ্বারা তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র ও তাঁহার উপদেশ যে ঈশ্বরীয়, ইহার নানা প্রমাণের উল্লেখ তিনি আপনি করিয়াছেন। সেই প্রমাণ এই২।

১। যীশুর বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য।
২। ঈশ্বরের আপনার সাক্ষ্য।
৩। যীশুর কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া।
৪। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে লিখিত মুসা প্রভৃতির সাক্ষ্য।
৫। যীশু কর্ত্তৃক উক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য।
৬। যীশুর স্বভাবের ও আচরণের উত্তমতা, বিশেষতঃ তাঁহার নম্রতা।
৭। যীশুর উপদেশের উত্তমতা।

এই সাত বিশেষ প্রমাণ মনোযোগের যোগ্য, এ জন্যে আমরা কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে তাহার বিবেচনা করিব, কিন্তু যে শ্রেণীতে এক্ষণেই তাহা লিখিলাম, সেই শ্রেণীর অন্যথা করিয়া বিবেচনা করিব।

কিনান্ দেশের বিবরণ।

যে কেহ ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করে, সে কিনান্দেশের বিবরণ জ্ঞাত হইতে অবশ্য বাঞ্ছা করে, যেহেতুক ঈশ্বর সেই দেশ ইব্রাহীমকে দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহার বংশোদ্ভব ইস্রায়েল লোকদিগকে তথায় আনাইয়াছিলেন, এবং সেই দেশে জগতের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তেত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন।

এই বঙ্গদেশ নিবাসি ইংরাজ লোকেরা যে সকল পত্র বিলাতে পাঠান, সেই সকল পত্র তথায় পঁহুছাইবার নিমিত্তে প্রতিমাসে ধূমের জাহাজ কলিকাতাহইতে মিসর দেশের নিকটবর্ত্তি সুয়েস্ নামক নগরে গমন

করে। সেই জাহাজ প্রথমে দক্ষিণদিগে মান্দরাজের নিকট দিয়া গমন করিয়া আট কিম্বা দশ দিনের শেষে লঙ্কা উপদ্বীপ অতিক্রম করে, পরে তথাহইতে পনেরো দিন পর্য্যন্ত উত্তরপশ্চিম দিগে চলিয়া আরব দেশান্তঃপাতি আদেন্ নগরে উপস্থিত হয়, তথাহইতে লাল সাগর অর্থাৎ সুফসাগর নামে যে সমুদ্র আরব ও মিসর এই দুই দেশের মধ্যে আছে, সেই সমুদ্র দিয়া আর এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত উত্তর দিগে যাইয়া ঐ সুয়েস্ নগরে পঁহুছে। সেই যাত্রাতে যাইতে সর্ব্বশুদ্ধ একত্রিশ দিন লাগে, ফিরিয়া আসিতে কোন কারণে কিছু কম দিন লাগে। ইস্রায়েল লোকেরা যে স্থানে সুফ সাগর পার হইয়াছিল, সেই স্থানের প্রায় কুড়ি ক্রোশ উত্তরে ঐ সুয়েস নগর আছে। সুয়েস নগরহইতে পত্র সকল স্থলপথে দুই দিনের মধ্যে পশ্চিমদিগস্থিত মিসরদেশের রাজধানী কাহীরা নগরে নীত হয়। কিন্তু সেই সুয়েসহইতে উত্তরদিগে চারি দিনের পথ গেলে কিনান দেশের দক্ষিণপশ্চিম কোণ পাওয়া যায়।

কিনান দেশের পশ্চিমসীমা মেদিতেরেনিয়ন অর্থাৎ ভূমধ্যস্থ সমুদ্র, দক্ষিণসীমা আরব দেশের মরুভূমি, পূর্ব্বসীমা সুরিয়া দেশের মরুভূমি, এবং উত্তরসীমা আন্তিলিবানোন্ নামক পর্ব্বত। সেই দেশ উত্তরসীমাহইতে দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত ষষ্টি কি সত্তর ক্রোশ দীর্ঘ, এবং পশ্চিমসীমাহইতে পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ ক্রোশ প্রস্থ।

দেশের মধ্য দিয়া যর্দ্দন নদী গমন করে। তাহার আরম্ভ স্থান উত্তরদিগস্থ আন্তিলিবানোন পর্ব্বত, কিন্তু প্রথমে তাহার তিন শাখা আছে, পরে সেই তিন শাখা একত্র হইয়া মেরোম নামক এক বিল দিয়া গমন করে। সেই বিল গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায়,কিন্তু বর্ষাকালে (অর্থাৎ শীতকালে) তাহার দীর্ঘতা চারি ক্রোশ, এবং প্রস্থতা দুই ক্রোশ হয়। সেই বিলের নলবনে অনেক বন্য শূকর বাস করে। সেই মেরোম বিলের নিকটে হাৎসোরের রাজা যাবীন্ প্রভৃতি নানা রাজার সৈন্যগণ যিহোশূয় কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছিল। (যিহোশূয় ১১; ৭।)

মেরোম বিলহইতে বহির্গত হইয়া যর্দ্দন নদী অতি বেগে চারি কিম্বা পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত দক্ষিণ দিগে গমন করিয়া গালীলীয় সমুদ্রে প্রবেশ করে। পূর্ব্বে সেই প্রবেশস্থানের অতি নিকটে কফর্নাহূম নগর ছিল। গালীলীয় সমুদ্রের অন্য২ নামও আছে, অর্থাৎ গিনেষরৎ হ্রদ ও তিবীরিয়ার হ্রদ প্রভৃতি। সেই জলাশয় দুই ক্রোশ প্রস্থ, এবং চারি ক্রোশ দীর্ঘ; তাহার পূর্ব্বদিগে পর্ব্বতগণ আছে। পিতর প্রভৃতি প্রেরিতেরা সেই জলাশয়ে মৎস্যধারী ছিলেন, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনি অনেক বার নৌকাযোগে তাহা পার হইয়াছিলেন।

যর্দ্দন নদী গালীল সমুদ্রহইতে বহির্গত হইয়া ত্রিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত দক্ষিণদিগে প্রান্তর দিয়া গমন করিয়া শেষে লবণসমুদ্র নামক জলাশয়ে প্রবেশ করে।

যে প্রান্তর দিয়া যর্দ্দন নদী গমন করে, তাহার দুই দিগে উচ্চ পর্ব্বত-

শ্রেণী আছে। এবং আশ্চর্য্য এই, ঐ প্রান্তর মহাসাগর অপেক্ষা অধিক নিম্ন, তাহাতে যদি কোন মতে মহাসাগরের জল সেই স্থানে আসিতে পারিত, তবে তাহা আর প্রান্তর না হইয়া একেবারে অতি গভীর সমুদ্র হইত। আর এত নিম্নতা প্রযুক্ত তথায় আত্যন্তিক গ্রীষ্ম হয়, তাহাতে এই বঙ্গদেশে যেমন সূর্য্যের উত্তাপ প্রযুক্ত ইক্ষু প্রভৃতি নানা উত্তম বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তেমনি সেই প্রান্তরেও হইতে পারে।

চৈত্র মাসে যর্দ্দন নদীতে অধিক জল হয়, পরে জল কমিয়া যাওয়াতে নদীর দুই তীরে নলবন ও জঙ্গল হইয়া উঠে, সেই বন চিতা ব্যাঘ্রের ও কেন্দুয়া ব্যাঘ্রের বাসস্থান। জল বাড়িলে তাহারা তথায় থাকিতে না পারাতে নিকটবর্ত্তি প্রান্তরে ব্যাপ্ত হয়, এই জন্যে যর্দ্দন নদীর বার্ষিক উথলন শঙ্কার ঘটনা ছিল।

উক্ত প্রান্তরের উত্তরাংশে বৈৎশান নামক এক নগর ছিল, দক্ষিণাংশে এইক্ষণেও যিরীহো নগর আছে, এই দুই নগর নদীর পশ্চিমদিগে স্থিত।

যর্দ্দন নদী শেষে যে লবণসমুদ্রে প্রবেশ করে, সে পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল না, প্রান্তর ছিল, এবং সেই প্রান্তরে সিদোম ও অমোরা প্রভৃতি নগর ছিল। পরে সেই সকল নগর ঈশ্বরকর্ত্তৃক উচ্ছিন্ন হইলে তথায় সমুদ্র হইয়া উঠিল। সেই জলাশয় প্রায় পঁচিশ ক্রোশ দীর্ঘ ও সাত ক্রোশ প্রস্থ। তাহার অন্য নাম মৃত সমুদ্র, কারণ তাহার জল এমন লবণাক্ত ও তিক্ত যে তাহার মধ্যে মৎস্য কি শম্বূক কি কীট কোন প্রকার জলচর প্রাণী বাঁচে না। যদ্যপি কোন মৎস্য কি সম্বূক যর্দ্দন নদীহইতে আসিয়া তাহাতে প্রবেশ করে, তবে জলের দোষে শীঘ্র মরিয়া যায়। আর সেই জল যে কোন গাছ স্পর্শ করে, সেও অবিলম্বে ম্লান হয়। এবং মনুষ্য যদি তাহাতে স্নান করে, তবে তাহার গাত্রে স্ফোটক জন্মে, এবং বার ২ স্নান করিলে সাংঘাতিক জ্বর হয়। সেই জলের উপরে অনেক মেট্যা তৈল ভাসিয়া আছে।

যর্দ্দন নদীদ্বারা কিনান্ দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়. যর্দ্দনের পূর্ব্বদিগে যে ভাগ, তাহার উত্তরাংশে বাশন্ ও গিলিয়াদ্ দেশ ছিল; এবং দক্ষিণাংশে অম্মোনীয়দের ও মোয়াবীয়দের দেশ ছিল। সেই সকল দেশ অতি সুন্দর ও উর্ব্বরা, এবং তাহাতে অনেক পর্ব্বত ও উপত্যকা ও ক্ষুদ্র নদী আছে। বাশন্ দেশের নানা প্রদেশের যিতূর ও গোলন ও হৌরণ প্রভৃতি ভিন্ন ২ নাম ছিল; সেই সকল দেশ পূর্ব্বে মনুষ্যেতে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এই বর্ত্তমান সময়ে তাহা প্রায় নির্জ্জন হইয়াছে।

কিনান দেশের যে ভাগ যর্দ্দন নদীর পশ্চিম দিগে আছে, তাহার উত্তরাংশের নাম গালীল, দক্ষিণাংশের নাম যিহূদা, মধ্যবর্ত্তি অংশের নাম শোমিরোণ।

গালীলের উত্তরপূর্ব্বভাগ পর্ব্বতময়, যেহেতুক আন্তিলিবানোন্ নামক পর্ব্বতশ্রেণীর মূল গালীলের আন্তঃপাতী আছে, সেই পর্ব্বতের অগ্রভাগ তাবোর পর্ব্বত। গালীলের দক্ষিণাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল প্রায় সমভূমি, এবং

তাহা দিয়া কীশোন নদী পশ্চিমদিগে বহিয়া মহাসমুদ্রে গমন করে। সেই সমভূমির পূর্ব্বভাগে শিস্রিয়েল নগর ছিল, এবং তাহার পশ্চিমভাগ মহাসমুদ্রের নিকটবর্ত্তী।

উক্ত কীশোন নদী যে স্থানে মহাসমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, সেই স্থানে নদীর দক্ষিণ পারে কর্ম্মিল নামক অতি সুদৃশ্য পর্ব্বত সমুদ্রের নিকটে আছে। কর্ম্মিল পর্ব্বতের দক্ষিণে সমুদ্রের তটে আর পর্ব্বত না থাকাতে সেই সমুদ্রতীরস্থ সকল অঞ্চল সমভূমি আছে। তাহার উত্তরভাগ শারোণ নামে বিখ্যাত ছিল, এবং দক্ষিণ ভাগে পিলেষ্টীয় লোকেরা পূর্ব্বে বাস করিয়াছিল।

উক্ত সমুদ্রতীরস্থ সমভূমিহইতে যর্দ্দন নদীর দিগে গমন করিলে এক পর্ব্বতশ্রেণী পার হইতে হয়। সেই পর্ব্বতশ্রেণীর যে ভাগ যিরুশালমের উত্তরে আছে, তাহার নাম ইফ্রয়িম পর্ব্বত এবং যিরুশালমের দক্ষিণে স্থিত যে ভাগ তাহার নাম যিহূদা পর্ব্বত আছে। সেই যিহূদা পর্ব্বতের অধিকাংশ লবণসমুদ্রের পশ্চিমদিগে।

এই বঙ্গদেশে যাদৃশ ছয় ঋতুর ভোগ হয়, কিনান দেশে তাদৃশ হয় না। তথায় বৎসরের মধ্যে দুই বার অধিক বৃষ্টি হয়, প্রথম বার কার্ত্তিক মাসে, দ্বিতীয় বার চৈত্র মাসে। এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ ও মাঘ ও ফাল্গুণ, এই চারি মাসে মধ্যে ২ ভয়ানক ঝড় ও অতিশয় শীত হয়। বৈশাখ মাসাবধি আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত আকাশ সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকে, তাহাতে নিত্য রৌদ্র প্রযুক্ত অতিশয় গ্রীষ্ম হয়।

কার্ত্তিক মাসে দুই তিন বার বৃষ্টি হইলে পরে ভূমির চাস হয়, এবং সেই সময়ে যবাদি যে ২ শস্যের রোপণ হয়, তাহা জ্যৈষ্ঠ মাসের আরম্ভ সময়ে পক্ক হইয়া কাটা যায়। কিন্তু চৈত্রমাসে বৃষ্টি হইলে পর অন্য ২ প্রকার শস্য এবং শসা প্রভৃতি গাছের রোপণ হয়, এবং সেই সকল আশ্বিন মাসে পক্ক হয়। আর দ্রাক্ষাফল ভাদ্র মাসে পক্ক হয়। যে ২ স্থান পর্ব্বতময়, সেই ২ স্থানের শস্যাদি কিছু বিলম্বে পক্ক হয়, এবং যে ২ স্থান সমভূমি, সেই ২ স্থানের শস্যাদি কিঞ্চিৎ শীঘ্র পক্ক হয়, বিশেষতঃ অন্য সকল স্থানের অগ্রে যর্দ্দন নদীর প্রান্তরে শস্যচ্ছেদন হয়।

সেই দেশে পশ্চিমবাতাস বৃষ্টিজনক, দক্ষিণবাতাস গ্রীষ্মজনক, দক্ষিণ পূর্ব্ব বাতাস ঝড়জনক, পূর্ব্ববাতাস অতিশোষক, তথাপি সেও মধ্যে ২ অতি ভয়ানক ঝড় জন্মায়, এবং উত্তরীয় বাতাস রৌদ্রজনক হয়।

যে যিহূদি লোকেরা পূর্ব্বে ঐ দেশে বাস করিত, তাহারা যদবধি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল, তদবধি ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হইয়া পৃথিবীর তাবৎ দেশে ছিন্নভিন্ন হইয়া সকল মনুষ্যদের ঘৃণাস্পদ হইয়াছে। তথাপি ঈশ্বর যেমন পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি তাহাদিগকে দণ্ড দিলেও নষ্ট হইতে দেন নাই, এবং অন্য ২ জাতিদের সহিত মিশ্রিত হইতে দেন নাই। ইহার অভিপ্রায় এই, যে সময়ে যিহূদি লোকেরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী হইবে এমন সময়

আসিতেছে, আর তাহাদের অনুগৃহীত হওন অন্য জাতীয়দের অতি মঙ্গলজনক হইবে, যেমন লিখিত আছে (রোম ১১; ১৫,) যথা, "তাহাদের নিগ্রহ উপলক্ষেতে যদি ঈশ্বরের সহিত জগজ্জনের মিলন হইল, তবে তাহাদের গ্রহণ করা মৃত্যুদেহে যেমন জীবনলাভ তদ্রূপ কি হইবে না?"

এই কথা মনে আন্দোলন করিয়া স্কটলণ্ড দেশের খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা ১৮৩৯ শালে যিহূদি লোকদের অবস্থা জ্ঞাত হওনার্থে চারি জন মণ্ডলীর দূতকে নানা দেশে প্রেরণ করিয়াছিল। সেই চারি সাহেব ফ্রান্স ও ইতালী ও মিসর ও কিনান ও তুরুক ও ওষ্ট্রিয়া প্রভৃতি নানা দেশ ভ্রমণ করিতে২ যিহূদি লোকদের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তাহার যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কিনান দেশের নানা স্থানের বিবরণও করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের সেই পুস্তকোদ্ধৃত যিরূশালম প্রভৃতি কিনান্ দেশের নানা স্থানের বিবরণ উপদেশকের পাঠক মহাশয়দের নিকটে ক্রমে২ জানাইতে চেষ্টা করিব।

প্রার্থনাতে অনুরক্তা মরিয়ম নাম্নী দাসীর বিবরণ।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এক মাসিক পত্রিকাহইতে এই পশ্চাল্লিখিত বিবরণ সংগ্রহ করা গিয়াছে। এক দিন কএক জন ধর্ম্মোপদেশক ঈশ্বরের বাক্যের কঠিন২ ভাবের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে তর্ক করিবার কারণ সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে "নিরন্তর প্রার্থনা কর," এই কথার মর্ম্ম কিরূপে পালন করা যাইবে ইহা প্রশ্ন হইল। তাহাতে বিবিধ প্রকার অনুভব উপস্থিত হওনানন্তর ইহা স্থির হইল যে প্রস্তাবিত শ্লোকের নিগূঢ়ার্থ ব্যক্ত করণের জন্যে সভাস্থ এক জন আগত মাসিক সভার কালীন তৎপ্রসঙ্গের উপদেশ লিখন পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। এক দাসী ইহা শুনিয়া কহিল, কি? এই শ্লোকের অর্থ ব্যক্ত করিতে সম্পূর্ণ এক মাস লাগিবে? ধর্ম্মপুস্তকের শ্লোকসমূহের মধ্যে এই শ্লোকের মর্ম্ম অতি উৎকৃষ্ট ও সহজ। তাহা শুনিয়া এক বৃদ্ধ ধর্ম্মোপদেশক কহিলেন, ভাল, মরিয়ম, তুমি এই বিষয় কি রূপ জান ও কি প্রকার বুঝ? বল দেখি, তুমি কি সদা সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনা করিতে পার? মরিয়ম কহিল, হাঁ, আমি পারি। তাহাতে ধর্ম্মোপদেশক কহিলেন, তোমার প্রতিদিন বিস্তর কর্ম্ম আছে, তবে তুমি কি প্রকারে নিরন্তর

প্রার্থনা করিতে পার? মরিয়ম উত্তর দিলেন, যত অধিক কর্ম্ম হয়, তত অধিক প্রার্থনা করিতে পারি। ধর্ম্মোপদেশক কহিলেন, অনেকে ইহার বিপরীত বোধ করেন; অতএব মরিয়ম, তুমি কি প্রকারে তাহা কর? বল দেখি। তাহাতে সেই দাসী কহিল, মহাশয়, প্রাতঃকালে চক্ষুঃপ্রসার সময়ে আমি প্রার্থনা করি যে হে ঈশ্বর, আমার জ্ঞানচক্ষু প্রসার করিয়া দিউন। তৎপরে যখন বস্ত্র পরিধান করি, তখন প্রার্থনা করি, যেন আমি ধর্ম্মরূপ বস্ত্রেতে বস্ত্রান্বিতা হই। যখন অঙ্গ প্রক্ষালন করি, তখন প্রার্থনা করি যেন পুনর্জ্জন্মের প্রক্ষালনে আমি প্রক্ষালিত হই। কর্ম্ম করিবার আরম্ভসময়ে প্রার্থনা করি যেন তাহা নির্ব্বাহার্থে ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। অগ্নি জ্বালিবার সময়ে ইহা প্রার্থনা করি, যেন ধর্ম্মাত্মার অগ্নি আমার অন্তরে প্রজ্বলিত হয়। গৃহ পরিষ্কার কালীন প্রার্থনা করি যেন আমার মনের অপবিত্রতা পরিষ্কার হয়। যখন আহারার্থে প্রস্তুত হই ও ভোজন করিতে বসি, তখন এই বলিয়া প্রার্থনা করি যেন গুপ্ত মান্নাতে ও ধর্ম্মবাক্যরূপ দুগ্ধেতে পরিতৃপ্ত হই। আর যখন ক্ষুদ্র ছেল্যাদের সহিত থাকি, তখন স্বর্গস্থ পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক প্রার্থনা করি যেন আমি পোষ্যপুত্রতার আত্মা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সন্তান হই। এই রূপে আমি সমস্ত দিন যাহাই করি তাহাতেই কোন প্রার্থনীয় বিষয়ের স্মরণ জন্মে। এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বৃদ্ধ ধর্ম্মোপদেশক কহিলেন, অধিকের প্রয়োজন নাই, ইহাই যথেষ্ট। বিদ্বান ও জ্ঞানবান লোকদের নিকটে ইহা প্রকাশ না হইয়া বালকদের নিকটে প্রকাশ হইয়াছে। অতএব মরিয়ম, তুমি নিরন্তর প্রার্থনা করিতে মতি রাখ। আর সভাস্থ লোকদিগকে কহিলেন, ও হে ভ্রাতৃগণ, এই শ্লোকের অর্থপ্রকাশ জন্য আমরা পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করি, এবং তিনি যাহা কহিয়াছেন তাহা স্মরণ করি, যথা, "নম্র লোকদিগকে তিনি যথার্থ পথে চালাইবেন।" এই ঘটনা হওনানন্তর প্রস্তাবিত অর্থ প্রকাশজন্য উপদেশ লিখনাবশ্যক হইল না।

অতএব "কোন বিষয়ে ভাবিত না হইয়া তোমরা ধন্যবাদ করিয়া নিবেদন ও যাচ্ঞাদ্বারা আপনাদের প্রার্থনীয় সকল ঈশ্বরের নিকটে জ্ঞাত কর, তাহাতে সকল বুদ্ধির অগম্য যে ঈশ্বরের

শান্তি, সে খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের মনের ও বুদ্ধির রক্ষা করিবে।" ফিল ৪ ; ৬,৭। "জগতের পাপমোচনার্থে বলিদেয় ঈশ্বরের মেষশাবককে দেখ।" যোহন ১ ; ২৯। "তদ্ভিন্ন কাহারোহইতে পরিত্রাণ হইতে পারে না; যাহাদ্বারা ত্রাণ পাওয়া যায়, ভূমণ্ডলস্থ লোকদের মধ্যে এমন আর কোন নামই প্রচারিত হয় নাই।" প্রেরিত ৪, ১২।

[শ্রী সূর্য্য মোহন দে।

পরীক্ষা নিবারণ।

আমি কোন এক দিন সন্ধ্যার গীর্জার পর এক বৃদ্ধা স্ত্রীর বাটীতে কথোপকথন ও প্রার্থনা করিতে গিয়া ঈশ্বরের দান স্মরণ করিয়া ঐ স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি যৎকালীন তাহার সহিত প্রভুপ্রসংঙ্গ কহিতেছিলাম, তৎকালীন আমার মনে ভার বোধ হইতে লাগিল, পরে কথা কহা সাঙ্গ করিয়া ও প্রার্থনা করিয়া বাটীতে চলিয়া আসিতে২ আমার মনে এই মত ভাব উদয় হইতে লাগিল, যে দেখ, অতি বৃদ্ধ পক্বকেশবিশিষ্ট ছিন্নবস্ত্রপরিহিত সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের দাগ ধূলা মাটীতে বিভূষিত এবং ক্ষতবিক্ষত এক জন খ্রীষ্টীয়ান নির্জন স্থানের অন্বেষণ করত বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। পরে সে আর্ত্তনাদ করত প্রভুর নিমিত্তে আপন প্রহার ও অপমান প্রযুক্ত অশ্রুপূর্ণ অক্ষি হইয়া ক্রন্দন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে লাগিল, আরো উচ্চৈঃশব্দে কহিল, আমি এত দুঃখের যোগ্যপাত্র। পরে শুভ্রবর্ণ বস্ত্র পরিহিত পরম তেজস্বী এক পুরুষ কতক গুলি পত্র ও এক খণ্ড রুটী হস্তে করিয়া এবং দ্রাক্ষারস পাত্রে করিয়া আনিয়া তাহার সমীপে আসিয়া আপন বস্ত্রাঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষুর জল মুছিয়া ঐ পত্র হস্তে রগড়াইয়া তাহার ক্ষতের উপরে দিয়া কহিল, ক্ষুধা নিবারণের নিমিত্তে এই রুটী ভোজন কর, ও শ্রান্তি নিবারণের নিমিত্তে এই দ্রাক্ষারস পান কর, কেননা তোমার করণীয় আর অনেক কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে, অতএব বলবান হও, ও আমার পাদচিহ্ন ধারণ করিয়া চল। এই রূপে সান্ত্বনার কথা কহিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পরে ঐ বৃদ্ধ বেদনা ও ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এবং শ্রান্ত দশাহইতে মুক্ত হইয়া প্রভুর ইষ্ট ক্রিয়া করিতে আমি কি করিব? এই মত চিন্তা করিয়া আপন বগলীহইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক বাহির করিয়া খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল।

পরে অকস্মাৎ একটী পরম সুন্দরী প্রিয়দর্শনা স্ত্রী একটি ঝাঁপি কক্ষদেশে লইয়া তাহার নিকট আসিয়া ক্রন্দন পূর্ব্বক কহিল, হে আমার

বৎস, ঘরহইতে তোমার প্রস্থান করণের দিনাবধি আমি অহরহঃ ক্রন্দন করিয়া অন্ন জল সকলি পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বত ও গুহা ও কানন ও দেশ ও নগর ও পল্লী ভ্রমণ করিয়া তোমার তত্ত্ব করিতেছি, অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইল। যাহা হউক, পূর্ব্বে তোমাকে মনে করিয়া ক্রন্দন করিতাম, এই ক্ষণে তোমার দুর্দশা দেখিয়া আমার মনোদুঃখ আরও বৃদ্ধি পাইল। তাহাতে খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, কেন? তুমি কে? তোমার অঙ্গের ছটা দেখিয়া আমার প্রভুর শত্রুদের মধ্যে এক জনের মত তোমাকে বোধ হয়; অনুগ্রহ করিয়া আপনকার নামটী বল। উত্তর। আমার নামে তোমার আবশ্যক কি? তুমি আয়ূবকে জ্ঞাত আছ, আমি তাহার বাটীতে থাকিয়া তাহাকে পূর্ব্বদেশের তাবৎ ধনবান ও মহাজনহইতে বড় সম্পত্তি করিয়া দিয়াছিলাম। ইব্রাহীম আপন দেশহইতে বাহির হইলে পথে তাহার দুর্দশা দেখিয়া আমি তাহার সহিত মিলিয়া তাহাকে অতিশয় ধন ও মান দিয়াছিলাম, এবং তাহার পুত্র ইস্‌হাক্‌ ও পৌত্র যাকুবের সহিত থাকিয়া ধনের কুম্ভীর করিয়া দিয়াছিলাম। দেখ যাকুব এক পাঁচনীমাত্র সঙ্গে লইয়া যর্দ্দন নদী পার হইয়া মাতুলালয়ে গিয়াছিল; পরে আইসন কালীন সে কত ধন লইয়া যর্দ্দন নদী পার হইল। আর আমি যুষফের দাসত্ব মোচন করিয়া তাহাকে মিস্রীয়দের কর্ত্তা করিয়া দিলাম। এবং শৌল রাজা আপন পিতার গর্দ্দভী অন্বেষণ করিতে গেলে আমি পথে তাহার সহিত মিলিয়া তাহাকে রাজা করিয়া দিলাম। এবং যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে মেষপালের পশ্চাৎহইতে আনিয়া শৌল রাজার জামাতা করিয়া দিলাম। এইরূপ আমি যাহাকে২ মনে করি, তাহাকে২ ভাগ্যধর করি। অতএব তোমার এই দুর্দশা দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছি, কেননা তোমার পিতা অননিয় ও তোমার মাতা সাফীরা পূর্ব্বে আমার বড় সেবা করিয়াছিল, তোমারও নাম জগদভিলাষী ছিল, সেই প্রযুক্ত তোমার অন্বেষণ করিতে আইলাম। এইক্ষণে তোমার গাত্রে প্রহারের দাগ ও ধূলা দেখিয়া আমার অতি দুঃখ হইল। অতএব সকল দুঃখ একেবারে মোচনের নিমিত্ত আমি তোমাকে যিরূশালমের রাজা করিতে চাহি, অতএব আমার পশ্চাৎ আইস।

তাহাতে খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আর কেন বকো? কেন আপন মাথাব্যথার বৃদ্ধি কর? আমি তোমাকে চিনিলাম। হবা ও লোটের স্ত্রী ও সফীরা কি তোমার কন্যাগণ নয়? এবং গিহসি ও ইস্করিয়োতীয় যিহূদা ও অননিয় ইহারা কি তোমার পুত্রগণ নহে? এষৌ কি তোমার পোষ্যপুত্র নহে? আর বিলিয়াম ও মায়াবি শিমোন কি তোমার পৌত্র নহে? আমার প্রভুকে কি যিরূশালমের রাজা করিতে চাহিয়াছিলা না? আমাকেও কি আরবার রাজা করিতে চাহ? না, এ সকলই মিথ্যা। তোমার প্রভু কি হবাকে কহে নাই যে এই ফল খাও, তাহাতে তুমি ঈশ্বরের ন্যায় ভদ্রাভদ্রজ্ঞ হইবা? তাহাতে হবা কি ভদ্রাভদ্রজ্ঞ হইয়াছিল? অতএব

তোমার প্রভু যদি মিথ্যাকথা প্রচার করিয়া এক জনকে পাপে নিক্ষেপ করিল, তবে তাহার এক চর যে তুমি, তুমি আমার সহোদর ভ্রাতৃগণকে ধন দিয়াছ ও মান দিয়াছ, এবং আমাকে যিরূশালমের রাজা করিতে ইচ্ছুক আছ, এই সকল কি প্রত্যয়িতব্য? না, আমাকে অবশ্য পাপে নিক্ষেপ করিতে চাহ। তুমি যখন মুসাকে ফিরৌণ রাজার ধনাধিকারী করিতে চাহিয়াছিলা, তখন তুমি কেমন পরাজিত হইয়াছিলা, তাহা কি তোমার মনে পড়ে না? লিখিত আছে যে সে মিসরের সকল ধনহইতে খ্রীষ্টের জন্যে নিন্দিত হওয়া লাভ জ্ঞান করিয়া ফিরৌণের কন্যার পুত্ররূপে বিখ্যাত হওয়া হেয়জ্ঞান করিল, কেননা সে পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। আমার প্রভুর নিকটে যখন আসিয়াছিলা, তখন তিনি তোমার নাক এমত কাটিয়াছিলেন যে তুমি যখন শিমোনের সহিত পিতরের নিকটে আইলা, তখন পিতর তোমার নাকের কাঁচা ঘা দেখিয়া একেবারে কহিলেন, তোমার সহিত তোমার টাকা বিনাশ হউক; অতএব হে খাঁদি, কাহার কাছে এই পচা ধন আনিতেছ? আর তুমি কহিতেছ যে আমার দুর্দশা। তুমি কি দেখিতে পাও না যে অজর বস্ত্র ও অক্ষয় মুকুট ও এই ২ সকল অভেদ্য সাঁজুয়া আমার অঙ্গে আমি ধারণ করিয়াছি? এই যে দণ্ড আমার হস্তে দেখিতেছ তাহা অজেয়, এবং এই ঢাল অস্ত্রে অভেদ্য। এই যে পাদুকা দেখিতেছ তাহা বিংশতি বর্ষ হইল ব্যবহার করিতেছি, তথাপি দেখ আমি অদ্যাপি তাহা পরিধান করিতেছি। আর ২ অধিক বহুমূল্য ২ দ্রব্য পাইয়াছি, ইহাদের মধ্যে এক অতি ক্ষুদ্রের তুল্য কি তোমার যিরূশালম রাজ্য, যে তাহা দেখাইয়া আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছ? এই যে অজর অস্ত্র ও অক্ষয় ও অভেদ্য সাঁজুয়া ও হস্তস্থ দণ্ড এবং পাদুকা তুমি দেখিতেছ, সেই সকল খ্রীষ্টীয়ানেরা হাজার ২ বৎসর ধারণ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু দেখ ইহা নূতন ও অম্লান অজর থাকে। যখন আপল্লুয়োন নামক বীরের সহিত আয়ূব যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন আয়ূব এই লাঠিদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলে সে এমত বেদনা পাইল যে তদবধি আপল্লুয়োন্ খ্রীষ্টীয়ানদের নিকটে আসিতে ভয় পায়। এবং প্রভুর সহিত যুদ্ধকালীন সে এমত প্রহারিত হইল যে তাহার কটিদেশ একেবারে এই গদার ঘায়ে ভগ্ন হইয়া গেল, অতএব এই গদা পরীক্ষা করিয়া প্রভু আপন ভক্তগণকে দান করিয়াছেন। আর দেখ যূষফ এই সাঁজুয়া পরিধান করিয়া শারীরিক কাম সুখার্থি ও দ্বেষক বীরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল, তৎসম্ভুমের চিহ্ন এই তারা, দেখ তাহা যুবা লোকদের বক্ষদেশে কেমন শোভা পায়। আর শদ্রুক ও মৈশক ও অবেদ-নিগো ও দানিয়েল্ প্রভৃতি জনেরা এই সাঁজুয়া পরিধান করিয়া যশোবাঞ্ছক মিথ্যাবাদি পরমঙ্গলদ্বেষি বীরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিল, তাহাদের বীরত্ব কর্ম্ম স্মরণের নিমিত্ত এবং এই সাঁজুয়ার

তেজের বৃদ্ধির নিমিত্তও স্তম্ভবৎ দৃশ্যমান এই২ চিহ্ন সকল দেখ। এইক্ষণে আমি কহি, শুন, অননিয় আমার পিতা ও সফীরা আমার মাতা এবং জগদভিলাষী আমার নাম ছিল বটে, কিন্তু পরিত্রাণ পাওনের নিমিত্ত ও ঐ যিনি যাইতেছেন তাঁহার প্রতি প্রেম প্রযুক্ত আমি ঐ মাতাপিতাকে অস্বীকার করিয়াছি, এবং ঐ পূর্ব্বের নাম ক্রুশে হত করিয়াছি। পূর্ব্বে আমি শারীরিক অভিলাষ ও চক্ষুর অভিলাষ এবং বিষয় জন্য অহঙ্কারে প্রেম করিতাম, কিন্তু এইক্ষণে আমি খ্রীষ্টকে পাওনের নিমিত্তে ঐ সকল বিষ্ঠা জ্ঞান করি। অতএব হে কামুকী স্ত্রী, তুমি আমাহইতে প্রস্থান কর, কেননা লিখিত আছে, ধনাশা তাবৎ মন্দের মূল। আর তুমি যখন সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া কেশবিন্যাস পূর্ব্বক পট্টবস্ত্র পরিহিতা হইয়া আপন কর্ত্তার সহিত আমার প্রভুর নিকট আসিয়াছিলা, তখন সে তোমাকে দেখাইয়া তাঁহাকে ভুলাইতে চাহিল, কিন্তু প্রভু তোমার কুৎসিতাঙ্গ দেখিয়া গ্রাহ্য না করিয়া একেবারে কহিলেন, দূর হও। আমি সেই প্রভুর দাস হইয়া কি তোমার কথায় ভ্রান্ত হইব? এই বাক্যরূপ দণ্ডদ্বারা খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে প্রহার করিতে গেলে সে উঠিয়া পড়ে কি মরে দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল। পরে খ্রীষ্টীয়ান এই গীত গাইতে২ আপন প্রভুর তুষ্টিজনক কর্ম্মে প্রস্থান করিলেন।

পরীক্ষা কালেতে প্রভু, ত্যাজ না আমায় কভু,
　রেখো দীনে দিয়া পদাশ্রয়।
যেন শয়তান্ কোন কালে, ছলেতে বলে কৌশলে,
　কোন মতে মোরে না ভুলায়॥
ক্ষীণ ও দুর্ব্বল জনে, সর্ব্ব ক্ষণে প্রতারণে,
　বাঞ্ছা করে সেই দুষ্টমতি।
সঙ্কল্পি স্বীয়কল্পনা, যোজনা তায় তিক্ত ঘৃণা,
　করে বিদ্যুতবৎ দ্রুতগতি॥
বহুরূপে রূপ ধরে, কত জনার মন হরে,
　কত নরে করে মত্তপ্রায়।
যেমন পতঙ্গপালে, ক্ষুব্ধ হইয়া দাবানলে,
　পতন মাত্রে হয় ভস্মময়॥
লইয়া সংসার পাত্র, পূর্ণ তায় মান ও যোত্র,
　করি লইয়া আসে ধরিবারে।
কহে লহ সর্ব্ব নরে, ভ্রমিয়া সবার দ্বারে,
　নিজ মানস সিদ্ধ করিবারে॥
নিষিদ্ধেতে প্রবর্ত্তক, সেই অধর্ম্মের জনক,
　কভু হয় ধর্ম্ম দূতন্যায়।
কখন সুহৃদ হয়, কখন বা কোপময়,
　তাকে প্রায় চিনা নাহি যায়॥

অতএব হে দয়াবান, করি তোমায় নিবেদন,
গ্রাহ্য কর দীনের প্রণতি।
রক্ষা কর এ দুর্ব্বলে, নিজ মহা বাহুবলে,
পদতলে করহ নিষ্কৃতি।।

অতএব হে ভ্রাতৃগণ, যে কোন সময়ে শয়তান ধন কি অহঙ্কার কি লোভ কি কাম কি রাগ ইত্যাদিকে সঙ্গে করিয়া কিম্বা পাঠাইয়া তোমাদের পরীক্ষা করিতে আইসে, সেই সময়ে প্রার্থনা ও চৌকিতে সবল হইয়া এই সকল দেখিয়া একেবারে তাহাদিগকে কহিও, হে অন্ধকারের রাজন ও প্রজাগণ, আমাতে তোমাদের কিছু অংশ নাহি, অতএব চলিয়া যাও, দূর হও, আমি দেখিতেছি যে তোমরা আমার প্রভুর সম্ভ্রম ও আমার প্রাণনাশক শত্রু।

[তোমাদিগের যুবা বন্ধু শ্রী রং নং।

সমাচার।

১। ফ্রান্স দেশে অবগাহন মতাবলম্বি লোকদের প্রতি দৌরাত্ম্য।—ফ্রান্স দেশের লাওং নামক নগরে কতক লোক অবগাহন মতাবলম্বী হইয়া কখনো২ কোন গৃহে সভা করিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিল এবং প্রার্থনাও করিল। পরে সেই নগরের শাসনকর্ত্তা তাহা শুনিয়া এক দিন লোক পাঠাইলে সভাস্থ লোকদের মধ্যে এক জন ধরা পড়াতে কতক জন চোরের সহিত এক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কারাগারে নীত হইল, এবং কিছু কাল পরে বিচার হইলে তাহার এবং দুই জন বন্ধুর এক শত বিংশতি টাকার জরিমানার দণ্ডাজ্ঞা হইল। তাহাদের অপরাধ এই যে এক নূতন ধর্ম্মমত স্বীকার করিয়াছিল। অবগাহন মত যে আধুনিক ধর্ম্মমত নহে, কিন্তু দীর্ঘকালাবধি ইংলণ্ড ও আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে চলিত আছে, এমত প্রমাণ দিলেও তাহারা মুক্তি পাইল না। এ কোন পুরাতন ঘটনা নহে, এই বৎসরের ঘটনা। এবং যে ফ্রান্স দেশের লোকেরা আপনাদিগকে সকলের মধ্যে অতি সভ্য জ্ঞান করে, তাহাদেরই দেশে হইল। আর আশ্চর্য্য এই, সেই দেশের ব্যবস্থানুসারে কোন ধর্ম্মমত নিষিদ্ধ নহে, তথাপি এমন দৌরাত্ম্য হইয়াছে।

২। জর্ম্মানি দেশের কার্লস্রূহ নামক নগরে ধর্ম্মোপদেশকদের প্রতি দৌরাত্ম্য।—তিন মাস হইল কার্লস্রূহ নগরের নাচঘর কোন কারণে পুড়িয়া গেল। তৎকালে সং দেখিবার জন্যে অনেক২ লোক সেই গৃহমধ্যে ছিল, এবং অগ্নি অতি শীঘ্র বৃদ্ধি পাইলে সকলের রক্ষা না হওয়াতে এক শতের অধিক লোক দগ্ধ হইয়া মরিল। এই সকল প্রভুর দিনে

ঘটিয়াছিল। পর রবিবারে সেই নগরের দুই জন ধর্ম্মোপদেশক উপদেশের সময়ে ঐ ভয়ানক ঘটনার উল্লেখ করিয়া অন্যান্য কথার মধ্যে ইহা কহিলেন, প্রভুর দিন যদি আমাদের এই নগরে মান্য হইত, তবে এমন বিপদ হইত না; প্রভুর দিনে নাচঘর ও দোকান খোলা থাকে ইহা ভাল নয়। এই কথাপ্রযুক্ত তাঁহারা তদ্দেশের রাজার দৃষ্টিতে অপরাধী হইয়া বিচারের দায়ী হইলেন, কিন্তু কি দণ্ড পাইবেন, তাহা অদ্যাপি নিশ্চিত হয় নাই।

৩। সুইৎসর্লাণ্ড দেশের বের্ণ নগরে তদ্রূপ দৌরাত্ম্য।—সেই বের্ণ নগরের শাসনকর্ত্তৃগণ তথাকার বিদ্যালয়ে ধর্ম্মবিদ্যার্থিগণকে ধর্ম্মবিদ্যা শিখাইতে এক জন নাস্তিক লোককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে দুই জন অতি উত্তম ধর্ম্মোপদেশক দুঃখিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র পুস্তক ছাপাইয়া লোকদিগকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে শাসনকর্ত্তৃগণ অসন্তুষ্ট হইয়া একেবারে তাহাদিগকে পদচ্যুত করিলেন।

এই দুই ঘটনাদ্বারা বুঝা যায়, খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী যদি দেশের শাসনকর্ত্তাদের দাসী হয় এবং মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ যদি শাসনকর্ত্তাদের নিকটে বেতন গ্রহণ করে, তবে মণ্ডলীর স্বাধীনতা নষ্ট হয়, এবং অধ্যক্ষগণ দণ্ডের ভয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কথা নির্ব্বিরোধে প্রচার করিতে পারে না। আর এই বঙ্গদেশে যদ্যপি ধনি লোকেরা দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ান লোকদের উপরে দৌরাত্ম্য করে, তথাপি দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ কোন মতাবলম্বি লোকের প্রতি তাহার বিশেষ মত প্রযুক্ত দৌরাত্ম্য করেন না, ইহার নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

৪। দুর্ভিক্ষের সমাচার।—আইরলণ্ড দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নানা দূরদেশহইতে খাদ্য দ্রব্য বাহুল্যরূপে আনীত হওয়াতে তাহার মূল্য কিঞ্চিৎ কম হইয়াছে; কিন্তু যদ্যপি লোকেরা এখন ক্ষুধাতে আর না মরে, তথাপি জ্বরাদি নানা প্রকার রোগ অতি ব্যাপ্ত হওয়াতে অনেকে পীড়াগ্রস্ত হইয়া মরিতেছে। সেই দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে যে দাতৃত্ব প্রকাশ হইয়াছে সে অতি আশ্চর্য্য। বোধ হয় ত্রিশ লক্ষের অধিক টাকার চাঁদা হইয়া থাকিবে, আর তাহার মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা এক মাসের মধ্যে আমেরিকা দেশহইতে পাঠান হইয়াছিল।

ইউরপের অন্যান্য দেশে এমত ভারি দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, যে নানা স্থানের লোকেরা ঘোটক ও গর্দ্দভ মারিয়া তাহাদের ঘৃণার্হ মাংসদ্বারা আপন ২ প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতেছে।

আসাম্ দেশে কতক লোকের মনঃপরিবর্ত্তন।

শ্রীযুক্ত ব্রনসন্ সাহেব ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ তারিখের পত্রে নবগ্রামস্থ অর্ফান্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্ (অর্থাৎ পিতৃহীন বালকদের আলয়) নামক পাঠশালার বালকদের মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহরূপ কার্য্য বিষয়ক যে বিবরণ লিখিয়া পাঠান তাহা পাঠকদের জ্ঞাপনার্থে পশ্চাতে লিখিতেছি। ভূমি উর্ব্বরাকারি সুবৃষ্টি বর্ষণের পূর্ব্বে যেমন বড়২ জলবিন্দু পতিত হয়, তেমন নানা স্থানস্থ কতক মনুষ্যের মনঃপরিবর্ত্তক ঈশ্বরাত্মার শক্তি-প্রকাশ দেখিয়া আমাদের ভরসা হইতেছে যে অল্প কালের মধ্যে ভারতবর্ষস্থ ভ্রষ্ট লোকহইতে বিস্তর মনুষ্য উদ্ধৃত হওয়াতে ঈশ্বরের ভাণ্ডারে প্রাণিরূপ মহাশস্যের সংগ্রহ হইবে।

প্রভু পরমেশ্বর এই অঞ্চলস্থ নিজ দাসদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহা-দের কার্য্যেতে যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন তাহা অবগত হইলে বোধ করি, প্রভুর ভক্ত কোন লোকের অলাভ হইবে না। ফলতঃ গত সেপ্‌টেম্বর মাসে উক্ত পাঠশালাস্থ বালকদের ধর্ম্মে আত্যন্তিক মনোযোগিতা এবং তাহা-দের নিত্য ব্যবহারের উত্তমতা ও মনের নম্রতা প্রকাশিত হওয়াতে আমি নিশ্চয় জানিলাম যে তাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা উপস্থিত হইয়াছেন। প্রায় এই সময়ে আমি ঐ বালকদিগকে পাঠার্থে বাঙ্গালা ভাষায় বনিয়ন সাহেবের যাত্রিকের অগ্রসর ও প্রভুর দৃষ্টান্তকথা এই গ্রন্থদ্বয় দিয়াছি-লাম, তাহাতে তাহাদের অধিক চেতনা জন্মে। ফলতঃ ঐ পুস্তকে লিখিত জীর্ণবস্ত্র পরিহিত ও পাপভারে ভারাক্রান্ত এবং ধ্বংসিনগরহইতে পলায়ন ও অনন্ত জীবন প্রাপ্ত্যর্থে নিজ পরিজনদিগের বিনয়বাক্যে অমনোযোগি ব্যক্তির বিবরণ তাহারা যতই পাঠ করিল, ততই তাহারা সজল চক্ষুতে ব্যগ্রতা পূর্ব্বক ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহাতে জানা গেল যে তাহারাও আপনাদের দুরবস্থা ও ত্রাণকর্ত্তাকর্ত্তৃক পাপক্ষমার আবশ্যকতার উপলব্ধি পাইয়াছে। আর প্রভুর দিবসে ধর্ম্মপুস্তকাদি পাঠা-র্থে যে সকল বালক উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যেও ঐ রূপ চেতনা বিশেষ রূপে জন্মিল।

অবশেষে এক দিবস অধিক বয়স্ক এক বালক ঈশ্বরারাধনা করণানন্তর আমার বাটী পর্য্যন্ত আমার পশ্চাৎ২ আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, আমি কি করিব? আমার পাপ অতি ভারী হইয়াছে, তৎপ্রযুক্ত আমার মনে শান্তি নাই; আমি দীপ্তি ও নূতন অন্তঃকরণ পাইবার নিমিত্ত অনেক দিনাবধি গোপনে প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় নাই, এবং আমার বিনাশ হইবে আমার এমত ভয় হইতেছে। এই প্রকার বিস্তর কথোপ-কথনের সময়ে আপনার মনের এইরূপ অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করণানন্তর ঐ বালক আমার সহিত হাঁটু পাতিয়া পাপক্ষমা নিমিত্ত ত্রাণকর্ত্তার নিকটে বিনতি পূর্ব্বক প্রার্থনা করিল। আর অন্যান্য বালকদের সহিত

কথোপকথন করিয়া জানিলাম যে তাহাদেরও মনের গতি ঐ, এবং তাহারাও গোপনে প্রার্থনা করিয়া থাকে।

পরে নবেম্বর মাসের ১৫ তারিখে আমাদের বার্ষিক মিসনরি কমিটির বৈঠক নির্দ্ধারিত হইলে আমাদের প্রিয় ভ্রাতা ব্রৌণ্ সাহেব তাহার কএক দিবস পূর্ব্বেই আমাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার কথোপকথনে ও ঘোষণাতে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ হওয়াতে পরিত্রাণ নিমিত্ত তাহাদের আরো অধিক চিন্তা জন্মিল। অপর অবশিষ্ট ভ্রাতা ভগিনীরা উপস্থিত হইলে আমাদের এমন উদ্যোগ হইল যে স্কুল ও অন্যান্য কার্য্য স্থগিত রাখিয়া সুসমাচার প্রচারে আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য ইহা বুঝিলাম। তাহাতে শিবসাগরহইতে আগত স্বদেশীয় লোকদের প্রমুখাৎ ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণার্থে অনেক২ লোক প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে উপস্থিত হইল। দেশীয় ভ্রাতারা স্বদেশীয় লোকদিগকে দেবপূজা ত্যাগ ও সুসমাচার অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ বিষয়ে যে২ কথা কহিলেন তাহা অতি মনোহর বটে, বিশেষতঃ ঐ পিতৃমাতৃহীন বালকদের ক্রুশের নীচে আপন২ বোঝা পড়িয়া যাওয়াতে তাহারা একে২ উঠিয়া বিশ্বাস করাতে তাহাদের কি রূপ শান্তি এবং ত্রাণকর্ত্তার প্রতি কেমন প্রেম ভক্তি জন্মিয়াছে, এতদ্বিষয়ে যাহা২ কহিল তাহা ততোধিক মনোহর। "ঈশ্বর বালক ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখের দ্বারা আপন স্তব প্রকাশ করিতেছেন," ইহা সত্যই বটে। এই সকল দিনে আমি যে২ বিষয় দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহা আমার মনহইতে কখন লুপ্ত হইবে না; ফলত দিবারাত্রি প্রার্থনা ও ধন্যবাদের গান চারিদিগহইতে শুনিতে পাইলাম।

ঈশ্বরের প্রেম অর্থাৎ পাপিদের নিমিত্তে মরণজন্য ঈশ্বরের যে অসীম নিগূঢ় প্রেম তাহাতে প্রত্যেকের অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হওয়াতে তাহারা প্রকাশ রূপে প্রভুর শিষ্য হইতে বাঞ্ছা করিল। তাহাদের অনেকেই যদ্যপি অল্পবয়স্ক, তথাপি তাহারা অনেক দিনাবধি খ্রীষ্টধর্ম্মের মূলসূত্র জ্ঞাত থাকাতে পাপ নিমিত্ত অকপট অনুতাপের এবং ত্রাণকর্ত্তার প্রতি প্রেমের দৃঢ় প্রমাণ দিয়াছিল, অতএব "আমাদের ন্যায় যাহারা পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের জলাবগাহনে কি কেহ নিষেধ করিতে পারে?" এই হেতু নবেম্বর মাসের ২৯ তারিখে বৈকালে ৫ ঘণ্টার সময়ে আমরা জল সান্নিধানে দাঁড়াইলে ত্রাণকর্ত্তার দৃষ্টান্ত ও আজ্ঞানুসারে সানন্দান্তঃকরণে দশ জন জলকুণ্ডে নামিয়া তাঁহার মৃত্যুর অনুরূপে অবগাহিত হইল। তৎকালে বিস্তর লোক উপস্থিত হইয়া সুস্থির রূপে সকল দেখিল, এবং শ্রীযুক্ত ব্রৌণ্ সাহেব গাম্ভীর্য পূর্ব্বক যে মনোহর উপদেশ দেন তাহা নিষ্ফল হইল না, আমরা এমত অনুমান করি।

ঐ বালকদের অবগাহন কালে আমি আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরিকে অবগাহন করাইলাম, ঐ মেরি ইহার অনেক দিন পূর্ব্বে আপন মনঃপরিবর্ত্তের এমত প্রমাণ দিয়াছিল, যে তখনি আমরা বোধ

করিলাম যে তাহার অন্তঃকরণে অনুগ্রহকার্য্যের আরম্ভ হইয়াছে। এবং প্রভুর ঐ আজ্ঞা পালন করিতে তাহার অনেক দিনাবধি বাঞ্ছা জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহার বয়সের অল্পতা প্রযুক্ত আমরা তাহাকে এ পর্য্যন্ত বিলম্ব করাইয়াছিলাম। এখন যাহারা অবগাহিত হইল তাহাদের মধ্যে দুই জন অল্প যুবতী স্ত্রীলোক কিছু দিন পর্য্যন্ত বিবি কটর কর্তৃক শিক্ষিত হইয়াছিল। আর এক জন যুবা লোক কটর সাহেবের ছাপাখানাতে কর্ম্ম করিত। সভার বৈঠক কালে আর কএক লোক হিন্দুধর্ম্ম প্রকাশ রূপে অস্বীকার করিল, এবং তাহাদিগকে পরিত্রাণের উত্তমাশারহিত এবং আর অধিক জ্ঞান প্রাপণেচ্ছু বোধ হইল। আমরা ভরসা করি তাহারা উপযুক্ত সময়ে আপন২ মন স্থির করিয়া জাতিরূপ বন্ধন ছিন্ন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া খ্রীষ্টের প্রেমের নিমিত্ত পৃথিবীস্থ তাবৎ বাধা ত্যাগ করিবে। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে যে মহাক্ষতি হয়, তাহা স্বীকার করণার্থে ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ প্রেম আবশ্যক আছে।

কেবল দুই তিন বৎসর হইল যাহাদিগকে মহাদুঃখ ও ঘোর অন্ধকার-হইতে লওয়া গিয়াছিল এমত পিতৃমাতৃহীন সন্তানদের প্রতি বিশেষ ঐশ্বরিক অনুগ্রহ প্রকাশের সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমাদের বন্ধুগণ প্রেমের কার্য্যেতে উৎসাহযুক্ত হইবেন, এমত ভরসা আমরা করিতেছি। ঈশ্বরের অঙ্গীকার ব্যতিরেকে আমাদের পাঠশালার উপকারার্থে এক্ষণে অন্য কোন উপায় নাই, ফলত আমাদের বৃত্তি ও সংস্থান নাই। তথাপি বালকদের সংখ্যা ও তাহাদের প্রতিপালনজন্য ব্যয় যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমন অপরিচিত বন্ধুগণ পাওয়া গিয়াছে, তাহারা এখানকার ব্যয়ের কারণ অর্থ প্রেরণ করিতেছেন, এবং আমাদের দয়ালু পিতা আপন আত্মা বর্ষণদ্বারা প্রথম ক্লাশের প্রায় সকল ছাত্রকে নিজ খোঁয়াড়ে আনয়ন করাতে আমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বালকদের মধ্যে কএক জনের সদ্‌গুণ ও স্বদেশীয়দের নিকটে সুসমাচার প্রচার করণের দৃঢ় বাঞ্ছা আছে, তাহাতে আমরা ভরসা করি যে উপযুক্ত সময়ে পরমেশ্বর ঐ অধিকার দিয়া তাহাদিগকে সম্ভ্রান্ত করিবেন। এক্ষণে সকল খ্রীষ্টীয় লোকদের নিকট আমার নিবেদন এই যে এই খোঁয়াড়স্থ মেষবৎসদিগের নিমিত্তে, এবং এই অঞ্চলে আর যত লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন সে সকলের মঙ্গলার্থে প্রভুর নিকট যাজ্ঞা করিবেন, যেন ইহারা নিরূপিত পথে গমন করত ক্রমে২ বলবান হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মে স্থির থাকে, এবং এখানকার মণ্ডলী সহস্র২ গুণ বৃদ্ধি পায় এমত প্রার্থনাও করিবেন।

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

[পশ্চাল্লিখিত কথা বিশ্বাসি লোকদের প্রতি লাগে না, কিন্তু অবিশ্বাসি লোকদের প্রতি লাগে, তথাপি প্রত্যেক খ্রীষ্টীয়ান সভার মধ্যেও কতক২